ষ্ট্যালিন

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

"অগ্রণী বুক ক্লাব" ১৬ নং বৃন্দাবন বসু লেন কলিকাতা হইতে
প্রফুল্লকুমার রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ—সেপ্টেম্বর, ১৯৪১
দ্বিতীয় সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৪৪

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা
১৩৪৩|৪৩

ভূমিকা

ষ্ট্যালিনের জীবন রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলন ও বিপ্লবের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ষ্ট্যালিনের কর্ম্মবহুল জীবনে নাটকীয় ঘটনার অত্যন্ত অভাব। সেই কারণে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও রাশিয়ার কৃষক শ্রমিকের অভ্যুত্থানের ইতিহাসের সহিত জড়িত করিয়াই এই জীবন আমাকে আলোচনা করিতে হইয়াছে। সমসাময়িক জগতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ষ্ট্যালিন এক বিরাট বিগ্রহ। অথচ তাঁহার সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই জানি। এই শ্রেণীর মানুষের জীবনের একটা স্বচ্ছ পরিচয় লেখনীমুখে ফুটাইয়া তোলা কঠিন ব্যাপার। আমি অকপটে স্বীকার করিতেছি যে এই গ্রন্থ তাঁহার সম্যক পরিচয় নহে। আজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতিপথে নাৎসী জার্ম্মানী সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করার পর এই প্রশ্নই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ কি? মানব মুক্তির উপাসকগণের আত্মবলিদান কি কোন নূতন আশা সান্ত্বনা বহিয়া আনিবে, না নৈরাশ্যের অন্ধকারে মনুষ্য-সভ্যতা বহুযুগ আবৃত থাকিবে? সোভিয়েট রাশিয়ার বিশকোটী নরনারী কি রুধিরস্রোতে ভাসিয়া যাইবে? না শোণিতস্নাত হইয়া পুনরায় তাহারা নব নির্ম্মাণশালায় মনুষ্য জাতির ভবিষ্যৎ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিবে?

এই প্রশ্ন আসিতেছে সমাজের সর্ব্বনিম্ন স্তর হইতে। সমাজের উপরের দিকের পাণ্ডিত্যাভিমানী মৃত জগতের স্তাবকগণ এই প্রশ্ন শুনিয়া সচকিত ও উদ্বিগ্ন। পৃথিবীর সকল দেশের বুদ্ধিজীবিরা এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিতেছেন, কূটনীতিকগণ কৌশলপূর্ণ ভাষার আবরণে

সংকীর্ণতর অর্থে এক নয়া ব্যবস্থার ইঙ্গিত ও আশ্বাস দিতেছেন। আর একদল লোক আছেন যাঁহারা উদ্বিগ্ন নহেন, ভূমিকম্পের মত প্রচণ্ড আলোড়নে যাঁহারা ধ্বংস অপেক্ষা নবসৃষ্টির বার্ত্তা পাঠ করেন। ষ্ট্যালিন হইলেন এই দলের প্রতিনিধি।

"অ র ণি"
১২২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
১৩-৯-৪১

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এবার গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়াছি। অনেক নূতন বিষয় প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। বিপ্লব ও অদ্যকার স্বাধীনতার যুদ্ধের মহান নেতার জীবনকাহিনী আমার দুর্ব্বল লেখনীতে কতটা ফুটিয়াছে জানি না, তবে অপক্ষপাতীভাবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি ইহাই আমার সান্ত্বনা।

"অ র ণি"
১২২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদের

করকমলে

এক

সোভিয়েট রাশিয়ার 'লৌহ মানব' ষ্ট্যালিন আজ পৃথিবীর পরম বিস্ময়। সমসাময়িক ইউরোপ ও এশিয়ার সমস্ত দেশের রাষ্ট্রবীরগণের মধ্যে তাঁহার শির সমধিক গৌরবে উন্নত। ইনি একদিকে নির্ম্মমহস্তে অতীত ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়াছেন, অন্যদিকে কল্যাণ-স্নিগ্ধ হস্তে নবীন রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিয়াছেন। রাশিয়ার কৃষক-শ্রমিক বিপ্লবের ইতিহাস তাঁহার জীবন চরিতের একটা প্রধান অংশ। এই মনুষ্যটির অনন্য-সাধারণ কর্ম্মজীবন যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া যে প্রভাব, যে প্রতিপত্তি, যে আলোক ও উত্তাপ বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তীকালে রাখিয়া যাইবে তাহা জানিবার ও বুঝিবার আগ্রহ স্বাভাবিক।

সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমস্ত পৃথিবীর ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। একলক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপী এই বিশাল রাষ্ট্রের বিশ কোটী নরনারীর নেতা ষ্ট্যালিন। দেশ কালের ব্যবধানে গান্ধিজী ভারতের লক্ষকোটী নরনারীর যেভাবে শ্রদ্ধার পাত্র, রাশিয়ার নরনারীরা ষ্ট্যালিনকে ঠিক সেই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহারা তাঁহাকে ভালবাসে, বিশ্বাস করে। রাশিয়ার বাহিরেও পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানব-মুক্তিকামীরা রাষ্ট্রক্ষেত্রে এই নবযুগ-প্রবর্ত্তককে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এমন যে জীবন তাহা যথাযথভাবে আলোচনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।

তথাপি শত্রুপক্ষের নিন্দা ও মিত্রপক্ষের স্তুতিবাদের আবর্জ্জনারাশি যথাসাধ্য পরিহার করিয়া এই মহৎ জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

পশ্চিম এশিয়ার জর্জিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ। এক সাহসী, পরিশ্রমী, সুগঠিতদেহ নরনারী-অধ্যুষিত এই দেশের দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস—রাজ্য ও সাম্রাজ্য গড়ার ইতিহাস। সম্রাট সেকেন্দর শাহ, চেঙ্গিস্ খাঁ, তৈমুর লঙ্গ প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী সম্রাটগণের চতুরঙ্গবাহিনী এই ক্ষুদ্র দেশের উপর ধ্বংস ও হত্যার স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। তথাপি এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আর্য্যবংশসম্ভূত অধিবাসীরা কোন প্রকারে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে। বহু পরিবর্ত্তনের পর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জর্জিয়া রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় ইহারা বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীনতা উদ্ধারের চেষ্টা করে, কিন্তু সে বিদ্রোহ জার গভর্ণমেণ্ট সহজেই দমন করিয়া ফেলেন। স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের অনির্ব্বাণ অনলশিখা একেবারে নিভিয়া না গেলেও জর্জিয়ার অধিবাসীরা জারের শাসনদণ্ডের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল। জারীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল কোন সঙ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহ হয় নাই। এই পরাধীন আত্মবিস্মৃত জাতির মধ্য হইতেই ষ্ট্যালিনের আবির্ভাব।

জর্জিয়ার এক ক্ষুদ্র সহর গোরীতে ১৮৭৯ সালে এক কৃষক পরিবারে ষ্ট্যালিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভিসারিয়ান যুগাশ্‌ভিলি ছিলেন দারিদ্র্য-পীড়িত কৃষক। কৃষিকার্য্যে উদরান্নের সংস্থান হওয়া অসম্ভব দেখিয়া তিনি ঐ সহরে আসিয়া চর্ম্মকার বৃত্তি অবলম্বন করেন। পরে টিফ্‌লিস্ সহরে এক জুতার কারখানায় যোগ দেন। তাঁহার মাতার নাম ক্যাথারিন। এই কঠোর পরিশ্রমী ধর্ম্মভীরু দম্পতির অভাবগ্রস্ত ক্ষুদ্র সংসারে শিশু 'সোসো'র বাল্যজীবন কাটিয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে

সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই পিতামাতা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে চিন্তিত হইলেন এবং পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে 'সোসো' ধর্ম্মযাজক হইবে। সাত বৎসর বয়সে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ষ্ট্যালিন জর্জিয়ান ও রাশিয়ান ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। লেনিনের মতই ষ্ট্যালিন পরিশ্রমী ও উৎসাহী ছাত্র ছিলেন এবং প্রত্যেক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাইতেন। পাঠশালার শেষ পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, মাতার সহিত টিফ্লিসে আসিয়া ১৪ বৎসর বয়সে (১৮৯৪) তিনি খৃষ্টান পাদ্রীদের স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। টিফ্লিস সহরে ইউরোপীয় শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাব সুপরিস্ফুট, ধর্ম্ম-পুস্তকের মধ্যেই তাঁহার চিত্ত ও চিন্তা আবদ্ধ রহিল না; নব্য ইউরোপের নব নব চিন্তাধারা তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। সংবাদপত্র, বিভিন্ন পুস্তিকা এবং শিক্ষিত যুবকগণের সহিত আলোচনার ফলে তিনি জর্জীয় জাতীয়তাবাদ ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হইলেন। ডারুইন ও মার্ক্সের চিন্তাধারা তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিল। ষ্ট্যালিন নিজে বলিয়াছেন, "পনর বৎসর বয়সেই আমি বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগদান করি এবং ট্রান্স-ককেসিয়ার রুশীয় মার্কস্‌পন্থী গুপ্তদলগুলির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া পড়ি। এই দলগুলি আমার উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহার ফলে আমি নিষিদ্ধ সাহিত্য পাঠে অভ্যস্ত হইয়া উঠি।"

টিফ্লিস্ বিদ্যালয়ে ধর্ম্মপুস্তক ছাড়াও তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে নিষিদ্ধ পুস্তিকা ও ইস্তাহারাদি প্রবেশ করিতেছে সংবাদ পাইয়া ধর্ম্ম-যাজকগণ শঙ্কিত হইলেন। মাঝে মাঝে পুলিশ আসিয়া থানাতল্লাসী

করিতে লাগিল। প্রথম যখন সমাজতন্ত্রী ও বৈপ্লবিক ইস্তাহারাদি বিলি হইতে থাকে তখন পুলিশ নূতন বিপদকে তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নাই। কিন্তু সহসা পুলিসের পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইল; খানাতল্লাসি, ধরপাকড় ও গ্রেপ্তার নবোদ্যমে চলিতে লাগিল। খৃষ্টান সাধুদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ে পুলিশের দৃষ্টি পড়িল। প্রথমে কেহই জোসেফ্‌কে সন্দেহ করে নাই। চারি বৎসরকাল ছাত্রাবাসে থাকিয়া তিনি ভবিষ্যতে পাদ্রী হইবার সাধনায় অধ্যয়নরত আছেন ইহাই সকলে মনে করিত। একদিন পুলিশ আসিয়া ছাত্রাবাস হইতে দুইজন ছাত্রকে বিপ্লবী সন্দেহে গ্রেপ্তার করিল। তাহাদের গৃহ হইতে বৈপ্লবিক পুস্তিকা পাওয়া গেল, ছাত্র মহলে একটা ক্ষুব্ধ রোষের সঞ্চার হইল। ষ্ট্যালিন গুপ্ত-সমিতির কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। মার্ক্‌সের "ক্যাপিটালের" মাত্র এক খণ্ড বই তাঁহাদের হাতে ছিল। উৎসাহী ছাত্ররা উহা নকল করিয়া নব নব পাঠচক্রে উহা আলোচনা করিতে লাগিল। ষ্ট্যালিন প্রবল পাঠানুরাগ লইয়া ইতিহাস ও সাহিত্যগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। সেক্সপীয়রের নাটকগুলির সহিত পরিচিত হইয়া ষ্ট্যালিন কাব্যচর্চ্চায় মজিলেন। স্থানীয় সাময়িক পত্রিকায় এই সময় তাঁহার কয়েকটি কবিতাও প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮-এ ছাত্ররা নিজেদের হাতে লেখা সাময়িকপত্র বাহির করিল। এই কাজ করিতে গিয়াই প্রথম ষ্ট্যালিন সুদূর সেণ্ট পিটার্সবার্গে অবস্থিত লেনিনের লেখার সহিত প্রথম পরিচিত হন। যে দুই প্রতিভার মিলনে পরবর্ত্তীকালে পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ ভূমিতে অভূত-পূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইয়াছিল—ইহাই তাহার সূচনা। ক্রমে কর্ত্তৃপক্ষ আবিষ্কার করিলেন, জোসেফের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় ছাত্রদের মধ্যে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রবাদ প্রসারলাভ করিতেছে। ভিক্টর হুগোর উপন্যাস পড়িবার

এবং ভ্রাম্যমান পাঠাগার হইতে পুস্তক লইবার অপরাধে ইতিপূর্ব্বেও তিনি দণ্ডিত হইয়াছিলেন। অবশেষে একদিন তাঁহারা 'রাজনৈতিক কারণে' তাঁহাকে ছাত্রাবাস হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সমুন্নত শিরে জোসেফ্ সোজাসুজি শ্রমজীবিদের সহিত গিয়া মিলিত হইলেন, পশ্চাতে ফিরিয়াও চাহিলেন না। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ওয়ার্কার্স্ দলের টিফ্‌লিস্ শাখায় যোগদান করিলেন। এই বৎসরই রাশিয়ায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের শাখা-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জারীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র রাশিয়ায় যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় তাহা জার্জিয়ান যুবকদিগকেও আলোড়িত করিয়াছিল এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সর্ব্ববিধ উপায়ে, বিশেষভাবে নিষ্ঠুর অত্যাচার দ্বারা জাতীয়তাবাদ ও প্রজা বিদ্রোহ দমনে প্রবৃত্ত ছিলেন। স্বকীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা হইতে বঞ্চিত করিয়া পরাধীন জাতিগুলিকে বৈদেশিক সংস্কৃতি, সভ্যতার প্রভাবে অভিভূত করিবার কৌশল রুশ গভর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিয়াছিলেন। "ককেসিয়ান্ জনসাধারণের আদালতে অভিযুক্ত হইবার অধিকার ছাড়া আর কোন অধিকার নাই"—ইহাই লোকে বলাবলি করিত। অবশ্য অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিবার এবং মৃদু আপত্তি করিবার অধিকার তাহাদের ছিল; কিন্তু তাহা করিতে হইলে কেবলমাত্র রাশিয়ান্ ভাষায়ই তাহা করিতে হইত। এই অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবেই একটা জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহার বাধা প্রচুর। ট্রান্স-ককেসিয়ায় (জর্জিয়া আর্ম্মেনিয়া এবং আজারবাইজান্) বহু বিভিন্ন গোষ্ঠির অস্তিত্ব ছিল। জর্জিয়ান্, আর্ম্মেনিয়ান, তুর্কী, ইহুদি, কুর্দ্দ এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য গোষ্ঠিগুলির মধ্যে এক রাশিয়ান্ পীড়নের ও দাসত্বের

সার্ব্বজনিক চাপ ছাড়া আর কোন ঐক্য ছিল না। নিজেদের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস, কলহের অন্ত ছিল না। এই সমস্ত বিভিন্ন গোষ্ঠিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একদিকে যেমন জাতীয়দল গঠন করিবার চেষ্টা চলিতেছিল অন্যদিকে তাহার পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনেরও সূচনা হইয়াছিল।

১৮৫৪-৫৬ সালের ক্রিমিয়ান্ যুদ্ধে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয়ের পর জাতীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দেশে একটা তীব্র প্রতিবাদ দেখা দিয়াছিল। প্রত্যেক যুদ্ধেই জনসাধারণের চিত্ত গভীরভাবে আলোড়িত হয়। পশ্চিম ইউরোপীয় প্রধান জাতিগুলির ক্ষিপ্র উন্নতি ও বিস্তারের তুলনায় জার-শাসিত রাশিয়া বর্ব্বরতা অজ্ঞতা ও ধর্ম্মান্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার অনুকরণপ্রয়াসী রাশিয়ান্ শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে সংস্কার আন্দোলন দেখা দিল। এই সংস্কারপ্রয়াসী মধ্যশ্রেণীকে খুসী করিবার জন্য ১৮৬০ হইতে ১৮৬৯ সালের মধ্যে রুশ গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিলেন। কৃষিক্ষেত্রে দাসপ্রথা লুপ্ত হইল, মিউনিসিপ্যাল স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইল, বিচার বিভাগেরও কিছু সংস্কার সাধিত হইল। যদিও ঐ সকল সংস্কারে দেশময় একটা হৈ চৈ পড়িল, তথাপি দেখা গেল প্রচলিত ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষিক্ষেত্রে দাসপ্রথা লোপের কথাই ধরা যাউক। উহার পশ্চাতে দীর্ঘস্থায়ী বৈষম্যের প্রতিকারের মনোবৃত্তি ছিল না। প্রথম উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক লাভ, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বড় বড় জোত্‌দার জমীদারের স্বার্থ, তৃতীয়তঃ রাজনৈতিক কারণ। স্বয়ং জার পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন, উপর হইতে কৃষকদিগকে মুক্তি দিবার কারণ এই যে তাহারা যেন নীচের দিক হইতে মুক্তির দাবী করিয়া আন্দোলনের সাফল্যের গর্ব্বে অহঙ্কৃত না হইয়া উঠে। রাষ্ট্রের সংস্কারের

এই ব্যর্থতা হইতে "পপুলিষ্ট" আন্দোলনের সূচনা হয়। পশ্চিমে ইউরোপের নকল না করিয়া রাশিয়ান্ ঐতিহ্য ও পারম্পর্য্যের অনুসরণে পল্লী সমিতি ও শ্রমজীবি-সঙ্ঘ গঠিত হইল—এই পথে রাশিয়ার জনসাধারণ "ধনতন্ত্রের বেদনাময় পথে পরিভ্রমণ না করিয়াও" সমাজতন্ত্রবাদে উত্তীর্ণ হইবে। ১৮৭০ হইতে ১৮৮১ সাল পর্য্যন্ত 'জমি ও স্বাধীনতা', 'জনসাধারণের স্বাধীনতা' প্রভৃতি দাবীর ভিত্তিতে "পপুলিষ্ট" আন্দোলন বোমা এবং সন্ত্রাসবাদ দ্বারা রাশিয়ার সম্রাট, প্রাসাদ ও রাজশক্তিকে বিচলিত করিয়া তোলে। রাশিয়ার বাহিরে এই আন্দোলনকারীরা 'নিহিলিষ্ট' বলিয়া পরিচিত হন। ১৮৮১ সালে রুশ সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্জাণ্ডারের হত্যাকাণ্ডের পর রুশ গভর্ণমেণ্ট 'পপুলিষ্ট' সঙ্ঘগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলিল এবং ফলে সাহিত্যিকদের কল্পনায় ছাড়া উহার আর কোন অস্তিত্ব রহিল না।

তরুণ বয়সে লেনিন 'পপুলিষ্ট' মহলে মেলামেশা করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলেকজাণ্ডার উলিয়ানফ্ 'জনসাধারণের স্বাধীনতা' আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই অপরাধে ১৮৮৭ সালে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। লেনিনের ভগ্নী মারিয়া উলিয়ানফ্ বলেন, যখন এই দুঃসংবাদ আসিল তখন সপ্তদশবর্ষীয় বালক ভ্লাডিমির ইলিচ (লেনিন) দূর দিগ্‌বলয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিলেন, "না, আমাদিগকে স্বতন্ত্র পথ বাছিয়া লইতে হইবে; এপথ আমাদের নহে।"

এই স্বতন্ত্র পথ হইতেছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ। রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রাচীন আদর্শ, বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর অন্যায় অধিকার কাড়িয়া লওয়া, সাম্য এবং সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি মতবাদের সংস্কার ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কার্ল মার্কস্ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে

সমাজতন্ত্রবাদকে এক নব রূপান্তর দান করেন। মার্কস্‌বাদের অভিনবত্ব হইল প্রাচীন সমাজতন্ত্রবাদের অযৌক্তিক আকাশকুসুম কল্পনা এবং ক্রম সংস্কার-মূলক ভীরু মৃদুমন্দ পদ বিক্ষেপের পরিবর্ত্তে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে রাজনীতি ও অর্থনীতির সমন্বয় এবং সমাজতন্ত্রবাদকে শ্রমিক আন্দোলনের সহিত মিলিত করিয়া দেওয়া। সমাজতন্ত্রবাদের এই অভিনব পরিবর্ত্তন পরবর্ত্তীকালের রাজনৈতিক ও শ্রমিক আন্দোলনে বহু বাদ প্রতিবাদের পর সমাজতন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল।

সমাজতন্ত্রবাদ প্রথম হইতেই আন্তর্জাতিক আন্দোলন রূপে আত্ম-প্রকাশ করে। প্রথম আন্তর্জাতিক মার্কস্‌ ও এঙ্গেলস্‌-এর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে স্থাপিত হয়। ইহা ‘সর্ব্বহারাদের সংঘর্ষের মূল ভিত্তিস্বরূপ একটা সুনিশ্চিত মতবাদের’ প্রতিষ্ঠা করে। ইহার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকও প্রথম দিকে শ্রমিক আন্দোলনের পরিপুষ্টি ও বিকাশের সর্ব্বাঙ্গীন ও দূরপ্রসারী পথ প্রস্তুত করে। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রীরা প্রথম হইতেই সন্ত্রাসপন্থী সমাজতন্ত্রীদের বিরোধী। তাঁহারা সন্ত্রাসবাদ বা গুপ্তহত্যামূলক ভীতি প্রদর্শনে বিশ্বাস করিতেন না। ব্যক্তিগত অন্ধ হিংসা আবেগের প্রাচুর্য্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং সর্ব্বদাই ভুল করিয়া বসে। এই নিস্ফল পথের পরিবর্ত্তে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রিগণ ঘোষণা করিলেন, শোষিত নির্য্যাতিতদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে, তাহাদের আত্মস্বার্থবোধ জাগ্রত করিতে হইবে। শৃঙ্খলার প্রতি অনুরাগ এবং বাস্তব কর্ম্মনীতির প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারাই ইহা সম্ভব।

মার্কস্‌বাদ রাশিয়ায় দ্রুত বিস্তার লাভ করিল, কারণ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়ায় একদিকে যেমন কলকারখানা গড়িয়া উঠিতেছিল অন্যদিকে তেমনি নিষ্ঠুরতা ও হিংসার ভারে সন্ত্রাসবাদীদলও আত্মদৌর্ব্বল্যে

শতধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। লেনিন এই আন্দোলনে ঝাঁপ দিলেন। তিনি মার্কস্‌বাদের অনুকূলে প্রচারকার্য্য করিতে গিয়া দেখাইলেন বিশৃঙ্খল চমক্‌প্রদ সন্ত্রাসবাদের মধ্যে একটা মোহময় আকর্ষণ থাকিলেও আসলে উহা প্রতিক্রিয়াশীলদের দুঃস্বপ্ন মাত্র। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে আমরা শুনিয়াছি, ১৮৯৩ সালের মস্কোর এক গুপ্ত বৈঠকে ২৩ বৎসর বয়স্ক লেনিন মার্কস্‌বাদীদের মুখপাত্ররূপে উপস্থিত থাকিয়া 'পপুলিষ্ট' সন্ত্রাসবাদীদলের তত্ত্ব-বিশ্লেষণকারী নেতা ভোরণ্‌শফের সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং জয়যুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৮৪ সালেই রাশিয়ায় সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দল গঠিত হয়। ১৮৯১ সালের দুর্ভিক্ষের সময় এই দলের অগ্রগামী চিন্তানায়কগণ (প্লেখানফ্‌, এক্সেলরড্‌ প্রভৃতি) শ্রমজীবি শ্রেণীর সংস্পর্শে আসেন এবং অনেক সঙ্ঘ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৮ সালে মিন্‌স্ক কংগ্রেসে এই দলগুলি হইতে কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হয়, কিন্তু এই দলের অধিকাংশ সদস্য গ্রেপ্তার হওয়ায় কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য হইতে পারে নাই।

লেনিন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ইহার নিয়মতন্ত্র ও গঠনতন্ত্র তিনি স্বহস্তে প্রস্তুত করিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে যে কি কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। রুশীয় সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত শ্রেণীর প্রবল প্রতাপে মেষবৎ ভীরু দাসভাবাপন্ন রুশীয় জনসাধারণ অধঃপতনের চরমে পৌঁছিয়াছে। রোমানভ্‌ বংশের পাশবিক শাসনে সমগ্র রাশিয়া সন্ত্রস্ত। আরামে ও আয়েসে থাকিয়া যাঁহারা রাজনীতির বিলাস করেন তাঁহারা অধিকাংশই প্রতারক ও প্রবঞ্চক। মধ্যশ্রেণীর কি নেতা কি কর্ম্মী সকলেই জনসাধারণের প্রদত্ত চাঁদা লুঠ করিতে ব্যস্ত। সোণার ঘড়ি চেন ঝুলাইয়া

তথাকথিত রাজনৈতিক নেতারা রুশ সরকারের অধীনে ক্ষমতার পদ পাইবার জন্য লোলুপ। এই অবস্থার মধ্যে যখন মার্কস্‌বাদ আসিয়া রাশিয়ায় উপস্থিত হইল, সেই সময় ১৮৯৭ সাল হইতে জোসেফ্‌ ষ্ট্যালিন সেই সুরে তাঁহার জীবনের সুর মিলাইয়া লইলেন ; এই বুদ্ধিমান সুগঠিত দেহ সৌম্যকান্তি কৃষক-যুবক বিপ্লবীর জীবন বরণ করিলেন। টিফ্‌লিসের রেলওয়ে শ্রমজীবি, তামাকের কারখানার, জুতার কারখানার শ্রমজীবিদের মধ্যে তিনি বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপেক্ষা দশ বৎসর বয়সে বড় লেনিন তখন রাশিয়ার মর্ম্মকেন্দ্রে বসিয়া বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। অতীতের বিপুল ধ্বংসস্তুপ বিপ্লবের চিতা চুল্লীতে দগ্ধ করিয়া রাশিয়া নবজন্ম লাভ করিবে এই চিন্তা ছাড়া তাঁহার কোন চিন্তা ছিল না। এই সময় শ্রমজীবিদের বন্ধু "সোসো" লেনিনের নাম শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহার রচনা পাঠ করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরস্পরের সহিত পরিচিত হন নাই।

রাশিয়ার ইতিহাসের এই দুঃসময়ে কোন দিকেই আশার চিহ্ন ছিল না এবং রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। সশস্ত্র বিদ্রোহ তখন কল্পনার অতীত বিষয় ; বে-আইনী পুস্তিকা ও বিবৃতি গোপন ছাপাখানায় মুদ্রণ, শ্রমজীবিদের মধ্যে তাহা বিতরণ, নূতন সদস্য সংগ্রহ এবং এই সকল কাজের জন্য ধৃত ও বিচারাধীন সদস্যদের আদালতে পক্ষ সমর্থনের জন্য অর্থ সংগ্রহ—ইহার মধ্যেই দলের কার্য্য আবদ্ধ ছিল। রুশ গভর্ণমেণ্ট সর্ব্ববিধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা দমন করিয়াছিলেন, সংবাদপত্রে সরকারী অনুমোদিত সংবাদমাত্র প্রকাশিত হইতে পারিত। প্রকাশ্যভাবে কোন দলের বা মতের প্রচার কার্য্য সংবাদপত্রে চলিত না। এই কালে ষ্ট্যালিনের সহকর্ম্মী ওরাখেলাস্‌ভিলি লিখিয়াছেন, "তাঁহার (ষ্ট্যালিন) সহিত একত্র হইয়া

আমরা এক প্রচারক দল গড়িয়াছিলাম। আমাদের মগজে ছিল পুঁথিগত বিদ্যা এবং তাহার বাঁধাবুলি, যখন আমরা কৃষক বা শ্রমিকদের মধ্যে বক্তৃতা করিতাম তখন ঐ সকল দুর্ব্বোধ্য বাঁধা বুলির মোহ কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতাম না; কিন্তু ষ্ট্যালিনের বক্তৃতা প্রণালী ছিল স্বতন্ত্র। তিনি ঠিক বিপরীত দিক হইতে অর্থাৎ বাস্তব জীবনের দিক হইতে বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে তিনি তুলনামূলক বিচারকালে দেখাইতেন, মধ্যশ্রেণীর গণতন্ত্রবাদ জারতন্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট হইলেও কেন তাহা সমাজতন্ত্রবাদের তুলনায় মন্দ। শ্রোতাগণ সকলেই বুঝিত যে, গণতন্ত্রের আদর্শ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইলেও ইহা একদিন সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড বাধা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে এবং উহাকেও ধ্বংস করিতে হইবে। তিনি কখনও প্রতিপক্ষকে গালাগালি করিতেন না। আমরা বক্তৃতা বা আলোচনাকালে মেনশেভিকদিগকে তীব্র ভাষায় প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করিয়া বসিতাম। ষ্ট্যালিন ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। উগ্র ও হিংস্র ভাষা তিনি পরিহার করিয়া চলিতেন। ধীরভাবে যুক্তি দ্বারাই তিনি প্রতিপক্ষকে নিরস্ত ও নিরুত্তর করিতেন।”

গুপ্ত প্রচারকের যে জীবন তিনি সহকর্ম্মীদের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বিঘ্নসঙ্কুল ইহা বলাই বাহুল্য। গোয়েন্দা পুলিশ সর্ব্বদা পিছনে লাগিয়া আছে, জার শাসনযন্ত্র পিষিয়া মারিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। কারাগার, ফাঁসিকাষ্ঠ এবং সাইবেরিয়ার অরণ্যে নির্ব্বাসন সর্ব্বদাই সূত্র-বিলম্বিত তরবারির মত মাথার উপর ঝুলিতেছে। এই অবস্থায় কাজ করিতে হইলে যে নিটোল স্বাস্থ্য, ধৈর্য্য, কঠিন সাহস এবং ক্ষিপ্রকারিতার প্রয়োজন হয় ষ্ট্যালিনের তাহা ছিল। আহার নিদ্রার কোন নির্দ্দিষ্ট সময়

তাঁহার ছিলনা। নৈরাশ্যের সহিত, পরাজয়ের সহিত সর্ব্বদাই তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইত। অস্ত্রবল-সহায় বিপুল জার সাম্রাজ্যের শক্তির সম্মুখে মুষ্টিমেয় যুবক বিপ্লবী কি করিবে? কিন্তু ষ্ট্যালিন মার্কস্‌বাদের নির্ম্মল বারি অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া যে বিরুদ্ধতা সমাজ ও রাষ্ট্র বহন করিতেছে সেই অসামঞ্জস্যের পরিসমাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। মার্কস্‌বাদ তাঁহার নিকট কোন জটিল তত্ত্ব ছিলনা, তিনি ইহাকে একটী সরল কার্য্যপ্রণালীরূপে বিশ্বাস করিতেন—যাহা আপন বলে পথ কাটিয়া মানবের মুক্তি আনয়ন করিবে। মার্কস্‌বাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক অতীন্দ্রিয় রহস্য অথবা ভাবুকের কল্প-স্বর্গ বলিয়া কিছু নাই। মার্কসীয় পদ্ধতি ঐতিহাসিক কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা অনুসন্ধান করিয়া সত্য ও বাস্তবের দৃষ্টিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করে। এই কারণেই মার্কস্‌বাদীদের পরিকল্পনা বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা কখনও বিরক্ত বা সংশয়াকুল হন না। এখানে তথাকথিত অন্ধ বিশ্বাসের স্থান নাই। অতীতের অন্যান্য বিপ্লবীদলের সহিত মার্কস্‌বাদীদের ইহাই পার্থক্য। তাঁহারা ব্যক্তিগত আক্রোশ, অসূয়া বা ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হন না। ব্যক্তিগতভাবে কোন ধনী সম্রাট বা শাসনকর্ত্তা কি করিলেন, কি বলিলেন তাহা তাঁহাদের চিত্তে অতি অল্প প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে। সমালোচকের নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া তাঁহারা সামাজিক শক্তিগুলিকে বিচার করেন এবং এই বিচারের সিদ্ধান্ত তাঁহাদিগকে বিপ্লবী করে। ইহার মধ্যে ঘৃণা উত্তেজনা এবং ঔদার্য্যের স্থান নাই। সামাজিক অবিচার স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাদের নিকট অসহনীয় বোধ হয়। মানুষের মন দুর্জ্ঞেয় ও দুরবগাহ, সাধারণভাবে তাহা অন্যায়, অবিচার, পীড়নের প্রতি বীতরাগ হইলেও একপ্রকার সামঞ্জস্য করিয়া লয়; কিন্তু মার্কস্‌পন্থী এই

সামঞ্জস্যমূলক প্রতীক্ষায় বিশ্বাসী নহে। সে ভাঙ্গিতে চায়, গড়িতে চায়, মানব জাতির কল্যাণময় পরিণাম সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট ভাবাবেগ থাকিলেও সে কখনই বিচার-বুদ্ধিকে আবেগ দ্বারা আচ্ছন্ন করে না। সাধারণতঃ অনেকের ধারণা যে মানুষ অত্যাচার-পীড়িত হইয়া বিপ্লবী হয়; কিন্তু ষ্ট্যালিনের জীবনে ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে।

বিখ্যাত জার্ম্মাণ সাহিত্যিক এমিল লুড্‌উইক্ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ষ্ট্যালিনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সম্ভবতঃ আপনি বাল্যকালে পিতামাতার নিকট অত্যন্ত দুর্ব্যবহার পাইয়াছিলেন বলিয়া এরূপ বিপ্লবী হইয়াছেন।" এমিল লুড্‌উইক্ শ্রেণীর অমায়িক ভদ্রলোকেরা সকল দেশেই এইরূপ তথ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন। বিপ্লবীর জীবন ভাগ্যবিড়ম্বনায় তিক্ত অথবা কিশোর বয়সে নির্দ্দয় পিতামাতা কর্ত্তৃক পীড়িত হওয়া আবশ্যক এই শ্রেণীর দুর্ব্বল যুক্তি প্রতিবাদের অযোগ্য। অবশ্য ব্যক্তি ও জাতি সময় সময় দুর্ভাগ্য ও পীড়নে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু যে বিপ্লবী সর্ব্বমানবের উন্নতির সুনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার সন্ধান পাইয়াছে, সে কখনও ব্যক্তিগত অসন্তোষ দ্বারা চালিত হয় না। লুড্‌উইকের প্রশ্নে ষ্ট্যালিন শান্তভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, "আপনার ধারণা ভুল, আমার পিতামাতা কখনও অসদ্ব্যবহার করেন নাই। আমি যে বিপ্লবী হইয়াছিলাম তাহার কারণ অতি সরল, আমার মনে হইয়াছিল মার্কস্‌পন্থীরাই ঠিক পথ বাছিয়া লইয়াছে।"

এই সময় লেনিনের সহকর্ম্মী এবং ট্রান্স-ককেসিয়ায় তাঁহার মতবাদ প্রচারকারী কুর্‌নাটভোস্কির দ্বারা ষ্ট্যালিন প্রভাবান্বিত হন। ইঁহার নিকট ষ্ট্যালিন লেনিনের পরিচয় পান এবং বুঝিতে পারেন যে লেনিনই মার্কস্‌বাদ ঠিক ঠিক প্রচার করিতেছেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছেন। এই

সময় ষ্ট্যালিন সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব ছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমরা দেখি অন্নবস্ত্রের অভাব সহকর্ম্মীদের সাহায্যে পূরণ করিয়া ষ্ট্যালিন টিফ্‌লিসে শ্রমিকদের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন। প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহাকে ৭।৮টী গুপ্ত বৈঠকে যোগদান করিতে হইত। তিনি সভায় সহসা উপস্থিত হইতেন, চুপ করিয়া বসিয়া সকলের কথা শুনিতেন এবং সকলের কথা শুনিবার পর নিজের যাহা বলিবার বলিতেন। তাঁহার পশ্চাতে তখন গোয়েন্দা লাগিয়াছে, কাজেই দুই তিন জন সহকর্ম্মী লইয়া তাঁহাকে সাবধানে বিচরণ করিতে হইত। স্থানীয় জনৈক সঙ্গতিপন্ন রাজভক্তের এক প্রকাণ্ড পুস্তকালয় ছিল, সেইখানে যুবক বিপ্লবীরা পড়িবার ভাণ করিয়া সম্মিলিত হইতেন এবং নিষিদ্ধ সংবাদাদি আদান প্রদান করিতেন। এইখানে বসিয়াই ষ্ট্যালিন জাল পাসপোর্ট দিয়া দুইজন সহকর্ম্মীর পলায়নের সহায়তা করেন এবং তাঁহারা পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু তিনি সব সময় পলাইয়া বেড়াইতেন না, প্রয়োজন হইলে তিনি প্রকাশ্য রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইতেন। ১৯০১ সালে ককেসাসে প্রথম 'মে ডে' অনুষ্ঠিত হয় এবং তিনি তাহাতে যোগ দেন। ১৯০০-০১ সালে কতকগুলি বড় বড় ধর্ম্মঘট হয়, ষ্ট্যালিন এই সকল ধর্ম্মঘটের পশ্চাতে ছিলেন। টিফ্‌লিস রেলওয়ে ধর্ম্মঘটীদের বিরাট শোভাযাত্রার অগ্রভাগে তিনি ছিলেন; পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া যখন হুকুম দিলেন যে এই মুহূর্ত্তেই তাহাদের ছত্রভঙ্গ হইতে হইবে তখন ধর্ম্মঘটীদের নেতারূপে ষ্ট্যালিন উত্তর দিলেন, "আমাদিগকে ভয় দেখাইও না, আমাদের দাবী পূর্ণ হইলেই আমরা ছত্রভঙ্গ হইব।" বলাবাহুল্য পুলিশ শোভাযাত্রার উপর চড়াও হইল এবং মার খাইয়া নিরস্ত্র জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। কর্ত্তৃপক্ষ কঠোর দমননীতি অবলম্বন করিলেন, টিফ্‌লিসের সোশ্যাল

ডেমোক্রেটিক কমিটি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল এবং শ্রমিক আন্দোলন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারই নিষিদ্ধ হইয়া গেল।

ষ্ট্যালিন দক্ষিণ জর্জিয়ার বাটুম্ আজারীস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক স্থানে কমিটি গঠন করিতে লাগিলেন। পুলিশ তাঁহার পিছু লইল এবং তাঁহার সহিত ভ্রাম্যমাণ গুপ্ত ছাপাখানাটী খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একদিন এক মিছিলের পুরোভাগে ষ্ট্যালিনকে দেখা গেল। পুলিশ সংবাদ পাইয়া জনতার গতিরোধ করিয়া গুলি চালাইল, ১৪ জন নিহত ৪৯ জন আহত এবং ১৫০ জন গ্রেপ্তার হইল। ষ্ট্যালিন তাঁহার গুপ্ত ছাপাখানা লইয়া সরিয়া পড়িলেন। নিকটবর্ত্তী এক মুসলমান কবরখানায় তিনি এবং তাঁহার সহকর্ম্মীরা সমবেত হইতেন ও গুপ্ত পরামর্শ করিতেন। একদিন কসাক্ সৈন্য সহ তাঁহার অনুসন্ধানরত পুলিশের হাতে ষ্ট্যালিনের ধরা পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে পার্শ্বে এক ভুট্টার ক্ষেত ছিল, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ষ্ট্যালিন কোনমতে বাঁচিয়া যান। এই সময় কাসিম নামক জনৈক সরলহৃদয় মুসলমান কৃষকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই বৃদ্ধ কৃষক এবং তাহার পুত্র ক্ষুদ্র ছাপাখানাটী ও কয়েক ভাঁড় সিসার অক্ষর তাহাদের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন এবং ষ্ট্যালিনকে আশ্রয় দিলেন। ক্রমে বোর্খা পরিহিত কয়েকজন মুসলমান মহিলা গ্রামে দেখা দিলেন। ইহারা আসলে স্ত্রীলোক নহেন, স্ত্রীলোকের বেশে ছাপাখানায় কাজ করিতেন। কাসিম ক্রমে ষ্ট্যালিনের ভক্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিতেন, "আমি তোমাকে চিনিয়াছি, তুমি বীর, বজ্র ও বিদ্যুতের সহযোগে তোমার জন্ম। তুমি যেমন হৃদয়বান তেমনি কর্ম্মী।" ইহার পরেই দেখা গেল কাসিম সকাল বেলায় পাগড়িটী মাথায় পরিয়া বাহির হইয়া যান, তাঁহার মাথায়

শাক্‌সব্জী ও ফলের ঝুড়ি। ঝুড়ির ভিতর ফলের নীচেই থাকিত গুপ্ত ইস্তাহার এবং প্রচার পুস্তিকা। তিনি সহরের কারখানার দরজায় গিয়া ফল ও সব্জী বিক্রয় করেন এবং বাছা বাছা লোকের হাতে নিষিদ্ধ কাগজে মোড়া ফল তুলিয়া দেন। কাসিমের বাড়ীর যে ঘরে ছাপাখানা চলিত তাহার শব্দ ক্রমে গ্রাম্য কৃষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল কাসিমের ঘরে বসিয়া সোসো টাকা জাল করিতেছে। জাল টাকা তৈয়ারী করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, সহজেই কৃষকেরা চমৎকৃত হইল। একদিন সন্ধ্যায় তাহারা আসিয়া ষ্ট্যালিনকে বলিল, "তুমি জাল টাকা তৈয়ারি করিতেছ, অবশ্য আমাদের মত গরীবের পক্ষে কাজটা একেবারে মন্দ নহে। ইহাতে আমাদেরও কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তুমি টাকা চালাইবার কি ব্যবস্থা করিতেছ ?"

ষ্ট্যালিন উত্তর দিলেন, "আমি জাল টাকা তৈয়ারি করি না, একটা ছোট ছাপাখানায় তোমাদেরই দুঃখ দুর্দ্দশার কথা লেখা বই ছাপাই।"

কৃষকেরা আনন্দিত হইয়া বলিল, "বড় আনন্দের সংবাদ, টাকা তৈয়ারীর ব্যাপারে আমরা তোমাকে কোন সাহায্যই করিতে পারিতাম না, আমরা উহা জানিও না, কিন্তু আমাদের দুঃখের কথা আমরা বুঝি। আমরা তোমাকে কৃতজ্ঞতার সহিত সাহায্য করিব।"

এইখানে ১৯১৭ সালের একটা কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কাসিম তাহার বাগানে সেই গুপ্ত ছাপাখানাটি পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। ১৯১৭ নভেম্বর বিপ্লব অবসানে সে যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল যে সৈনিকেরা তাহার গৃহ অধিকার করিয়াছিল তাহারা ছাপাখানাটী বাহির করিয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে। কাসিম সযত্নে খণ্ডগুলি

একত্র করিয়া সগর্ব্বে তাঁহার পুত্রকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ বাবা এই ছোট যন্ত্রটা দিয়াই প্রথম বিপ্লব আরম্ভ হয়।"

এইবার ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে ফিরিয়া আসা যাউক। একদিন ষ্ট্যালিন এক বন্ধুর আলয়ে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন এমন সময় পুলিস বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। ষ্ট্যালিন প্রশান্ত চিত্তে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। ষ্ট্যালিন গ্রেপ্তার হইয়া বাটুমে কারারুদ্ধ হইলেন। পরে তাঁহাকে কুটাইস জেলে বদলী করা হয়। এই জেলে কয়েদীদের ধর্ম্মঘটের নেতৃত্ব করায় ষ্ট্যালিন সাইবেরিয়ার ইরখুটস্ক প্রদেশে নির্ব্বাসিত হইলেন। জারতন্ত্র সাইবেরিয়ার জনবিরল সুবিস্তীর্ণ গিরি-অরণ্য, নদী-কান্তারে দুর্গম প্রদেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির কোন চেষ্টা করে নাই, স্থানে স্থানে শুধু বন্দীশালা এবং কয়েদীদের উপনিবেশ (আন্দামানের মত) স্থাপন করিয়াছিল। এখানে জারীয় পুলিস ও কারারক্ষীরা বন্দীদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিত। বন্দীশিবির হইতে পলায়ন এবং মৃত্যুবরণ একই কথা ছিল।

তথাপি একদিন দেখা গেল সৈনিকের পোষাক পরিহিত এক যুবক বাটুমে উপস্থিত হইয়াছেন। পুলিসের পাহারা এড়াইয়া মধ্য এশিয়ার দুর্গম গিরি অরণ্য অতিক্রম করিয়া যিনি আসিয়াছেন তিনি আর কেহ নহেন—ষ্ট্যালিন। ষ্ট্যালিনের চিরশত্রু "বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রী" সাইমম্ ভেরেশচাক ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন—তিনি ১৯০৩ সালে ষ্ট্যালিনের সহিত বাকু জেলে ছিলেন। চারিশত কয়েদীর জন্য তৈয়ারী ঐ জেলে পনরশত কয়েদীকে খোঁয়াড়ের পশুর মত আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল। একদিন বলশেভিকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সেলে একটী নূতন মুখ দেখা গেল। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল কোবা

আসিয়াছে। ষ্ট্যালিন জেলে আসিয়াই কতকগুলি পাঠ-চক্র স্থাপন করিলেন এবং কয়েদীদিগকে মার্কসিজ্‌ম্‌ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বক্তৃতা করা অপেক্ষা ব্যক্তিগত আলোচনাই ষ্ট্যালিন পছন্দ করিতেন। "বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রীরা" প্রায়ই তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া হাতাহাতি করিয়া বসিত। ইহাদের পারস্পরিক কলহ ভঞ্জন করিতে গিয়া ষ্ট্যালিন যুক্তিতর্ক দ্বারা অনেককে বলশেভিক দলে ভিড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জেলে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং কঠোর ব্যবস্থার ফলে বহু রাজনৈতিক বন্দী পীড়িত হইয়া পড়েন। ষ্ট্যালিনের সুগঠিত দেহে ক্ষয়রোগের লক্ষণ দেখা দিল। এই ক্ষয়রোগ হইতে তিনি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য লাভ করেন। তিনি যখন সাইবেরিয়ায়, তখন মুক্ত প্রান্তরে একদিন অকস্মাৎ তুষার ঝটিকা আরম্ভ হইল। এইরূপ ঝটিকা আরম্ভ হইলে লোকে আত্মরক্ষার জন্য শুইয়া পড়িয়া বরফের নীচে আশ্রয় লয়। কিন্তু ষ্ট্যালিন এক জমাট নদীর উপর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নিকটতম কুটীরে আসিতে তাঁহার কয়েক ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। অবশেষে তিনি যখন কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন লোকেরা সেই তুষারাবৃত দেহ দেখিয়া তাঁহাকে মনুষ্যেতর জীব বলিয়া ভ্রম করিল। অবশেষে তাহারা যখন বুঝিল যে জন্তুটী মানুষ তখন হাত পা মুখ হইতে বরফ ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিল। ক্লান্ত ষ্ট্যালিন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং একাদিক্রমে আঠার ঘণ্টা কাল নিদ্রিত রহিলেন। তাঁহার এই দুঃসাহসের ফলে তিনি চিরতরে ক্ষয়রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন। সাইবেরিয়ার রীতিই এই। সাইবেরিয়ার দুরন্ত শীতে যদি কোনক্রমে ক্ষয়রোগীর মৃত্যু না হয় তাহা হইলে সে চিরদিনের মত আরোগ্য

লাভ করে। ইহার মাঝামাঝি কিছু নাই। শীত হয় রোগ, নয় রোগীকে শেষ করে।

১৯০৩ সালে কারাগারে ষ্ট্যালিন শুনিতে পাইলেন যে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলে দলাদলি দেখা দিয়াছে। লেনিনের নেতৃত্বে চালিত বলশেভিক দল হইতে মেনশেভিক দল স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। বলশেভিকেরা ছিল চরমপন্থী—আপোষহীন শ্রেণী সংগ্রামের তাহারা ছিল অপরাহত যোদ্ধা। পক্ষান্তরে মেনশেভিকরা সংস্কারপন্থী, সামঞ্জস্য স্থাপনে উন্মুখ এবং অন্যান্য দলের সহিত আপোষ করিয়া চলিতে ওস্তাদ। মেনশেভিকরা বলশেভিকদের ক্রমবর্দ্ধিত দাবীর বিরোধিতা করিতে লাগিলেন; ফলে ভেদ বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে দুই দল বিচ্ছিন্ন হইল। জারের ক্ষমতা তখন অপ্রতিহত। রাজনৈতিক আন্দোলন দমন ও কর্ম্মীদের নির্য্যাতন, নির্ব্বাসন, বহিষ্কার পূর্ণ প্রতাপে চলিতেছে। কলকারখানার মালিকেরা নিরুপায় শ্রমিকদিগের খাটাইয়া প্রভূত বিত্ত সঞ্চয় করিতেছে—এই সময় আদর্শের নামে বিরোধ ও ভেদ দেখিয়া অনেক বাস্তববাদী বিলাপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু লেনিন টলিলেন না এবং ষ্ট্যালিনও সংশয়রহিত চিত্তে লেনিনের নেতৃত্বের উপর বিশ্বাস অটুট রাখিলেন। কারাগারে সত্য সংবাদ পাওয়া কঠিন। গুজব এবং অতিরঞ্জিত যে সব কাহিনী শোনা যায় বিষণ্ণ বন্দীজীবনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া যে কি দুর্ব্বিষহ ভুক্তভোগী ভিন্ন তাহা আর কেহই বুঝিতে পারিবেনা। এমনি চিন্তা সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া ষ্ট্যালিনের চিত্তে ঝড় উঠিল। তিনি বুঝিলেন তাঁহার কর্ম্মজীবনের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য চিরদিনের মত স্থির করিবার দিন আসিয়াছে। ষ্ট্যালিন অনুকূল প্রতিকূল যুক্তিগুলি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সংস্কার সহজেই মানুষের মনকে মুগ্ধ করে।

ইহার মধ্যে বিজ্ঞজনোচিত সতর্ক সাবধানতা আছে এবং মনে হয় কিছু বিলম্ব হইলেও রক্তপাত ব্যতীতই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি—যাঁহাদের সমাজ বিবর্ত্তনের সহিত পরিচয় আছে, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহারা জানেন যে পরনির্ভরশীল সুবিধাবাদ ও আত্মপ্রত্যয়হীন সংস্কারপন্থা মরীচিকা মাত্র। এই মায়াজালে আটকাইয়া অনেকেই রাজনীতিক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতক সাজিয়াছে এবং ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ডের সহায়ক হইয়াছে। স্তরে স্তরে নিয়মতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হওয়ার মনোবৃত্তি প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণশীলতা ছাড়া কিছুই নহে। ষ্ট্যালিন তাঁহার পথ বাছিয়া লইলেন।

ষ্ট্যালিনের পলায়নের পর পুলিসের গুপ্তচরগণ তাঁহাকে বেড়াজালে ঘিরিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে—তিনি অন্ততঃ ছয়বার ধরা পড়িয়া পুলিসের চোখে ধূলি দিয়া পলাইয়া যান। ষষ্ঠবার পলায়ন করিয়া তিনি জর্জিয়ান মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য সুরু করিলেন। ১৯০৪—০৫ এই সময় আমরা তাঁহাকে ককেসিয়ান্ বলশেভিক দলের নেতারূপে মেনশেভিক দলের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত দেখিতে পাই।

একদিন একজন শ্রমিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কমরেড্ সোসো, তুমি যাই বল দলের মধ্যে মেনশেভিকরাই সংখ্যায় বেশী।" ষ্ট্যালিন উত্তর দিলেন, "সংখ্যায় বেশী? আয়তন অপেক্ষা গুণ অনেক বড়। কয়েক বৎসর অপেক্ষা কর, দেখিবে কাহারা ভুল পথে চলিয়াছে আর কাহারা সত্য পথ বাছিয়া লইয়াছে।"

জনৈক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "রাশিয়ান বলশেভিকদের সৌভাগ্য যে পনর বৎসর কাল তাহারা এইভাবে নৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া

মত ও পথ পরিবর্ত্তনকারীদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। তাঁহাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সাফল্যের মর্ম্মকথা ইহাই।"

বলশেভিকরা এনার্কিষ্ট, বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রী (সন্ত্রাসবাদী) এবং জাতীয়তাবাদী এই তিন দল এবং সঙ্গে সঙ্গে মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে সমানে প্রচার কার্য্য চালাইয়াছেন এবং সভা সমিতি সংবাদপত্রে ঐসকল দলের ভুল ও ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করিয়া জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এইকালে ষ্ট্যালিন 'সর্ব্বহারার যুদ্ধ' নামক একখানি বে-আইনী পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন এবং জর্জ্জিয়ান ভাষায় কতকগুলি পুস্তিকা রচনা করেন। ষ্ট্যালিনের প্রভাবে শ্রমিক আন্দোলন নূতন পথ ধরিয়া চলিল। বলশেভিক মতবাদ দ্রুত প্রসার লাভ করিল, আবার সভা সমিতি মিছিল পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। "গৃহহীন, পারিবারিক নহীন" ষ্ট্যালিনের কেবল চিন্তা—ভাবী গণ-বিপ্লব।

দুই

লেনিন সমাজতন্ত্রবাদকে ঢালিয়া সাজিলেন। গণ-বিপ্লবের পতাকা-বাহী লেনিন দলের মধ্যে মতভেদ ও বিরুদ্ধতা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন না। একদিকে জার শাসনতন্ত্রের পীড়ননীতি অন্যদিকে মেনশেভিক দলের জোড়াতালি-দেওয়া মিলন-প্রচেষ্টা এ দুইকেই সহ্য ও উপেক্ষা করিয়া লেনিন বলশেভিক দলকে সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাধা বিপত্তি প্রচুর, এমনকি সহকর্মীরাও সংশয়-সঙ্কুল। আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সহিত কর্মপন্থার সামঞ্জস্য হইল রাজনৈতিক দলের মিলনের ভিত্তি। যেখানে উহার অভাব সেখানে একটা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে কল্পিত ঐক্য লইয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে গেলে পরিণাম শুভ হয় না। লেনিনের এই সিদ্ধান্ত ষ্ট্যালিন অপ্রতিবাদে মানিয়া লইলেন। অবশ্য কখনও কোন ক্ষেত্রে লেনিনের সহিত ষ্ট্যালিনের মতভেদ ঘটে নাই। অন্যদিকে দলের মধ্যে একদল লোক লেনিনের প্রতিবাদী হইয়া দাঁড়াইলেন। বিশেষভাবে মেনশেভিক ট্রটস্কি তাঁহার বাগ্মীতা ও অনমনীয় দৃঢ়তা লইয়া লেনিনকে বাধা এবং তাঁহার মতবাদ খণ্ডন করিতে লাগিলেন। ট্রটস্কির যুক্তি ছিল এই যে মতবাদ ও কর্মপদ্ধতির অতিনির্দিষ্টতা বলশেভিকদের পঙ্গু ও বন্ধ্যা করিয়া তুলিবে। ট্রটস্কির মতে লেনিন শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ভেদ ও আত্মকলহের প্রশ্রয় দিতেছেন। কিন্তু অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিপ্লবী লেনিন কিছুতেই কোন আপাতঃ সুবিধার জন্য মার্ক্সবাদকে বিকৃত করিতে সম্মত হইলেন না। সমসাময়িক কালে লেনিন একমাত্র ব্যক্তি যিনি মার্ক্সবাদকে বাস্তব ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হইলেন। সাম্যবাদ যে বিপ্লবে রূপান্তরিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ইহা লেনিনের প্রতিভার এক অপূর্ব্ব দান। অবশ্য তিনি পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট কোন প্রণালীবদ্ধ কর্ম্মপদ্ধতি বলশেভিকদের গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন নাই। দলকে যন্ত্রবৎ পরিচালনা করিতে তিনি কখনই প্রয়াসী হন নাই। তবে রাজনীতিক্ষেত্রে তথাকথিত শিথিল উদারনীতি সযত্নে পরিহার করিয়া তিনি অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে লেনিন যেমন শ্রমজীবিশ্রেণীর বিপ্লব চিন্তা করিয়াছেন, তেমনি কৃষিপ্রধান রাশিয়ার আড়াই কোটী কৃষক পরিবারের অর্থনৈতিক মুক্তিও তিনি ভোলেন নাই। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কৃষকদের পক্ষ হইতে লেনিন দাবী করিয়াছিলেন মধ্যযুগীয় নিয়ম কানুনের অবসান এবং কৃষকদিগকে অত্যধিক অর্থপ্রদানের জন্য পীড়নের নীতির পরিবর্ত্তন। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন এবং এই মিলিত শক্তির সহায়ে বিপ্লবকে বাস্তবে পরিণত করার পরিকল্পনা লইয়াই লেনিন রাশিয়ার জনসাধারণকে মার্ক্সবাদের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। প্রথম হইতেই তিনি মধ্যশ্রেণীর বিপ্লবের বিরোধী ছিলেন এবং মেনশেভিকদিগকে বারংবার বলিয়াছেন, সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী জারের ক্ষমতা মধ্যশ্রেণীর হাতে আসিলে জনসাধারণের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন আসিবে না।

যখন এইভাবে আদর্শ ও কর্ম্মনীতির সংঘাত চলিতেছিল সেই সময় একদিন ষ্ট্যালিন লেনিনের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। ষ্ট্যালিন লিখিয়াছেন, "১৯০৩ সালে আমার সহিত প্রথম লেনিনের পরিচয় ঘটে। আমি তাঁহাকে না দেখিলেও আমাদের পরস্পরের মধ্যে পত্রালাপ হইত। লেনিনের প্রথম পত্র যেদিন আমার হাতে আসে সেই চিরস্মরণীয় ঘটনা

আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। আমি তখন সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত। লেনিনের বৈপ্লবিক কার্য্য এবং তাহার মতবাদের সহিত আমার পরিচয় দীর্ঘকালের। ১৯০১ সাল হইতে আমি তাঁহার "ইস্ক্রা" সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠক ছিলাম। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে লেনিন সামান্য মানব নহেন। আমি তাঁহাকে কেবল দলের নেতা হিসাবে দেখিতাম না, দেখিতাম তাঁহার অসামান্য সৃজনী প্রতিভা; কেননা তিনিই আমাদের দলের আশু প্রয়োজন ও প্রকৃতি সর্ব্বদাই সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতেন। দলের অন্যান্য নেতাদের সহিত লেনিনের তুলনা করিয়া আমি দেখিয়াছিলাম যে তাঁহার মস্তক সকলের উর্দ্ধে স্থাপিত; ইহাদের মধ্যে লেনিন যেন এক স্বতন্ত্র মানুষ, বহু সৈনিকের মধ্যে তিনি প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সেনাপতি,—পর্ব্বত চূড়ায় উপবিষ্ট বাজপাখী,—যিনি নির্ভীক যোদ্ধার মত আমাদের দলকে রাশিয়ার বিপ্লব আন্দোলনের এক নূতন পথে পরিচালিত করিতেছেন। এই ধারণা আমার মনে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং এই সময় আমার এক বন্ধুর (তখন তিনি রাশিয়ার বাহিরে ছিলেন) নিকট আমার মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখি এবং লেনিন সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে চাই। কিছুদিন পরে সাইবেরিয়ায় আমি বন্ধুর নিকট হইতে একখানি উৎসাহপূর্ণ পত্র পাই এবং ঠিক সেই সময়েই লেনিনের একখানি সরল অথচ গভীর ভাবপূর্ণ পত্র আমার হস্তগত হয়। আমি বুঝিলাম আমার বন্ধু পত্রখানি তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। লেনিনের পত্র যদিও সংক্ষিপ্ত তথাপি তিনি উহাতে আমাদের দলের কার্য্য প্রণালী সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন এবং আমাদের দলের ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

ষ্ট্যালিন

"১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ট্যামারফোর্সে (ফিন্ল্যাণ্ডে) বলশেভিক সম্মেলনে আমি প্রথম তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করি। আমাদের দলের নভোচারী শ্যেনপক্ষী মহান্ নেতার সাক্ষাতের জন্য আমি উদগ্রীব আমার মানসপটে তখন লেনিন কেবল মহান রাজনীতিক নহেন, বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় সৌম্যকান্তি এক মহাপুরুষ। কিন্তু যখন দেখিলাম, আমার সম্মুখে একজন খর্ব্বকায় সাধারণ মানুষ দাঁড়াইয়া আছেন যাঁহার অবয়ব একান্ত বিশেষত্বহীন, তখন আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

"সাধারণতঃ নেতারা অনেক বিলম্ব করিয়া সভায় আসেন যাহাতে জনমণ্ডলী তাঁহার আগমনের আশায় অত্যন্ত উৎকন্ঠিত হইয়া থাকে এবং তিনি আসিবামাত্র চারিদিক হইতে রব উঠে 'আসিয়াছেন, তিনি আসিয়াছেন, চুপ করুন চুপ করুন'। কিন্তু আমি দেখিলাম লেনিন অনেকের আগেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং এক কোণে একজন অতি সাধারণ প্রতিনিধির সহিত আলাপ করিতেছেন। নেতারা যে ভাবে সভায় গম্ভীরভাবে থাকেন তিনি নেতাসুলভ সেই সকল নিয়ম মোটেই মানিতেছেন না। লেনিনের এই সারল্য ও বিনয় দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম এবং দেখিলাম তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত ভঙ্গী দেখাইতেছেন-না অথবা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করিবার চেষ্টাও করিতেছেন না। নবীন মানব সমাজের তরুণ নেতার এই অনুপম অভিনবত্ব আমার দৃষ্টিতে মহান বলিয়া প্রতিভাত হইল।"

এইভাবে রাশিয়ার দক্ষিণ প্রান্তের এক যুবা বিপ্লবী উত্তর রাশিয়ার বহু বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত নেতা লেনিনের সহিত প্রথম পরিচিত হইল। গুরু ও শিষ্যে প্রথম সাক্ষাৎ। বার বৎসর পরে যে দুই কর্ম্মবীর ইউরোপের খণ্ডপ্রলয় হইতে মুমূর্ষু রাশিয়াকে উদ্ধার করিয়া নব সৃষ্টিতে

সঞ্জীবিত করিয়াছেন তাঁহাদের প্রথম মিলন রাশিয়ার ইতিহাসে, এমন কি পৃথিবীর ইতিহাসেও এক চিরস্মরণীয় ঘটনা।

সর্ব্বদেশে যুদ্ধ বিপ্লবীদের নিকট এক সুযোগ। লেনিন বলিতেন, "লাঠি হাতে লইয়া কৃষকদের বিদ্রোহ জারের সিংহাসন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে না। প্রবন্ধ লিখিয়া এমন কি সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট করিয়া সাফল্য লাভ করা যাইবে না। একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে পারে।" তখন রুশ-জাপান যুদ্ধে লিপ্ত জার দ্বিতীয় নিকোলাসের নির্ব্বোধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করিতে গিয়া জাপানের নিকট পরাজিত রুশ সাম্রাজ্যের গরিমা হতমান। সমগ্র রাশিয়ায় বিশেষভাবে যুবকেরা একটা বিপ্লবের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব; ধর্ম্মঘট, অশান্তি, সৈন্যদলে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে; নিরুপায় জার বাধ্য হইয়া একটা শাসনতন্ত্র মঞ্জুর করিয়াছেন। অন্যদিকে কসাক সৈন্যদের দিয়া শাসকগণ জনসাধারণকে ভীত ও নিরস্ত করিবার জন্য অতি কঠোর দমননীতি অবলম্বন করিলেন। এই অকস্মাৎ জাগ্রত বিদ্রোহ, বিপ্লবের জন্য বলশেভিক দল প্রস্তুত ছিলেন না। যাঁহাদের হাতে প্রধান প্রধান শ্রমিক সঙ্ঘগুলি ছিল সেই মেনশেভিক নেতৃত্বের ভুল ত্রুটি ও ভীরুতার জন্য ১৯০৫ সালের বিদ্রোহ বিশৃঙ্খল ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। জার গভর্ণমেণ্ট দেশব্যাপী ভীতির বিভীষিকা দ্বারা উহা দমন করিয়া ফেলিলেন। এই বিপ্লব এবং তাহার দমননীতি যে আতঙ্ক ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিল তাহা হইতে বলশেভিক নেতারা অনেক শিক্ষালাভ করিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী ফাদার গ্যাপন্ নামক একজন খৃষ্টান পাদ্রীর নেতৃত্বে সেণ্টপিটার্স্‌বার্গের শ্রমজীবিরা মিছিল করিয়া জারের উইণ্টার প্যালেসের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তাহাদের উদ্দেশ্য

ছিল সাহায্যের জন্য জারের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করা। কিন্তু সাহায্যের প্রত্যুত্তরে তাহারা পাইল জারীয় সৈন্যগণের রাইফেল-নিঃসৃত বুলেট। নিরস্ত্র জনতার উপর এই নির্ম্মম গুলিবর্ষণের সংবাদে সমস্ত ইউরোপ শিহরিয়া উঠিল। ৩০শে জানুয়ারী পারীর জনসভায় বিখ্যাত সাহিত্যিক আনাতোল ফ্রান্স বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "জার ক্ষুধিত নর-নারীকে হত্যা করিয়াছেন, তাহারা চাহিয়াছিল খাদ্য, বিনিময়ে পাইয়াছে বুলেট; জার জারকেই হত্যা করিয়াছেন। যে নির্দ্দোষীর শোণিতে নাভা নদীর জল লোহিতবর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি শোণিত বিন্দু হইতে লক্ষ শির তুলিয়া মানুষ জাগিবে এবং এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবে। জার যে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন তাহা অত্যাচারীকে ধ্বংস করিবে। নিকোলাস আলেকজাণ্ডারের দিন ফুরাইয়াছে, জগতে তাঁহার স্মৃতি থাকিবে মাত্র। পাঁচ দিন ধরিয়া জারের গভর্ণমেণ্ট শ্রমিকদিগকে হত্যা করিতেছে এবং তাহাদের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী নেতাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতেছে। আমরা দেখিতেছি, যে বিপ্লব আরম্ভ হইল তাহা আর থামিবে না। দুঃখ এই ইহার রক্তাক্ত পথ যে দীর্ঘ হইবে না তাহা কে বলিবে? এ দৃশ্য ভয়াল, চমকপ্রদ; স্কুল কলেজ হইতে ছাত্ররা শিক্ষক সহ বাহির হইয়া আসিয়া জনসাধারণের সহিত জয় অথবা মৃত্যুর পথে যাত্রা করিতেছে। একটা জাতির মর্ম্ম-ক্রন্দন বিশাল সাম্রাজ্যের বিস্তার হইতে উঠিয়া আকাশে আঘাত করিতেছে। রুশিয়াবাসীদের সংযত সাহস, প্রশংসনীয় সারল্য এবং মজ্জাগত সততা আজ জারের নৃশংস পাশবিকতার সম্মুখীন।"

লেনিন নিশ্চয়ই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি এই বিপ্লবকে গণবিপ্লবে পরিণত করিতে চাহিলেন। সেণ্টপিটার্স্‌বার্গ, মস্কোর শ্রমিক ও ছাত্র

নেতাদের নিকট তিনি কোন সাড়া পাইলেন না। মধ্য শ্রেণীর বিপ্লবী নেতারা লেনিনের কথা শুনিল না। তৃতীয় বলশেভিক কংগ্রেসের নির্দ্দেশ তাহারা মানিল না। অতি অল্পসংখ্যক শ্রমিক ও নাবিক যখন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে, লেনিন যখন তাঁহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তখন বহু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। লেনিন সৈন্যদলকে বিদ্রোহ করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। কোন ফল হইল না। রেলওয়ে শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করিয়া সৈন্যদলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিল না। নূতন সৈন্যদল আসিয়া মস্কোর বিদ্রোহ সহজেই দমন করিয়া ফেলিল। ষ্ট্যালিন এই বিদ্রোহে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ইহাই কি বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি? কথা, কথা, কেবল কথাই শুনিতেছি অথচ প্রয়োজন অস্ত্রশস্ত্রের এবং প্রয়োজন কাজের।" লেনিন প্রশান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "ভয় নাই; আমরা এক ভয়াবহ শিক্ষালাভ করিলাম। আবার যখন সুযোগ আসিবে তখন আমরা ভালভাবে কাজ করিব।" কিন্তু সে সুযোগ ১৯১৭ সালের মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বে আর আসে নাই। মেনশেভিক দলের বিশ্বাসঘাতকতায় বিপ্লবীরা দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষকাল নির্ব্বাসনে গুপ্তভাবে থাকিয়া পুস্তিকা ও নিষিদ্ধ সংবাদপত্র প্রচার এবং সঙ্ঘ গঠনেই ব্যয় করিয়াছেন।

বিদ্রোহের অবসানে রুশিয়ায় জারশাসন অতি ভয়াবহ দমননীতি অবলম্বন করিল। ১৯০৫-১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়ার রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা পঁচাশী হাজার হইতে দুই লক্ষে পৌছিল। পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ ও সৈন্যদল ব্যতীত বিপ্লবের শত্রু একদল জারভক্তের আবির্ভাব হইল যাহারা কাল মুখোস পরিয়া অত্যাচারকে নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে এক গণতন্ত্রের প্রহসন সুরু হইল। তথাকথিত

শাসনতন্ত্র এক নকল পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিল। সঙ্গে সঙ্গে একদল উদারনৈতিক মডারেট রাশিয়ায় নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির অভিনয় করিতে লাগিলেন। সাম্রাজ্ঞীর করধৃত পুত্তলিকা অজ্ঞ ও নির্ব্বোধ জার খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক এবং ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ঘোষণা করিলেন কাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে না, তাঁহার নিকট কেহ যেন মুক্তি ভিক্ষা করিতে না আসে। জারের মন্ত্রীরা সর্ব্ববিধ উপায়ে শ্রমিক ও কৃষকদের পীড়ন করিতে লাগিলেন যাহাতে কোন প্রকারে তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘশক্তি ও আত্মচেতনা জাগ্রত না হয়।

ডিসেম্বর মাসে মস্কৌএর জনসাধারণের সশস্ত্র বিদ্রোহ দলিত হইবার পর বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলনে নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। পিটার্সবার্গের ক্লান্ত শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিতে পারিল না। মস্কৌর বিদ্রোহীরা ইহাতে রুষ্ট হইল। লেনিন দেখিলেন, প্ররোচকগণ খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত চেষ্টায় শ্রমিকদিগকে উত্তেজিত করিয়া জার সৈন্যদিগকে হত্যাকাণ্ডের সুযোগ দিতেছে। এই ত্রাসের বিভীষিকার মধ্যেও লেনিন নির্দ্দেশ দিলেন, বর্ত্তমানে, উত্তেজিত না হইয়া দ্বিতীয় বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতিই আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু মেনশেভিকেরা গণ-বিদ্রোহের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিল। প্রচণ্ড দমন-নীতি যখন লোকের মনোবল ভাঙ্গিবার উপক্রম করিতেছে তখন সংস্কারপন্থী সমাজতন্ত্রী মেনশেভিকরা মার্কসের বুলি আওড়াইয়া নিয়মতান্ত্রিক সুবিধাবাদের পথে শ্রমিকসঙ্ঘগুলিকে আহ্বান করিতে লাগিল। ডিসেম্বর বিদ্রোহকে তাহারা "নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়া" এবং গুরুতর ভ্রম বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলশেভিকদের নিন্দা করিতে লাগিল। সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে, ইহাই ছিল তাহাদের যুক্তি। লেনিন তখন নির্ব্বাসনে।

ষ্ট্যালিন "সোশ্যাল ডেমোক্রাট" কর্ম্মীদের মনোবল রক্ষার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং বলশেভিকদের মধ্যে প্রচার আরম্ভ করিলেন। টিফ্লিস্ হইতে তিনি প্রচার করিলেন, "মেনশেভিকরা বলিতেছে 'প্রলেটারিয়েট' পরাজিত, কিন্তু আমি দেখিতেছি, তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহারা শ্রেণীস্বার্থ-সচেতন। আমাদের আন্দোলন পশ্চাতে হটিয়া আসিয়াছে, নূতন শক্তি সংগ্রহ করিয়া আর একবার অর্থাৎ সর্ব্বশেষবার জারের গভর্ণমেণ্টের উপর ঝাপাইয়া পড়িবার জন্য।"

কিন্তু মেনশেভিকদের প্রচারের ফলে সমস্ত রাশিয়া এবং ট্রান্স-ককেশিয়ার শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা দাবী করিতে লাগিল, বলশেভিক মেনশেভিক সকল শ্রেণীর 'সোশ্যাল ডেমোক্রাট' কর্ম্মীরা ঐক্যবদ্ধ হউক। প্রতি-বিপ্লবী মেনশেভিকদের দিক হইতেই ঐক্যের দাবীটা বেশী রকম আসিতে লাগিল। বলশেভিকরা যদিও এরূপ শিথিল ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন না, তবুও তাঁহারা মনে করিলেন, এই ঐক্য প্রচেষ্টার সুযোগ লইয়া তর্ক ও আলোচনা দ্বারা তাঁহারা অনেক মেনশেভিক-পন্থীকে দলে আনিতে সক্ষম হইবেন। রাশিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে এইরূপ কতকগুলি ঐক্য-সমিতির বৈঠক হইল। ট্রান্সককেশাসের বলশেভিকরা ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে ১৯০৫ সালের শেষভাগে মেনশেভিকদের সহিত ঐক্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এক প্রস্তাবে ঐক্যের অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেন কিন্তু সর্ত্ত দিলেন, 'সঙ্ঘ ও সমিতি গঠনে লেনিনের নীতি অনুসারেই কার্য্য করিতে হইবে।

১৯০৬-এর এপ্রিল মাসে সুইডেনের ষ্টকহলমে সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলের চতুর্থ কংগ্রেসের অধিবেশন আহূত হইল। এই 'ঐক্য' কংগ্রেসে দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর এই প্রথম বলশেভিক ও মেনশেভিক প্রতিনিধিরা

একত্রিত হইলেন। লেনিন এই কংগ্রেসে উপস্থিত করিবার প্রস্তাব সহ গোপনে পিটার্সবার্গে চলিয়া আসিলেন। যদিও মেনশেভিকদের মতামত জানাই ছিল, তথাপি তিনি আশা করিয়াছিলেন, বিপ্লবের নূতন সম্ভাবনা তাহাদিগকে উৎসাহ দিবে এবং তাহারা বলশেভিকদের সহিত মিলিত হইবে। টিফ্‌লিস্ বলশেভিক দলের প্রতিনিধিরূপে ষ্ট্যালিন "ঈভানোভিচ" এই ছদ্ম নামে ছাড়পত্র লইয়া কংগ্রেসে যোগ দিলেন। কিন্তু অধিবেশন আরম্ভ হইলে দেখা গেল, মেনশেভিক নেতারা প্রতি-বিপ্লবী প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছেন। প্লেখানভ, এক্সেলরড্, মার্টভ প্রভৃতি প্রভাবশালী নেতাদের অপূর্ব্ব বাগ্মীতা সত্ত্বেও লেনিন ধীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিলেন। লেনিনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ষ্ট্যালিন মেনশেভিকদের গণশক্তি বিরোধী সুবিধাবাদের নীতি নির্ম্মমভাবে উদ্‌ঘাটিত করিলেন।

ষ্ট্যালিন তাঁহার একটি বক্তৃতায় বলিলেন,—"বিপ্লব শক্তি সঞ্চয় করিয়া মাথা তুলিতেছে, আমাদের কর্ত্তব্য ইহাকে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া। কিন্তু কি অবস্থার মধ্যে আমরা উহা করিতে পারিব অথবা করা উচিত হইবে—গণশক্তির আধিপত্য মানিয়া না মধ্যশ্রেণীর (বুর্জ্জোয়া) গণতন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়া? এইখানেই আমাদের মূলনীতির পার্থক্যের আরম্ভ। কমরেড্ মারটিওনভ (মেনশেভিক) তাহার "দুই একনায়কত্ব" প্রবন্ধে বলিয়াছেন, বর্ত্তমান মধ্যশ্রেণীর বিপ্লবে প্রলেটারিয়েট বা গণশক্তির সর্ব্বময় প্রভুত্ব বিপজ্জনক কল্পনা।' গতকল্যের বক্তৃতায় তিনি এই কথাই বলিয়াছেন। এই বক্তৃতা শুনিয়া যে সকল প্রতিনিধি হর্ষধ্বনি করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ মত পোষণ করেন ইহা আমি ধরিয়া লইতেছি। যদি তাহাই হয়, যদি

আমাদের মেনশেভিক সহকর্ম্মীদের এই মত হয় যে, গণশক্তির আধিপত্যের পরিবর্ত্তে গণতন্ত্রী মধ্যশ্রেণীর প্রভুত্বেরই আমাদের এখন প্রয়োজন, তাহা হইলে, তাহার সরল অর্থ এই যে, আমরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনে কোন প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিব না। ইহাই মেনশেভিকদের "কার্য্যক্রম"। অন্য দিকে প্রলেটারিয়েট যদি অনাগত বিপ্লবের পশ্চাতে না থাকিয়া সম্মুখের ভূমিকায় অভিনয় করে তাহা হইলে সে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনের সক্রিয় দায়িত্ব এবং ক্ষমতা হস্তগত করার প্রচেষ্টা ত্যাগ করিতে পারে না। ইহাই বলশেভিকদের "কার্য্যক্রম"। গণশক্তির কর্ত্তৃত্ব স্থাপন না গণতন্ত্রী মধ্যশ্রেণীর আধিপত্য—দলের সম্মুখে ইহাই প্রশ্ন এবং এইখানেই আমাদের পার্থক্য।"

ষ্টকহলম কংগ্রেসে দেখা গেল, বলশেভিকদল সুসম্বদ্ধ এবং বিপ্লবের সাফল্যে বিশ্বাসী; পক্ষান্তরে মেনশেভিকদল নিয়মতান্ত্রিক সুবিধাবাদের পথে কালহরণের পক্ষপাতী। কিন্তু মেনশেভিকদলের সংখ্যাধিক্য হেতু লেনিনের প্রস্তাব গৃহীত হইল না। শ্রীমতী সেরাফিমা গোপ্‌নার নাম্নী জনৈকা মহিলা (যিনি রুশ বিপ্লবে একটা প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন) লিখিয়াছেন,—"এই প্রথম আমি লেনিনকে পরাজিতের ভূমিকায় অভিনয় করিতে দেখিলাম। কিন্তু তিনি মোটেই দমিয়া যান নাই। ভবিষ্যতের জয়ের কথাই তিনি চিন্তা করিতেছিলেন। বলশেভিকরা একটু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। লেনিন তাহাদের উৎসাহ দিলেন,—'বিলাপ করিও না, একদিন আমরা জয়লাভ করিবই, কেননা আমাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। বুদ্ধিজীবিদের নৈরাশ্যগুঞ্জন ঘৃণা কর, আমাদের স্বকীয় শক্তির উপর বিশ্বাস রাখ, জয়াশা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হও।' ঐ কথা বলিয়া

লেনিন আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমরা সকলেই ভাবিলাম বলশেভিকদের এই ক্ষণিক পরাজয় পরিণামে সংশয়হীন জয়েরই সূচনা করিবে।"

ষ্টকহলম কংগ্রেসের পর ষ্ট্যালিন, বার্লিনে লেনিনের সহিত কয়েকদিন অবস্থান করিয়া ট্র্যান্সককেশিয়ায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখাইলেন, উহারা বিপ্লব চায় না এখন উহারা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির দিকে ঝুঁকিয়াছে। তাঁহার নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ বলশেভিক দল এক সর্ব্বদলীয় সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন দাবী করিল। ১৯০৬-এর নভেম্বরে নিখিল রুশিয়া সর্ব্বদল সম্মেলনের অধিবেশনে প্রস্তাব হইল—পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। ইহার বিরুদ্ধে মেনশেভিকরা বলিতে লাগিল, একটি অদলীয় শ্রমিক কংগ্রেস আহ্বান করিয়া "উদারতর শ্রমিকদল" গঠন করা উচিত। গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি ভাঙ্গিয়া দিয়া, শ্রমিক প্রতিনিধিরা শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে পার্লামেন্টি পদ্ধতিতে বর্ত্তমান "সঙ্কুচিত নিয়মতন্ত্রের" মধ্যে মধ্যশ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করুক। ষ্ট্যালিন তীব্রভাবে ইহার প্রতিবাদ করিয়া গণশক্তির গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিতে লাগিলেন। প্রতি-বিপ্লবী মেনশেভিকদের শ্রমিক কংগ্রেস অহ্বানের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল।

১৯০৭-এর মে লণ্ডনে পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশনে ষ্ট্যালিন টিফ্‌লিস্ বলশেভিক দলের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিলেন। এই কংগ্রেসে মেনশেভিক নেতাদের উগ্র আক্রমণ সত্ত্বেও বলশেভিক দলের প্রস্তাবই গৃহীত হইল। বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনে বলশেভিক

দলের সাফল্য এই কংগ্রেসে স্বীকৃত হইল। শ্রীমতি গোপ্‌নার এই কংগ্রেসের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"···এই প্রথম আমি লেনিনকে বিজয়ীর ভূমিকায় দেখিলাম। কিন্তু জয়গর্ব্বে উন্মত্ত হইবার মত নেতা তিনি নহেন। এই জয় তাঁহাকে অধিকতর সাবধানী সতর্ক করিয়া তুলিল। আমরা কতিপয় প্রতিনিধি যখন তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলাম তখন তিনি বলিলেন, প্রথমতঃ, আমরা যেন বিজয়ী হইয়াছি বলিয়া চীৎকার না করি। দ্বিতীয়তঃ আমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিতে হইবে। বলিলেন, 'মনে রাখিও শত্রু পরাজিত হইয়াছে মাত্র, ধ্বংস হয় নাই'। যে সমস্ত লঘুচিত্ত প্রতিনিধিরা বলিতেছিলেন এইবার আমরা মেনশেভিকদিগকে শেষ করিয়াছি তিনি তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিলেন—'লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কাহারও গর্ব্ব করা উচিত নহে এবং লক্ষ্যে উপস্থিত হইলে গর্ব্ব করিবার কিছুই থাকে না।"

"পরাজয়ে বিলাপ করিওনা, জয়ী হইয়াও উৎসাহে চীৎকার করিওনা" লেনিনের এই দুই মহাবাণী ষ্ট্যালিন বিপ্লবী মহলে বারংবার ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন, সমাজতন্ত্রবাদের বিস্তৃতি ও বিকাশের পথে এবং সম্পূর্ণ নবীন সভ্যতা স্থাপনের সর্ব্বশেষ সংঘর্ষে এই দুই মহাবাণী প্রেরণা দিয়াছে।

লণ্ডনের পঞ্চম কংগ্রেসে বলশেভিক পার্টি কর্ত্তৃক ষ্ট্যালিন বাকুতে স্থায়ীভাবে কাজ করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। পুলিশ ও গোয়েন্দার দৃষ্টি এড়াইয়া স্থায়ীভাবে কাজ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হইত না—কিন্তু ষ্ট্যালিন ১৮ মাস বিনা বাধায় কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা কম কৃতীত্বের পরিচয় নহে। রাজনৈতিক কারণেই পার্টি ষ্ট্যালিনকেই বাকুর কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তখন বাকু রাশিয়ার

এক প্রধান শিল্পকেন্দ্র—তৈলের খনি ছাড়াও এখানে বহু সংশ্লিষ্ট কারখানা ছিল। বাকুর শ্রমিকগণের মধ্যে রাশিয়ান, আজারবাইজান, জর্জ্জিয়ান, আরমেনিয়ান, পারসীক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোক ছিল—ধর্ম্মের দিক দিয়াও ইহারা খৃষ্টান, ইহুদী ও মুসলমান এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সহরের বাহিরের পল্লী অঞ্চলের আজারবাইজান কৃষকেরা রুষ ঔপনিবেশিক ও আরমেনিয়ানদের ঘৃণা করিত। জার গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা এই সাম্প্রদায়িক ও জাতি বিদ্বেষে ইন্ধন জোগাইতেন। গভর্ণমেণ্টের ভেদ নীতির ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা হত্যাকাণ্ড প্রায়ই অনুষ্ঠিত হইত। বাকুর তৈলের খনিগুলিতে আন্তর্জ্জাতিক মূলধন খাটিত। রথচাইল্ড, বৃটিশ, রাশিয়ান বিভিন্ন শ্রেণীর মূলধনীরা খনির মালিক—বৈদেশিক মূলধনই অধিক। এমন বহু বিরুদ্ধ স্বার্থের কেন্দ্রে সুবিধাবাদী, জাতীয়তাবাদী, মেনশেভিক প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও কর্ম্মীর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী এবং ইহাদের অধিকাংশই বিদেশী ধনীদের গুপ্তচর।

এই অবস্থার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক শক্তিকে বৈপ্লবিক বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে আনয়নের দায়িত্ব লইয়া ষ্ট্যালিন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মেনশেভিক ও সন্ত্রাসবাদী নেতাদের সুবিধাবাদীসুলভ কার্য্যকলাপ উদ্ঘাটন এবং শ্রমিকদিগকে সুস্পষ্ট বৈপ্লবিক মতবাদের ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য পার্টির পক্ষ হইতে ষ্ট্যালিন বেআইনী সংবাদপত্র "বাকু প্রলেটারিয়েট" সম্পাদনা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং গুপ্তভাবে বিভিন্ন শ্রমিক কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া একের পর আর মেনশেভিক ঘাঁটিগুলি উচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। দুই মাসের মধ্যেই বহু সোশ্যাল ডেমোক্রাট বাকুর বলশেভিক পার্টিতে যোগদান করিল। পার্টির নেতৃত্বে বাকুর শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে কতকগুলি আপোষ

রফায় শ্রমিকদের অনেক দাবী পূরণ হওয়ায়, তাহারা বলশেভিক নেতাদের অনুরক্ত হইয়া উঠিল। ১৯০৭ সালের শেষভাগে যখন সমগ্র রাশিয়ায় রাজনৈতিক অবসাদ দেখা দিয়েছে, তখন বলশেভিক কর্ম্মীদের নেতৃত্বে খনির মজুরেরা কেবল যে তাহাদের কতকগুলি দাবী আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহা নহে,—বলশেভিক পার্টির সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্ম্মধারার তাহারাই হইয়াছিল অগ্রদূত।

বাকুর শ্রমিককেন্দ্র, ভবিষ্যৎ রাশিয়ার কর্ণধার ষ্ট্যালিনের শিক্ষাগার। ১৯২৬ সালে টিফ্লিসের রেলওয়ে শ্রমিকদের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ষ্ট্যালিন বলিয়াছিলেন,—"তৈলের খনি মজুরদের মধ্যে দুই বৎসর বৈপ্লবিক কার্য্য আমাকে বাস্তববাদী যোদ্ধা ও নেতারূপে গঠন করিয়া তুলিয়াছিল। একদিকে বাকুর প্রগতিশীল শ্রমিকদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, অন্যদিকে মালিকদের সহিত শ্রমিকদের সংঘর্ষ—এই দুই হইতে আমি শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম কি ভাবে বৃহৎ শ্রমিক সঙ্ঘকে পরিচালনা করিতে হয়। বাকুতেই আমি দ্বিতীবার বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছিলাম। এইখানেই আমি বিপ্লবের পথের যাত্রী হইয়াছিলাম।"

জার-শাসনের স্বৈরাচার চরমে উঠিয়াছে, বৈধভাবে সংস্কারপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালন করাও কঠিন। সেই অবস্থার মধ্যে পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি এড়াইয়া বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গঠন এবং জার শাসনতন্ত্রকে চরম আঘাত হানিবার আয়োজন করিতে গিয়া, ষ্ট্যালিন সমসাময়িক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কখনও বৈধ কখনও বা গুপ্তভাবে—জনসাধারণকে মার্ক্স-লেনিনের বৈপ্লবিক মতবাদ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ১৯০৮ সালের মার্চ্চ মাসে গোয়েন্দা পুলিশ ষ্ট্যালিনকে গ্রেফ্‌তার করিল। বাকুর বেইলভ জেলে তিনি ৮ মাস ছিলেন।

কারাগারে থাকিয়াও তিনি কৌশলে পার্টির কাজের নির্দ্দেশ দিতেন এবং "বাকু প্রলেটারিয়েট" পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে একমাত্র বলশেভিকরাই তাহাদের পার্টি সদস্যদের মারফৎ বাহিরের সহিত যোগাযোগ রক্ষায় সমর্থ হইতেন। বাকু জেল হইতে ষ্ট্যালিন দুই বৎসরের জন্য ভোলগদা প্রদেশে নির্ব্বাসিত হইলেন। কিন্তু ১৯০৯-এর গ্রীষ্মকালে তিনি পুলিশের চক্ষে ধূলা দিয়া বাকুতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ট্রান্স ককেশিয়ায় বলশেভিক পার্টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। মেনশেভিকদিগের প্রতিবিপ্লবী কার্য্যকলাপ খর্ব্ব করিবার জন্য তিনি অক্টোবর মাসে টিফ্‌লিসে আসিলেন। তাঁহার প্রেরণায় স্থানীয় বলশেভিক পার্টি হইতে "টিফ্‌লিস্ প্রলেটারিয়েট" পত্রিকা প্রকাশিত হইল। প্রথম সংখ্যায় ষ্ট্যালিন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিলেন,—

"মহান রুশ বিপ্লব মরে নাই—ইহা জীবিত। ইহা সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতের বিপুল উদ্যমের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতেছে।

"বিপ্লবের প্রধান অগ্রদূত শ্রমিক ও কৃষক সচেতন ও অক্ষত; তাহাদের মুখ্য দাবীগুলি তাহারা ত্যাগ করে নাই, করিতে পারে না······

"আমরা এক অভিনব আলোড়নের সম্মুখীন হইয়াছি। জারীয় শাসন উৎখাত করিবার পুরাতন সমস্যা, আমাদের সম্মুখে উপস্থিত।

"জনসাধারণের অধিকার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আসন্ন গৌরবময় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া আমাদের এবং প্রগতিশীল শ্রমিকদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

"১৯০৫ সালের মতই এবারও প্রগতিশীল শ্রমিক শক্তিই বিপ্লবকে সম্পূর্ণ জয়ের পথে পরিচালিত করিবে……

"আসন্ন সংগ্রামের জন্য জনসাধারণের মূল শক্তিগুলিকে প্রস্তুত করিয়া তুলিবার জন্য চাই শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ পার্টি…

"…অতএব কমরেড্ পাঠকগণ, আপনারা টিফ্লিসের গণশক্তিকে অনাগত চূড়ান্ত সংগ্রামে প্রস্তুত করিয়া তুলিবার জন্য প্রযত্নশীল হউন।"

যে সকল লোকদুর্ল্লভ চারিত্রিক গুণাবলী থাকিলে বহু সঙ্কটের মধ্য দিয়াও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়, ষ্ট্যালিনের মধ্যে এই কালে তাহার চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল। আত্মঘোষণায় কুণ্ঠিত ষ্ট্যালিন নিজের অতীত জীবন সম্পর্কে ব্যক্তিগত কথা খুব কমই বলেন; যদি তিনি তাহা খুলিয়া বলিতেন, তাহা হইলে এই সময়ের কার্য্যাবলী হইতেই বুঝা যাইত—জনসাধারণ ও নেতার সুগভীর ঐক্যই ভবিষ্যত ইতিহাসকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। ১৯১০-এর মার্চ্চ মাসে তিনি পুনরায় গ্রেফ্তার হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কয়েক মাস পরে তাঁহাকে মোলভিচেগোডস্কে নির্ব্বাসিত করা হইল।

১৯০৯-১১ সালে বলশেভিকদলকে বহু সঙ্কট অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। দলের সদস্যেরা বিশাল সাম্রাজ্যের নানাস্থানে ছড়াইয়া ছিলেন এবং প্রধান নেতারা ছিলেন রাশিয়ার বাহিরে। লেনিন বাহির হইতেই আন্দোলন পরিচালন করিতেন। গ্রেফ্তার, জেল, জরিমানার ভীতি ও উৎসাহহীনতা দলের শৃঙ্খলা নষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছে, প্রতি-বিপ্লবীদের প্রচার কার্য্যের ফলে অনেক কর্ম্মীর বিশ্বাস টলিতে লাগিল। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিরা, এমন কি অনেক কর্ম্মীর মনেও সংশয় দেখা দিল; মেনশেভিকদের ত কথাই নাই, বলশেভিকেরা পর্য্যন্ত বৈধ

আন্দোলনের দিকে ঝুঁকিলেন, গোপন কার্য্য প্রণালীর পরিবর্ত্তে আইন সঙ্গত নিয়মতান্ত্রিকতা অনেকের নিকট ভাল মনে হইতে লাগিল। বলশেভিক নেতারা দেখিলেন, রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র—এ যেন "জীবনধারণের উপায় পরিত্যাগ করিয়া জীবন রক্ষার চেষ্টা"। লেনিন দেখিলেন, কেবল জারের অত্যাচার হইতে নহে, আভ্যন্তরীন এই দৌর্ব্বল্য হইতে দলকে রক্ষা করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় দলের মধ্যে যে কোন মূল্যে ঐক্য স্থাপনের যে আগ্রহ দেখা দিল লেনিন তাহার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন। এই সময় ট্রট্স্কি মেন্‌শেভিক ও বলশেভিক উভয় দলের মিলনের জন্য ভিয়েনা হইতে লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন। তখন লেনিনের নেতৃত্ব ও অটল আদর্শ নিষ্ঠার পরিচয় জ্বলন্ত পাবকের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ১৯১০ সালের ১১ই এপ্রিল লেনিন গোর্কীর নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "......এই সকল আত্মকলহ, কুৎসা, বিলাপ অনুতাপের মধ্যে বসিয়া আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু মনোবিকারের নিকট আত্ম-সমর্পণ অন্যায়। বিপ্লবের পূর্ব্বে অপেক্ষা বর্ত্তমানে নির্ব্বাসন আমার পক্ষে শতগুণ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। নির্ব্বাসিতদের মধ্যে পরস্পর কলহ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু আমি জানি এই শ্রেণীর কলহ দীর্ঘদিন থাকিবেনা। ......দলের উন্নতি এবং সোশ্যাল্ ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের বিস্তার বর্ত্তমানের নারকীয় বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়াও অগ্রসর হইতেছে। সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দল হইতে বিপথগামী প্রতি-বিপ্লবী এবং তথাকথিত ঐক্যকামীদিগের বহিষ্কারের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। মতবাদের দিক দিয়া আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে সমস্ত সংশয় অনিশ্চয়তা হইতে মুক্ত করিয়াছি। মেনশেভিকরা তাহাদের ঝুলির

মধ্যে যে সাপ লুকাইয়া রাখিয়াছিল আমরা তাহা প্রকাণ্ড দিবালোকে বাহির করিয়াছি—যাহাতে উহা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। এখন আমরা উহাকে হত্যা করিব।" লেনিন দলের মধ্যে দৌর্ব্বল্য ও দ্বিধা প্রতিরোধ করিলেন। সংক্রামক ব্যাধির মত যে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ছড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল তাহা প্রতিষেধ করিতে লেনিনের মত প্রতিভাবান ও ক্ষমতাশালী নেতার প্রয়োজন যে কত অধিক তাহা বলশেভিক নেতারা বুঝিতে পারিলেন।

ষ্ট্যালিন তাঁহার অনুপম কৌশলে ১৯১১ সালে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া সেণ্টপিটার্সবার্গে উপস্থিত হইলেন। তিনি পুনরায় ধরা পড়িলেন, পুলিস তাঁহাকে ভোলক্দায় নির্ব্বাসিত করিল। নির্ব্বাসন হইতে তিনি পুনরায় সেণ্টপিটার্সবার্গে পলাইয়া আসিলেন এবং গুপ্তভাবে থাকিয়া মেনশেভিক এবং সন্ত্রাসবাদীদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। তিনি নানাস্থানে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, দলের অনুগত সঙ্ঘগুলিকে শক্তিশালী করিতে লাগিলেন, একখানি সংবাদপত্র সম্পাদনা করিতে লাগিলেন। এইকালে রাশিয়ার বিখ্যাত সংবাদপত্র 'প্রাভ্দার' তিনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। পুলিশ অবশেষে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং পুনরায় নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া দিল। তিনি রক্ষী পুলিসদলকে বেকুব বানাইয়া পুনরায় সরিয়া পড়িলেন।

শরৎকালে তিনি রাশিয়ার বাহিরে গিয়া লেনিনের সহিত কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। এই কালে রাশিয়া ও ফ্রান্সের সহিত কূটনৈতিক পরামর্শ চলিতেছিল। এক দিকে পোঁয়্যাকারে, অন্যদিকে রাশিয়ার 'নীতিহীন' ঈস্‌ভলস্কি ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং এই ষড়যন্ত্রের কথা পরে প্রকাশ পাওয়ায় বুঝা গিয়াছিল যে মহাযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ

এই ফ্রাঙ্কো-রাশিয়ান আঁতাৎ। রাশিয়ার অভ্যন্তরেও এই সময় বিপ্লব আন্দোলন নবীন প্রেরণা লাভ করিল। সাইবেরিয়ার লেনা সোণার খনির শ্রমিক প্রতিনিধিদের উপর এবং জনসাধারণের উপর গুলীবর্ষণ করিয়া পুলিশ পাঁচশত লোককে হত্যা করিল (১৯১২) এবং এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সমগ্র দেশে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল বিপ্লবী বলশেভিকরা তাহাব সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিলেন। লেনিন ও ষ্ট্যালিন বৈধ এবং অবৈধ উভয়পন্থার সুযোগ গ্রহণ করিলেন এবং মেনশেভিক দলের সহিত ঐক্যের আলেয়ার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া অপঘাতের গহ্বরে অপমৃত্যু হইতে দলকে রক্ষা করিলেন। আজ অনেক কালের ব্যবধানে আমরা সুসংবদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী হইতে যেমন সহজে বুঝিতে পারি যে লেনিন তাঁহার দলকে সম্যক পথেই পরিচালিত করিয়াছিলেন কিন্তু সে দুর্দ্দিনে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা এত সহজ ছিল না। লেনিন ও ষ্ট্যালিন বিপ্লবের সাফল্যে এত বেশী বিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন যে তাঁহারা ভবিষ্যতের সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা প্রচার করিতে লাগিলেন। ষ্ট্যালিন সমাজতন্ত্র-বাদ ও বিভিন্ন জাতিগুলির বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় কিরূপে সম্ভবপর সে সম্বন্ধে কতকগুলি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিলেন। বহু ভাষাভাষী এবং বহু জাতি অধ্যুষিত রুশ সাম্রাজ্যে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই বৃহৎ সমস্যা সমাধান করিতে হইবে ষ্ট্যালিন ইহা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রবন্ধগুলি পরবর্ত্তীকালে 'মার্কস্‌বাদ ও জাতীয়তার সমস্যা' নামক পুস্তকে একত্র হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। জার গভর্ণমেণ্ট বিপ্লবীদের পুস্তিকা ও সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত করিতে লাগিলেন। 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকা বন্ধ হইয়া গেল। ষ্ট্যালিন ও মলোটভ

ভিন্ন নাম দিয়া পর পর আরও দুইখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং গুপ্ত ছাপাখানা হইতে উহা গোপনভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির নির্দ্দেশে ষ্ট্যালিন পিটার্সবার্গ মস্কৌ-এ শ্রমিক সমিতিগুলিকে মেনশেভিকদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার বাহিরে সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলে মেনশেভিকরাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ ছিল, তাহারা পদে পদে লেনিনকে বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু রাশিয়ার অভ্যন্তরে সুবিধাবাদীদের ঐক্যের আন্দোলন বলশেভিক দলকে দুর্ব্বল করিতে পারিল না। কার্য্যতঃ ষ্ট্যালিন সমগ্র রাশিয়ার বলশেভিক দলের নেতারূপে লেনিনের নির্দ্দেশমত কার্য্য করিতে লাগিলেন। সুইজারল্যাণ্ডে তিনি নির্ব্বাসিত বলশেভিকদের এক সভা আহ্বান করিয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম স্থির করিলেন। ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে প্রাগে প্রথম পার্টি কনফারেন্স আহূত হইল। বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজতন্ত্রী লইয়া গঠিত সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলের তথাকথিত ঐক্যের মোহজাল ছিন্ন করিয়া এই সম্মেলনে বলশেভিক দল স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব ঘোষণা করিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের পর এই প্রথম রাশিয়ার বাহিরের সম্মেলনে রাশিয়া হইতে বহু প্রতিনিধি ছদ্ম পরিচয়ে সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। এই কনফারেন্সে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হইল; এই কমিটির নেতৃত্বে রাশিয়ায় বলশেভিক দলের কার্য্যপ্রণালী চলিতে লাগিল। বহুদিন পরে পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসে ষ্ট্যালিন বলিয়াছিলেন, "প্রাগ কনফারেন্স আমাদের পার্টির ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় অধ্যায়। এইখানেই বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়া হয় এবং দেশের সমস্ত বলশেভিক সমিতিগুলি ঐক্যবদ্ধ বলশেভিক পার্টিরূপে সুগঠিত হয়।"

ষ্ট্যালিন প্রাগ কনফারেন্স-এ যোগ দিতে পারেন নাই ; কিন্তু তাঁহাকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল এবং কেন্দ্রীয় কমিটির রাশিয়ান শাখা পরিচালনের ভার তাঁহার উপরই অর্পণ করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশানুসারে তিনি প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিতে গিয়া প্রাগ কনফারেন্সের প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। পুলিশের চক্ষে ধুলা দিয়া ষ্ট্যালিন রুশ পার্লামেণ্টের (ডুমা) নির্ব্বাচনে বলশেভিক প্রতিনিধিদের পক্ষে প্রচার কার্য্য করিতে লাগিলেন। ছয়টি প্রদেশের শ্রমিক নির্ব্বাচন মণ্ডলীতেই মেনশেভিকদের পরাজিত করিয়া বলশেভিকরা জয়লাভ করিলেন। ভোট গণনার পর দেখা গেল রাশিয়ার ৫ ভাগের ৪ ভাগ শ্রমিকই বলশেভিক পার্টির পক্ষে ভোট দিয়াছে।

১৯১২-র শেষভাগে ষ্ট্যালিনের অনুরোধে লেনিন ক্রাকোতে (পোলাণ্ড) বলশেভিক পার্টির এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। লেনিনের সভাপতিত্বে এই সম্মেলনে ষ্ট্যালিন পার্লামেণ্টে (ডুমা) বলশেভিক ডেপুটিদের কার্য্যকলাপ, দৈনিক 'প্রাভ্দা' পত্রিকা পরিচালনার বিশদ বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলনকে বলশেভিক পার্টির আদর্শে পরিচালনা করিবার ভার লইয়া ষ্ট্যালিন রাশিয়ায় ফিরিয়া আসিলেন।

১৯১৩ সালের জুলাই মাসে ষ্ট্যালিন পুনরায় ধরা পড়িলেন এবং সাইবেরিয়ার তুলুখানষ্ক্ জেলায় নির্ব্বাসিত হইলেন। "ভয়ঙ্কর ভিসারীয়নভচ্" যিনি বারংবার পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন করিয়াছেন, আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পলাইয়া যাইবার খ্যাতি ও অখ্যাতি যাঁহাকে পুলিশের দৃষ্টিতে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে, সেই ষ্ট্যালিন ধরা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাঁহাকে হাতে পায়ে বেড়ি লাগাইয়া সাবধানে উত্তর সাইবেরিয়ার হিমমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী কুলিইকা গ্রামে লইয়া

গেল। এই গ্রামে মাত্র দুই তিনটি বাড়ী ছিল এবং বৎসরের মধ্যে দুই তিন মাস ব্যতীত সর্ব্বসময় ইহা বরফে আচ্ছন্ন থাকে। তিনি প্রায় গল্পের রবিনসন্ ক্রুসোর মত এই গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। নিষ্কর্ম্মা বসিয়া না থাকিয়া তিনি মাছ ধরিবার ও শিকার করিবার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও তৈয়ারী করিলেন এবং সমস্ত দিন ঐ কার্য্যেই অতিবাহিত করিতেন। স্বয়ং রন্ধন করিতেন এবং কুঠার লইয়া জ্বালানীকাঠ সংগ্রহ করিতেন। অবসর সময়ে তাঁহার কুটীরে বসিয়া মার্কস্‌বাদ ও রাশিয়ার সমস্যা সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিতেন এবং তাঁহার পাহারাদার পুলিশ নির্ব্বোধ দৃষ্টি মেলিয়া অবাক হইয়া দেখিত। তাঁহাকে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত এই নির্ব্বাসনে থাকিতে হয়। এই সময়ে একদিকে মহাযুদ্ধের হানাহানি পশ্চিম দিগন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছে, অন্যদিকে পূর্ব্ব দিগন্ত দ্বিতীয় রুশ বিপ্লবের অরুণচ্ছটায় উদ্ভাসিত।

গোয়েন্দা, গুপ্তচর, গ্রেফ্‌তার, কারাগার, পুনঃ পুনঃ পলায়ন এবং গুপ্তভাবে বৈপ্লবিক কার্য্য পরিচালনা ষ্ট্যালিনের জীবনের এই রহস্যময় ও কর্ম্মবহুল অধ্যায়ের বিবরণ অসম্পূর্ণ—কেননা তিনি ধারাবাহিকভাবে এ বিষয়ে কোন কথাই বলেন নাই। যে সকল অবস্থার মধ্যে তিনি বাস করিয়াছেন, যে ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর সম্পর্কে আসিয়াছেন, তাহা যদি তিনি লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে তাহা উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর ঘটনায় পরিপূর্ণ হইত। সুগঠিত দেহ, ধীর মস্তিষ্ক, অদম্য ইচ্ছা শক্তি এবং অপরাহত শৌর্য্যবলেই ষ্ট্যালিন সমস্ত অত্যাচার ও পীড়ন সহ্য করিয়া রুশিয় গণবিপ্লবকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করিয়াছেন। মার্কস্ লেনিনের আদর্শকে বাস্তব রূপ দিবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব যে-ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা দেখিয়াছি কিশোর বয়স

হইতেই তিনি ঘৃণা করিয়াছেন প্রচলিত ব্যবস্থাকে, উদ্ধত নির্ব্বোধ শাসক সম্প্রদায়কে, জারীয় সাম্রাজ্যনীতি ও ধনতান্ত্রিক শোষণকে, আর ভালবাসিয়াছেন নিপীড়িত শোষিত শ্রমিক ও কৃষকদিগকে। ষ্ট্যালিন কখনও রাশিয়ার বাহিরে নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন করেন নাই। সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীর সহিত মিশিয়া তিনি রাশিয়ার সমাজ জীবন সম্পর্কে সুগভীর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কেবল রাজনীতি ও অর্থনীতি নহে—কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলায় তাঁহার যে কি গভীর জ্ঞান ছিল, এই কালে তাঁহার রচিত প্রবন্ধগুলি তাহার প্রমাণ। বিপ্লবীর শুষ্ক ও নীরস কর্ম্মজীবনের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা মাঝে মাঝে দেখিয়াছি, এই কঠোর মনুষ্যটির জীবনের একমাত্র পাথেয় ছিল,—সর্ব্বমানবের প্রতি সুগভীর প্রেম।

তিন

ইউরোপের ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের অসামঞ্জস্য ও স্ববিরোধিতা, সাম্রাজ্যভোগী ও সাম্রাজ্যলোভীর সংগ্রামকে আসন্ন করিয়া তুলিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়া যে বৈপ্লবিক গণশক্তি আন্তর্জ্জাতিক মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেছিল—নেতাদের দুর্ব্বলতায় সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। জাতির বিরুদ্ধে জাতির জিঘাংসাপ্রবৃত্তি রণোন্মাদনায় রক্তপিপাসু হইয়া উঠিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট জার্ম্মান সম্রাট রুশিয়ার বিরুদ্ধে, ৩রা আগষ্ট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে, ৪ঠা আগষ্ট বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ৪ঠা আগষ্ট ইংলণ্ড জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ৬ই আগষ্ট অষ্ট্রিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল; ১১ই আগষ্ট ফ্রান্স ও ইংলণ্ড অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, রাশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের সুবিধাবাদী সমাজতন্ত্রী দলগুলি স্বদেশপ্রেমের নামে স্ব স্ব দেশের গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিতে লাগিল।

এই সময়ে লেনিন গ্যালিসিয়ায় পোরোনিনো গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। স্থানীয় অষ্ট্রিয়ান কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে রুশ গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেপ্তার করিল। অষ্ট্রিয়ার কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী সমাজতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইলেন যে লেনিন একজন আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবী এবং রাশিয়ার জারতন্ত্রের চিরশত্রু। তিনি কখনও রুশ সাম্রাজ্যবাদীদের চর হইতে পারেন না। দুই সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করিয়া তিনি মুক্তি লাভ করিলেন এবং সুইজারল্যাণ্ডে যাইবার অনুমতি লাভ করিলেন। ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত দেড় বৎসর কাল তিনি সুইজারল্যাণ্ডের

বার্ণে গ্রামে ছিলেন। তাহার পর তিনি ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জুরিকে ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর লেনিন প্রথম হইতেই মার্কসীয় বিপ্লববাদের দিক হইতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য করিতে লাগিলেন। ১৯১৪ সালের পহেলা নভেম্বর লেনিন কেন্দ্রীয় বলশেভিকদের পক্ষ হইতে "যুদ্ধ ও রুশীয় সোশ্যাল ডেমোক্রেসী" নামক এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। যুদ্ধের প্রারম্ভেই দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘে সমাজতন্ত্রিগণ অধিকাংশের ভোটে সিদ্ধান্ত করেন যে, জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধে যোগ দিতে হইবে। ধনিকশ্রেণী ও জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের সহিত শ্রমজীবিদের ঐক্যের প্রয়োজন। ইউরোপের মহাযুদ্ধের উন্মাদনায় সমাজতন্ত্রিগণ যখন আন্তর্জ্জাতিক নীতি বিসর্জ্জন দিয়া স্ব স্ব দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহিত যোগ দিলেন, তখন মুষ্টিমেয় বলশেভিক বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, আন্তর্জ্জাতিকতায় বিশ্বাস রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। লেনিন বহুমতের স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে অস্বীকার করিলেন। সমগ্র মানব জাতির মুক্তির স্বপ্নে বিভোর মুষ্টিমেয় সহকর্ম্মী লইয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত ঘোষণাপত্রে প্রচার করিলেন, "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সূচনাতেই দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মার্কস্‌পন্থী বিপ্লবীরা দলের আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়া বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর সহিত যোগ দিয়াছে। এই বিচ্ছেদকে সম্পূর্ণভাবে আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। সুবিধাবাদী ও যুদ্ধরত সমাজতন্ত্রীদের বাদ দিয়া আমাদিগকে এক নূতন বৈপ্লবিক আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ গড়িতে হইবে।" সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত কর এবং জারতন্ত্রের পরাজয় কামনা কর, এই বাণী তিনি রাশিয়ার সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন এবং বলিলেন, এক মাত্র বলশেভিকেরাই খাঁটী সমাজতন্ত্রী এবং তাহারাই সংশয় সন্দেহে অথবা প্রলোভনে আত্মহারা না হইয়া বর্ত্তমান

যুদ্ধকে মার্কসীয় বিপ্লবীর দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিচার করিতেছে। "দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক মৃত, সুবিধাবাদীদের দ্বারা নিহত। সুবিধাবাদ ভূলুণ্ঠিত হউক। তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের পতাকা উত্তোলিত হউক,"—১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসের এই ঘোষণার সাড়ে চারি বৎসর পরে লেনিনের প্রতিভাপ্রসূত তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে।

প্রতিক্রিয়াশীল জার গভর্ণমেণ্টের এবং অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধতা সত্বেও বলশেভিকদল ধীরে ধীরে রাশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। কিন্তু সুপরিচিত বলশেভিক নেতারা প্রায় সকলেই সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইলেন। লেনিন তাঁহার নির্ব্বাসিত সহকর্ম্মীদের লইয়া ইউরোপ হইতে প্রচার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। জার্ম্মান সোশ্যালিষ্ট প্রতিপত্তিশালী নেতা কাউট্স্কি পোল-জার্ম্মান নেতা রোজা লুক্সেম্বার্গ প্রভৃতি দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের নেতাগণ সমাজতন্ত্রবাদের সহিত জাতীয়তাবাদ মিশাইয়া মার্কস্‌বাদ বিরোধী প্রচারকার্য্যে রত হইলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কিন্থলে সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে লেনিন দেখিলেন, অধিকাংশ ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদী প্রতি-বিপ্লবী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। রাশিয়ান দলের কেন্দ্রীয় সমিতির নামে লেনিন বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, তিনি মার্কস্-এঙ্গেল প্রদর্শিত পন্থা হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। গত বিশ বৎসর ধরিয়া তিনি যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিতেছেন রাশিয়ার জনসাধারণ তাহাকে বাস্তবে রূপ দিবে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্রগুলিতে জনসাধারণ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে এইরূপ আশাও তিনি পোষণ করিতেন। অন্ততঃ তিনি বিশ্বাস করিতেন, রাশিয়ার জনসাধারণ যদি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করিতে পারে তাহার প্রতিক্রিয়া এশিয়া ও ইউরোপে সুদূর প্রসারী হইবে।

সমগ্র ইউরোপ যখন রণহিংসায় উন্মত্ত, পর-জাতিবিদ্বেষে অন্ধ, তখন একমাত্র বলশেভিক পার্টি লেনিনের নেতৃত্বে আন্তর্জ্জাতিকতার রক্তপতাকা ঊর্দ্ধে তুলিয়া রাখিলেন। সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত ষ্ট্যালিন নিষিদ্ধ উপায়ে লেনিনকে সমর্থন করিলেন, পার্টির অভ্যন্তরস্থ সুবিধাবাদীদিগের কার্য্যকলাপের তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন। এইকালে তাঁহার রচিত প্রবন্ধগুলি ছদ্মনামে পার্টির পত্রিকায় প্রকাশিত হইত।

মহাযুদ্ধের আঘাতে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার অর্থনৈতিক দৌর্ব্বল্য সাংঘাতিক হইয়া দেখা দিল। যন্ত্রশিল্প এবং যুদ্ধ পরিচালনায় জার গভর্ণমেণ্টের অক্ষমতা দিকে দিকে আত্মপ্রকাশ করিল। দৃঢ়তা ও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াও রুশসৈন্য বারম্বার পরাজিত হইতে লাগিল। দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা সমরবিভাগের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিল, সৈন্যরা উপযুক্ত রসদ ও গুলী বারুদ পাইল না। কেবল বলশেভিক পার্টি নহে, মধ্যশ্রেণীর অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারাও বলিতে লাগিলেন, জার গভর্ণমেণ্ট দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্যের অভাবে শ্রমিকদের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিল। ধর্ম্মঘট বিস্তার লাভ করিল, পুলিশ গুলী চালাইয়া ধর্ম্মঘট বন্ধ করিতে অক্ষম হইল।

অভিজাত শ্রেণীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া জার দমননীতিতে অটুট রহিলেন। এই স্ত্রৈণ কাপুরুষ নির্ব্বোধ লোকটির দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। "যদি অর্দ্ধেক রাশিয়াকে ফাঁসী কাষ্ঠে লটকাইতে হয়, তাহা হইলেও আমি অটল থাকিব"—এই কথা বলার দুইদিন পরই রুশজাতির দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা পদত্যাগ করিলেন। ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারী মাসের বিপ্লবের স্রোতে প্রাচীন ব্যবস্থা ভাসিয়া গেল। এই বিপ্লবে অভিজাতবংশীয় গ্রাণ্ড ডিউক হইতে মধ্যশ্রেণীর

বুদ্ধিজীবিরা মিলিয়া একটা নূতন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করিলেন। প্রিন্স লোভফ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিলেন, কিন্তু আসলে যুবক ব্যবহারজীবী কেরেনেস্কীই হইলেন এই গভর্ণমেণ্টের কর্ণধার। ইঁহার বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ; রাজনৈতিক চিন্তায় বৈপ্লবিক হইয়াও ইঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া ইনি ঘোষণা করিলেন—"আমি রাশিয়াকে ইউরোপের মধ্যে স্বাধীনতম রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চাহি।" কেরেনেস্কী গভর্ণমেণ্ট সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিবার আদেশ দিলেন।

মুক্তি পাইবামাত্র ষ্ট্যালিন পেট্রোগ্রাডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে সহরের বলশেভিক শ্রমিক-পার্টির বৈপ্লবিক কর্ম্মধারা পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ১৮ই মার্চ্চ পুনরায় "প্রাভ্‌দা" পত্রিকা প্রকাশিত হইল। ষ্ট্যালিন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিলেন,—

"পুরাতন শক্তিকে ধ্বংস করিতে বিদ্রোহী শ্রমিক ও সৈনিকের সাময়িক ঐক্যই যথেষ্ট; কেননা, সৈনিকের পোষাক পরিহিত রাশিয়ান শ্রমিক ও কৃষকের ঐক্যই যে রুশ-বিপ্লবের ভিত্তি ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

"কিন্তু শ্রমিক এবং সৈনিকের অস্থায়ী মৈত্রী অর্জ্জিত স্বাধীনতা রক্ষা অথবা বিপ্লবকে অধিকতর পরিণতির দিকে অগ্রসর করিবার পক্ষে আদৌ পর্য্যাপ্ত নহে।

"ইহার জন্য প্রয়োজন—এই মৈত্রীকে সচেতন, নিরাপদ, স্থায়ী এবং দৃঢ় করিতে হইবে। এমন দৃঢ় করিতে হইবে যাহা প্রতিবিপ্লবীদের প্ররোচনাতেও অটল থাকিবে। ইহা সকলের সম্মুখেই স্পষ্ট যে, রাশিয়ান বিপ্লবকে চরম জয়যুক্ত করিতে হইলে বিপ্লবী শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈনিকদের ঐক্যকে দৃঢ়তর করা প্রয়োজন।

"এই ঐক্যের প্রতিভূ হইল শ্রমিকদের সোভিয়েট এবং সৈনিকদের ডেপুটিগণ।

"এই সোভিয়েটগুলিকে দৃঢ় ভিত্তিতে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। বৈপ্লবিক জনগণের বৈপ্লবিক শক্তির ইহারা হইল প্রতীক এবং প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে বর্ম্মস্বরূপ।

"বৈপ্লবিক সোশ্যাল ডেমোক্রাটগণ সোভিয়েটগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ, ব্যাপক, সার্ব্বজনীন করিবার কাজে নিশ্চয়ই আত্মনিয়োগ করিবে। জনসাধারণের বৈপ্লবিক শক্তির প্রতিষ্ঠান শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিগণের কেন্দ্রীয় সোভিয়েটের সহিত ঐগুলিকে যুক্ত করিতে হইবে।"

সুইজারল্যাণ্ড হইতে লেনিন রাশিয়ার ঘটনাবলীর প্রতি নিষ্পলকে চাহিয়াছিলেন। সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের বিপ্লবীদের মারফতে তিনি রাশিয়ার বলশেভিক কর্ম্মীদের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া আবশ্যক মত নির্দ্দেশ দিতেন। মধ্যশ্রেণীর বিদ্রোহের জন্য ১৯১৬ সালের শেষভাগেই তিনি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জারতন্ত্র যে ভাঙ্গিয়া পড়িবে সে সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন সংশয় ছিল না। তিনি নির্দ্দেশ দিলেন, বলশেভিক পার্টিকে মেনশেভিকদলের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইবে এবং ট্রট্স্কীর মত যাহারা বুঝিতে পারে না যে এখন পুনর্মিলন বা ঐক্যের প্রস্তাব লইয়া ভাববিলাসের সময় নহে তাহাদের কথায়ও কর্ণপাত করা হইবে না; সমাজতন্ত্রের অনুকূলে বৈপ্লবিক সংঘর্ষ পরিচালনা করিতে হইলে যাহাদের কথা ও কাজ এক নহে এমন সব সুবিধাবাদীকে নির্ম্মম হস্তে উদ্‌ঘাটিত করিতে হইবে।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সংবাদ পাইয়া লেনিন রাশিয়ায় ফিরিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। বৃটিশ ও ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ আন্তর্জ্জাতিক রাশিয়ান

বিপ্লবীদের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাশিয়ার অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টও প্রবাসা "জরাজীর্ণ" বলশেভিকদের রাশিয়ায় প্রবেশ করিতে দিতে আগ্রহশীল ছিলেন না। এদিকে পেট্রোগ্রাড হইতে আহ্বান আসিতে লাগিল, লেনিনের উপস্থিতি অবিলম্বে প্রয়োজন। লেনিন জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের সহিত সুইস সোশ্যাল ডেমোক্রাট ফ্রিটজ প্ল্যাটেনের মারফৎ কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে সুইজার-ল্যাণ্ডের জার্ম্মান রাষ্ট্রদূত ও প্ল্যাটেনের মধ্যে চুক্তি হইল—(১) যুদ্ধ সম্বন্ধে যাহার যে মতই হউক না কেন, সমস্ত প্রবাসী রাশিয়ানকে যাইবার অনুমতি দেওয়া হইবে; (২) যে রেলগাড়ীতে ইহারা যাইবে প্ল্যাটেনের অনুমতি ব্যতীত সেই গাড়ীতে আর কাহাকেও ভ্রমণ করিতে দেওয়া হইবে না। ছাড়পত্র বা লাগেজ পরীক্ষা করা হইবে না; (৩) যাত্রীরা রাশিয়ায় গিয়া নির্দ্দিষ্টসংখ্যক জার্ম্মান বন্দীর মুক্তির জন্য আন্দোলন করিবে।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবামাত্র লেনিন সস্ত্রীক, জিনোভিফ্, রাডেক প্রভৃতি ৩০ জন সঙ্গীসহ যাত্রা করিলেন। বার্লিন হইয়া লেনিন সদলবলে সুইডেনের ষ্টক্হলমে উপস্থিত হইলেন। ফিনল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া ১৬ই এপ্রিল লেনিন পেট্রোগ্রাডে প্রবেশ করিলেন। সহস্র সহস্র শ্রমিক, সৈনিক, নাবিক ষ্টেশনে লেনিনকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করিল। জন-সমুদ্রবেষ্টিত লেনিন অভ্যর্থনার উত্তরে বলিয়া উঠিলেন—"জগদ্ব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক।"

পেট্রোগ্রাডে বলশেভিক সম্মেলনে লেনিন তাঁহার কার্য্যক্রম ঘোষণা করিলেন। ২০শে এপ্রিল উহা 'প্রাভ্দায়' প্রকাশিত হইল। মধ্যশ্রেণীর বিপ্লবকে কৃষক-শ্রমিক বিপ্লবে পরিণত করিয়া এখনই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এই প্রস্তাবে তুমুল তর্কের তুফান উঠিল। সকলের

মুখেই এক প্রশ্ন—বিপ্লব কি এইখানেই শেষ হইবে! পিটার দি গ্রেটের বংশধরগণ তাঁহাদের স্বৈরাচারের ঐতিহাসিক খেলা শেষ করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত। মধ্যশ্রেণীর মেনশেভিক, লিবারেল, সোশ্যাল রেভল্যুশ্যনারী প্রভৃতি দল বলশেভিক প্রাধান্যে ভীত হইয়া কেরেনেস্কী গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন এবং গণ-পরিষদ আহ্বান করিয়া গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট গঠনের প্রতিশ্রুতি দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখে গণতন্ত্রের বুলি, কিন্তু কাজ তাঁহাদের গণতন্ত্র বিরোধী। তাঁহারা সম্রাটের পরিবর্ত্তে আনিলেন সভাপতি এবং সিংহাসন সরাইয়া বসাইলেন আভরণহীন কাষ্ঠাসন। শাসনবিধিতে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘোষণা করা হইল তাহা জনসাধারণের দাসত্বকে কায়েম করিবার এ্যাংলো-আমেরিকান ব্যবস্থার অনুকরণমাত্র।

বলশেভিক পার্টির মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা দিল। লেনিনের অনুসরণ করিয়া ষ্ট্যালিন বলিলেন—"মধ্যশ্রেণী ক্ষমতা অধিকার করিয়া তাহাদের স্বার্থের অনুকূল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবে; আমরা চাহি গণবিপ্লব দ্বারা সমাজতন্ত্রসম্মত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে; মধ্যশ্রেণীর বিপ্লব রক্ষণশীল, অর্দ্ধবিপ্লব কার্য্যতঃ প্রতিবিপ্লব।" বিপ্লব সম্পর্কে লেনিনের নূতন কর্ম্মতালিকার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান দুর্ব্বলচিত্ত কামেনফ্, জিনোভিফ্, রয়কফ, বুখারিন প্রভৃতির সুবিধাবাদসুলভ মনোভাব হইতে পার্টিকে রক্ষা করার জন্য ষ্ট্যালিন সরাসরি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে এপ্রিল, মে ও জুন মাসে বহু শোভাযাত্রা এবং সভা-সমিতি হইল। সৈনিকদিগের মধ্যে যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। ১লা জুলাই-এর স্মরণীয় মিছিল ও জনবিক্ষোভ প্রদর্শন উপলক্ষে পেট্রোগ্রাড পার্টির পক্ষ হইতে ষ্ট্যালিন ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন—

"স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের শত্রুদিগকে বিষণ্ণ করিয়া তোমাদের জয় পতাকা ঊর্দ্ধে আন্দোলিত হউক।

"...তোমাদের আহ্বান—বিপ্লবের সৈনিকদিগের আহ্বান সমগ্র জগতে প্রতিধ্বনিত হইয়া নিপীড়িত ও শৃঙ্খলিত জনগণকে আনন্দিত করুক।

"শ্রমিক! সৈনিক! বাহুতে বাহু বাঁধিয়া সমাজতন্ত্রের পতাকা উড়াইয়া যাত্রা কর।"

মধ্যশ্রেণীর গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে রাজধানীতে ইহাই সর্ব্বপ্রথম সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক বিক্ষোভ। লক্ষ লক্ষ নরনারী রক্তপতাকা হস্তে রাজপথ মুখরিত করিয়া সমুচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"ধনিক শ্রেণীর দশজন মন্ত্রীর নিপাত হউক;" "সমস্ত ক্ষমতা শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের ডেপুটি দ্বারা গঠিত সোভিয়েটের হাতে আসুক।"

কেন্দ্রীয় পার্টি শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদলে পার্টির আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া নূতন সৈন্যদল গঠনের কাজ বলশেভিকদের পক্ষে সহজ ছিল না। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক লইয়া গঠিত সৈন্যদলের মধ্যে খাঁটি রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে অনেক বিক্ষোভ ছিল। বলশেভিক পার্টির নেতারা পার্টির সমরবিভাগের এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগুলির দ্বারা গঠিত সৈন্যদলের মধ্যে ঐক্য স্থাপনকল্পে ষ্ট্যালিনের নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল—

"এই সম্মেলনের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বিভিন্ন জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্থায়িভাবে স্বীকার—কেবল বাক্য দ্বারা নহে কার্য্য দ্বারা অঙ্গীকার করিয়াই রাশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক

বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এবং এই পথেই, বলপূর্ব্বক নহে, স্বতঃপ্রবৃত্ত ঐক্যের পথ প্রশস্ত হইবে এবং একটি অবিভাজ্য রাষ্ট্র গঠিত হইবে।"

জনগণের প্রতিবাদ, সৈন্যদলের অসন্তোষ সত্ত্বেও কেরেনেস্কী গভর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিল। প্রথমদিকে ইহারা বলশেভিকদলের বিরোধিতা করেন নাই, কিন্তু বলশেভিকদলের ক্রম-বর্দ্ধিত শক্তি ও প্রভাব দেখিয়া দমননীতি অবলম্বিত হইল। পেট্রোগ্রাডে শোভাযাত্রার উপর গুলি চলিল। 'প্রাভদা' ও অন্যান্য পত্রিকা নিষিদ্ধ হইল। জেনারেল কর্ণিলফ্‌কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া কেরেনেস্কী সৈন্যদলে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্রে কঠোর দণ্ড এমনকি মৃত্যুদণ্ড দিবার ব্যবস্থা হইল। বিপ্লবী বলশেভিক পার্টির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সৈন্যদিগকে পেট্রোগ্রাড হইতে বদলী করার চেষ্টা চলিল। পার্টি প্রায় বে-আইনী ঘোষিত হইল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পার্টির সদস্য সংখ্যা তিনমাসে দ্বিগুণ হইল।

আগষ্ট মাসে বলশেভিক পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস আহূত হইল। গোপনে অধিবেশন হইল। লেনিন এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না। কেরেনেস্কীর চরেরা তখন তাঁহার সন্ধান করিতেছিল। পার্টির পরামর্শে তিনি তখন ফিনল্যাণ্ডে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। লেনিনের নির্দ্দেশানু-যায়ী ষ্টালিন কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনা করিলেন। এই কংগ্রেসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রচুর, কেননা এই কংগ্রেসেই বলশেভিক পার্টি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হইতে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সমালোচনা প্রসঙ্গে ষ্টালিন বলিলেন—"কেন্দ্রীয় কমিটির গত আড়াই মাসের কার্য্যপ্রণালী আলোচনার পূর্ব্বে

আমি মনে করি, যে মূলনীতি লইয়া আমরা কাজ করিতেছি তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক। আমাদের বিপ্লব বিকাশ ও পরিপুষ্টির পথে এই প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হইয়াছে—(১) অর্থনীতিক্ষেত্রে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, (২) কৃষকদিগকে জমির মালিকানা স্বত্ব দান, (৩) মধ্যশ্রেণীর হস্ত হইতে ক্ষমতা শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েটের হস্তে আনয়ন। আমাদের বিপ্লবের উপর এই প্রশ্নগুলির প্রভাব দূরপ্রসারী। শ্রমিকের বিপ্লব সমাজতান্ত্রিকরূপ পরিগ্রহ করিতেছে।"

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আলোচনায় ষ্ট্যালিন বলিলেন—"জুলাই মাস হইতে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সোভিয়েটের আধিপত্য লোপ করিবার জন্য লেনিনের বিরুদ্ধে গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা এবং বলশেভিকদের বিরুদ্ধে জরুরী আইন প্রয়োগ করা হইয়াছে; পেট্রোগ্রাডের বৈপ্লবিক সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 'রেড গার্ড' দল বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে। অতএব শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে জনসাধারণের হস্তে ক্ষমতা গ্রহণের অধ্যায় শেষ হইয়াছে।"

ষ্ট্যালিন দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—"৩রা জুলাই-এর পূর্ব্বে শান্তিপূর্ণ জয়, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সোভিয়েটের ক্ষমতা গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল। যদি সোভিয়েট কংগ্রেস ক্ষমতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিত তাহা হইলে সৈন্যগণ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহস পাইত না, কেননা তাহা ব্যর্থ হইত। কিন্তু এখন প্রতিবিপ্লবীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তিসঞ্চয় করিয়াছে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সোভিয়েট ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারে এখন একথা বলা মূঢ়তা মাত্র। বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ অধ্যায় শেষ এবং অশান্তিপূর্ণ অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে—সংঘর্ষ অনিবার্য্য ও আসন্ন।"

ট্রট্স্কীপন্থীরা প্রতিবাদের গুঞ্জন তুলিলেন। তাঁহাদের প্রতিনিধি

প্রেয়োব্রাজেনস্কী বলিলেন পশ্চিম ইউরোপে গণবিপ্লব না হইলে একমাত্র রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র স্থাপন করা যাইবে না। বিশ্ববিপ্লব ব্যতীত একটি রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ স্থাপন সম্ভবপর নহে, ট্রট্স্কীর এই মতবাদের দৌর্ব্বল্য ও অযৌক্তিকতা দেখাইয়া ষ্ট্যালিন বলিলেন—"রাশিয়াই সর্ব্বপ্রথম সমাজতন্ত্রবাদের পথ প্রস্তুত করিবে, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কোন দেশে বর্ত্তমানে রাশিয়ার মত স্বাধীনতা নাই, কোন দেশে উৎপাদন-ব্যবস্থা শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয় নাই। অধিকন্তু পশ্চিম ইউরোপ অপেক্ষাও আমাদের বিপ্লবের ভিত্তি প্রশস্ততর। সেখানে প্রোলেটারিয়েট শ্রমিকরা একক বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর সম্মুখীন। এখানে শ্রমিকদের পশ্চাতে দরিদ্র কৃষক শ্রেণী রহিয়াছে * * *। একমাত্র ইউরোপই আমাদের পথ দেখাইতে পারে এই প্রাচীন ধারণা ত্যাগ করিতে হইবে। দুই রকম মার্ক্সবাদ আছে—একটি গোঁড়া পুঁথিঘেষা, আর একটি সৃজনীশক্তিসম্পন্ন। আমি শেষোক্তটির সমর্থক।"

বুখারিন ট্রট্স্কীপন্থীদের সমর্থন করিয়া আপত্তি তুলিলেন—কৃষকরা দেশরক্ষার যুদ্ধের পক্ষপাতী, তাহারা বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর অনুরক্ত, তাহারা কিছুতেই শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব মানিবে না। ষ্ট্যালিন বলিলেন—ধনী কৃষকেরা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জ্জোয়াদের সমর্থক, কিন্তু দরিদ্র কৃষকেরা শ্রমিক শ্রেণীর সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিজয়ী করিবার সংঘর্ষে যোগ দিয়াছে। প্রেয়োব্রাজেনস্কী, বুখারিন ও অন্যান্য সুবিধাবাদীদের সংশোধনী প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। কংগ্রেস বিপুল ভোটাধিক্যে ষ্ট্যালিনের প্রস্তাব গ্রহণ করিল। লেনিনের নির্দ্দেশানুসারে ষ্ট্যালিন পার্টি কংগ্রেসকে মূল লক্ষ্যে সংহত করিলেন—বুর্জ্জোয়া গভর্ণমেণ্টের উৎখাত এবং কৃষক-শ্রমিকের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

আবহাওয়া বিপ্লবের সম্ভাবনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। মস্কৌ ও পেট্রোগাডের শ্রমিক সোভিয়েটগুলি এবং সৈন্যদলের প্রতিনিধিরা অধিক সংখ্যায় বলশেভিক পার্টির আনুগত্য স্বীকার করিতে লাগিল। যুদ্ধের ব্যর্থতায় এবং উৎকোচগ্রাহী ও অপদার্থ শাসকগণের আভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও সরবরাহ ব্যবস্থা রক্ষার অক্ষমতায় জনসাধারণ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। খাদ্যাভাবে দলে দলে কৃষক নরনারী সহরে আসিয়া বলশেভিক বিপ্লবের বাণী শুনিতে লাগিল। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে তাহারা মিছিল করিয়া দাবী করিতে লাগিল—"যুদ্ধ নিপাত যাউক, কৃষক ভূমির মালিক হউক, আমরা অন্ন চাই, খাদ্য জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হউক।"

কেরেনেস্কী সংশয়সঙ্কুল ভীরুতা লইয়া ডিক্টেটরী ভঙ্গীতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলশেভিক বিপ্লবীদের ঠেকাইবার জন্য তিনি তিনটি পথ অবলম্বন করিলেন—(১) আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার কিছু সংস্কার, (২) জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ চালাইবার ঠাট্ বজায় রাখিয়া এ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ সহায়তা লাভের চেষ্টা, (৩) বলশেভিকদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য। বুর্জ্জোয়া সংবাদপত্রগুলিতে প্রচারিত হইতে লাগিল —লেনিন জার্ম্মানীর গুপ্তচর, বার্লিন হইতে স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া তিনি জার্ম্মানীর নিকট রাশিয়াকে বিক্রয় করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। কিন্তু তখন জমিদার, মহাজন, শিল্পপতি এবং কেরেনেস্কীর সমর্থকদের উপর জনসাধারণের কোন আস্থা ছিল না। প্রতিবিপ্লবীদের দমননীতি এবং প্রচারকার্য্য ব্যর্থ করিয়া দলে দলে সৈনিক বলশেভিক দলে যোগ দিতে লাগিল। মস্কৌ-এ ৪ লক্ষ শ্রমিক কেরেনেস্কী গভর্ণমেণ্টের দমন-নীতির প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিল।

একদিকে বলশেভিক পার্টির ক্রমবর্দ্ধিত প্রভাব, অন্যদিকে কেরেনেস্কীর দুর্ব্বলতায় সেনাপতি কর্ণিলভ বিদ্রোহ করিলেন। প্রতিবিপ্লবী সেনাপতিদের বিদ্রোহের ফলে গৃহযুদ্ধে বিপ্লবের সমূহ ক্ষতি হইবে মনে করিয়া বলশেভিক পার্টি ইহার প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইল। "আমাদের দাবী" শীর্ষক ঘোষণাপত্রে ষ্ট্যালিন প্রচার করিলেন—

"বর্ত্তমান কোয়ালিশান গভর্ণমেণ্টের সহিত কর্ণিলভ দলের যে সংগ্রাম তাহা বিপ্লবের সহিত প্রতিবিপ্লবের সংগ্রাম নহে। উহা প্রতিবিপ্লবের দুইটি পৃথক উপায় মাত্র। কর্ণিলভ দল বিপ্লবের শত্রু এবং রীগা শত্রু-হস্তে অর্পণ করিয়া ইহারা পেট্রোগ্রাডে আসিতেছে পুরাতন শাসনব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য।"

ষ্ট্যালিনের আবেদনে বৈপ্লবিক শ্রমিকশক্তি কর্ণিলভকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ২৫শে আগষ্ট কর্ণিলভ অভিযান শুরু করিলেন। পেট্রোগ্রাড ও ভাইবর্গের শ্রমিকেরা নগর রক্ষায় রুখিয়া দাঁড়াইল। বলশেভিক প্রচারকেরা কর্ণিলভের অগ্রগামী সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া বিপ্লবীদের পক্ষে যোগদান করাইল। যুদ্ধই হইল না। কর্ণিলভ-বিদ্রোহ দমন শ্রমিকশক্তির প্রথম বাস্তব সাফল্যের অভিজ্ঞতা। উৎসাহিত হইয়া বলশেভিক পার্টি সৈনিক, শ্রমিক এবং দরিদ্র কৃষকদিগকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিল। লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটিকে নির্দ্দেশ দিলেন—যখন পেট্রোগ্রাড ও মস্কো-র সোভিয়েটগুলিতে আমাদের পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ তখন গভর্ণমেণ্টের শাসনরশ্মি কাড়িয়া লইতে আমরা সক্ষম এবং তাহাই কর্ত্তব্য।

১০ই অক্টোবর লেনিন পেট্রোগ্রাডে ফিরিয়া আসিলেন। ২৩শে অক্টোবর পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির চিরস্মরণীয় সভায় তিনি যোগ দিলেন।

এই সভায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তাব গৃহীত হইল। লেনিন, ষ্ট্যালিন, ট্রট্স্কী সহ দশজন সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেন। জিনোভিফ্ ও কামেনফ্ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। লেনিন ইহা কথনও বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলশেভিক দলের প্রতি তাঁহার চরমপত্রে এই কলঙ্ক লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, উহারা বলশেভিক কথনও ছিল না। আমাদের দলে থাকিলেও উহারা বলশেভিক নহে। ট্রট্স্কীর দৌর্ব্বল্য লেনিন জানিতেন। তথাপি প্রতিভাশালী, ক্ষমতা-লোলুপ, আড়ম্বরপ্রিয়, বাগ্মী ট্রট্স্কীকে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া সৈন্যদলকে বিদ্রোহী করিবার ভার অর্পণ করা হইল। ট্রট্স্কী তাঁহার অনন্যসাধারণ বাগ্মিতায় জনসাধারণের মধ্যে অপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিলেন।

২৯শে অক্টোবর পেট্রোগ্রাডের বিভিন্ন বলশেভিক পার্টির কার্য্যকরী সমিতিগুলির এবং কেন্দ্রীয় সমিতির যুক্ত অধিবেশন হইল। পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট এবং সৈনিকসঙ্ঘের অধিবেশন হইল। এই দুই অধিবেশনেই জিনোভিফ্ ও কামেনফ্ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেন। ষ্ট্যালিন লেনিনকে সমর্থন করিয়া বলিলেন—"জিনোভিফ্-কামেনফের প্রস্তাব কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সুযোগ দিবে; আমরা ক্রমাগত পিছু হটিব এবং সশস্ত্র বিপ্লব ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমাদের সম্মুখে দুটি পথ—এক ইউরোপের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিপ্লবকে বিজয়ী করিয়া তোলা, অন্যটি বিপ্লবে বিশ্বাস না করা এবং সরকার-বিরোধী দলরূপে সময়ক্ষেপ করা। পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট সৈন্যদল অপসারিত করিতে অস্বীকার করিয়া গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। নৌবহর আমাদের পার্টিতে যোগ

দিয়া কেরেনেস্কীর বিরুদ্ধে গিয়াছে।" ২৯শে তারিখেই কেন্দ্রীয় সমিতির এক গোপন ঘরোয়া বৈঠকে ষ্টালিনের নেতৃত্বে বৈপ্লবিক সামরিক সমিতি সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন।

সশস্ত্র বিদ্রোহের আসন্ন মুহূর্ত্তে (৬ই নভেম্বর) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নিকট এক পত্রে লেনিন লিখিলেন—"গণবিপ্লবের উত্থানকে আজ সংযমের সহিত পরিচালনা করা মৃত্যুরই নামান্তর। চরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত।......কোন অবস্থাতেই কেরেনেস্কী ও তাহার দলের হাতে সামান্য ক্ষমতাও রাখা উচিত নহে। আজ সন্ধ্যা এবং রাত্রির মধ্যেই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।"

ঐদিনই দলের পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ষ্ট্যালিন আবেদন করিলেন—"আর বিলম্ব করিলে তাহা বিপ্লবের পক্ষে মারাত্মক হইবে। জমিদার ও পুঁজীপতিদের গভর্ণমেণ্টের স্থলে কৃষক ও শ্রমিকের গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিতে হইবে।......ক্ষমতা শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের ডেপুটিগণ লইয়া গঠিত সোভিয়েটের হাতে আনিতে হইবে। নূতন গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট কর্ত্তৃক গঠিত হইবে, তাহা সোভিয়েটের নিকট দায়ী থাকিবে এবং একমাত্র সোভিয়েটই তাহা অপসারণ করিতে পারিবে।"

অন্যদিকে কেরেনেস্কী বলশেভিক পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির সহায়তায় সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদলের মিলিত অভ্যুত্থানের দুর্জ্জয় শক্তি দেখিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল; সুবিধাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার ও অভিজাতবর্গ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গা-ঢাকা দিল; তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কেরেনেস্কীও পলায়ন করিলেন। ২৫শে অক্টোবর অপরাহ্ণে সামরিক বৈপ্লবিক কাউন্সিল

সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েটের হস্তে অর্পণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ নিখিল রুশীয় সোভিয়েট কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হইল। বিপুল ভোটাধিক্যে লেনিনের নেতৃত্বে নূতন কৃষক-শ্রমিকের রাষ্ট্র গঠিত হইল। গণসচিব-সঙ্ঘের সভাপতি হইলেন লেনিন এবং সচিব-সঙ্ঘ বা "পলিটব্যুরো"র সপ্তরথী হইলেন লেনিন, ষ্ট্যালিন, ট্রট্স্কী, কামেনফ্, জিনোভিফ্ সোকলনিকফ্ ও বিট্রবফ্। ঝেরঝিনিস্কি ও উরিট্স্কি সামরিক সমিতির অতিরিক্ত সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ষ্ট্যালিন সমগ্র রুশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলির সামঞ্জস্য বিধানের দপ্তর গ্রহণ করিলেন।

রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত, সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; বিপ্লববিরোধী দলগুলি অসন্তোষকে নূতন উপায়ে জাগাইয়া তুলিবার জন্য গোপন আন্দোলনে রত; দুর্ভিক্ষ তাহার করাল ছায়া বিস্তার করিতেছে। এমন সময় জার শাসনের বন্ধনমুক্ত জনতা নূতন ক্ষমতার মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া কারাদ্বার খুলিয়া দিল; দলে দলে বন্দী বাহির হইয়া আসিল। দেশময় একটা বিশৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারকেই সকলে স্বাধীনতা মনে করিতে লাগিল। এই অবস্থার মধ্যে বলশেভিক নেতারা দেখিলেন, প্রথমে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমস্যা সমাধান করিতে হইবে। জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তিস্থাপন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তাঁহারা জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে কথা চালাইবার জন্য অধীর হইলেন এবং রাশিয়ার পক্ষ হইতে যুদ্ধবিরতির জন্য চেষ্টিত হইলেন। ষ্ট্যালিন এই ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"লেনিন, ক্রাইলেঙ্কো (ভাবী প্রধান সেনাপতি) এবং আমি যখন পেট্রোগ্রাডের প্রধান সামরিক কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া বিশেষ ব্যবস্থায় তারযোগে

প্রধান সেনাপতি তুখনিনের সহিত কথা বলিবার জন্য উপস্থিত হইলাম সেদিনের দুঃসহ স্মৃতি আমার এখনও মনে আছে।...তুখনিন এবং সমরবিভাগের কর্ম্মচারীরা 'পিপ্‌ল্‌স্ কমিশার্স'দের আদেশ পালন করিতে সরাসরি অস্বীকার করিল। সেনানায়কগণ সম্পূর্ণরূপে সামরিক কেন্দ্রীয় কমিটির করায়ত্ত। সৈন্যগণ কি বলিবে তাহা কেহই জানিত না। বলশেভিকদলভুক্ত সৈন্যদল ব্যতীত অন্যান্য সকলেই সোভিয়েটের ক্ষমতা-লাভের বিরোধী। আমরা জানিতাম যে অসন্তুষ্ট সামরিক শ্রেণী পেট্রোগ্রাডে অভ্যুত্থানের জন্য পরামর্শ করিতেছে এবং কেরেনেস্কী রাজধানী আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে।...আমার মনে আছে টেলিফোনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া লেনিন কিয়ংকালের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার মুখ এক অভূতপূর্ব্ব দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল। বোঝা গেল তিনি একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'চল আমরা বেতার ঘাঁটিতে যাই, উহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমরা বিশেষ আদেশ দিয়া জেনারেল তুখনিন্‌কে তাঁহার কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি দিব এবং তাঁহার স্থানে কমরেড্ ক্রাইলেঙ্কোকে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিব এবং সমরনায়কদের না জানাইয়াই সৈন্যদলের নিকট আবেদন করিব তাহারা যেন তাহাদের সেনানায়কদিগকে গ্রেপ্তার করে এবং সর্ব্ববিধ সামরিক কার্য্য হইতে বিরত হয়, অষ্ট্রো-জার্ম্মান সৈন্যদের প্রতি ভ্রাতার মত ব্যবহার করে এবং শান্তি স্থাপনের দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করে।" লেনিনের নির্দ্দেশ ও আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইল। ট্রট্স্কী সোভিয়েটের প্রতিনিধিরূপে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। এই ব্যাপারে লেনিন সর্ব্বদাই ষ্ট্যালিনের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। একদিন কোন একটা বিশেষ ব্যাপারে ট্রট্স্কি ব্রেষ্ট-

লিটোভস্ক্ হইতে লেনিনের পরামর্শ চাহিলেন। লেনিন উত্তর দিলেন, 'অপেক্ষা কর, আমি ষ্ট্যালিনের মতামত জানিয়া লই।'

যাহা হউক, যুদ্ধবিরতি ও সন্ধির সংবাদ দাবানলের মত সমস্ত রাশিয়ায় ছড়াইয়া পড়িল। লক্ষ লক্ষ রক্তপতাকা তুলিতে লাগিল। ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল লইয়া ট্রট্স্কি নূতন লাল পল্টন গড়িতে লাগিলেন। ট্রট্স্কি পুরোভাগে থাকিলেও তাঁহার উপর লেনিনের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না। প্রকৃত প্রস্তাবে ষ্ট্যালিনই ঝেরঝিনিস্কির সহিত মিলিত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত ভীতিবিহ্বল ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলকে পুনরায় নূতন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন এই বিপ্লবে ষ্ট্যালিন কখনও দৃশ্যমান নেতৃত্বের ভূমিকায় অভিনয় করেন নাই। নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাবৃত্ত বলশেভিক নেতারা ষ্ট্যালিনকে খুব বেশী গণনার মধ্যে আনিতেন না, কেননা বিতর্কমূলক সকল প্রশ্নেই ষ্ট্যালিন লেনিনের মতে সায় দিতেন। তাঁহার বাগ্‌বিস্তারের লোভ ছিল না, ক্ষমতার পদে অধিষ্ঠিত হইবার লোভ ছিল না। দৃঢ়কায় ষ্ট্যালন একটা পুরাতন খাকির জামা পরিয়া (তাহারও দুই একটা বোতাম থাকিত না) চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। ট্রট্স্কির মত তাঁহার নিজস্ব মোটরকার ছিল না এবং ভূতপূর্ব্ব ধনীদের বিলাসভবনেও তিনি বাস করিতেন না। দলের সাধারণ সদস্যদের সহিত একত্র হইয়া তিনি সাধারণভাবে বাস করিতেন। বাহিরের চাকচিক্য না থাকিলেও ষ্ট্যালিনের ছিল অদম্য কর্ম্মশক্তি, অদ্ভুত ক্ষিপ্রকারিতা এবং সঙ্ঘগঠনে অপরিসীম দক্ষতা।

নভেম্বর-বিপ্লবে লেনিনের দক্ষিণহস্তরূপে ষ্ট্যালিন যে ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন দীর্ঘকাল পরে ১৯২৬-এ টিফ্‌লিসে রেলওয়ে শ্রমিকদের

এক সভায় বক্তৃতামুখে তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন —"১৯১৭-র কথা মনে পড়ে। যখন আমি কারাগৃহ এবং বিভিন্ন স্থানে নির্ব্বাসনের মধ্যে কাল কাটাইতেছিলাম তখন পার্টির নির্দ্দেশে আমি লেনিনগ্রাডে উপস্থিত হইলাম। এইখানে রাশিয়ার শ্রমিক-সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, সর্ব্বদেশের সর্ব্বহারাদের মহান আচার্য্য লেনিনের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, বুর্জোয়া ও জনসাধারণের সংঘর্ষের তুমুল ঝটিকার মধ্যে—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মধ্যে—আমি প্রথম শিক্ষা লাভ করিলাম. শ্রমিকশ্রেণীর মহান পার্টির অন্যতম নেতা হওয়ার অর্থ কি? নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তিবিধায়ক এবং গণমুক্তিসংগ্রামের অগ্রদূত রাশিয়ার শ্রমিক-সমাজের নিকট আমি তৃতীয় বার বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছি—সেইখানে লেনিনের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমি বিপ্লবের নিয়ন্তার পদ লাভ করিয়াছি।"

চার

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইল। বিনা রক্তপাতে বিপ্লব সম্ভবপর হইলেও নূতন রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জন্য রক্তপাতের প্রয়োজন হইল। রাশিয়ার কয়েকজন সেনাপতি পুরাতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য বিদ্রোহী সৈন্যদল লইয়া সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করেন। তাঁহাদের পশ্চাতে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সাহায্য ছিল। রাশিয়া সকল দিক দিয়াই আক্রান্ত হইল।

"বারংবার, বিশেষভাবে ১৯১৯-এর অক্টোবর মাসে দেখা গেল নূতন গণতন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু কি হোয়াইট রাশিয়ান সৈন্যদল, কি পোলাণ্ডের যুদ্ধে যোগদান, কি কৃষক বিদ্রোহ, কি দুর্ভিক্ষ কিছুতেই লেনিনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ জাতির দুর্দ্দমনীয় শক্তিকে পরাহত করিতে পারিল না। চৌদ্দটী জাতির সম্মিলিত আক্রমণ সোভিয়েট রাশিয়া প্রতিহত করিল।" একথা লিখিয়াছেন প্রতিক্রিয়াশীল সাংবাদিক এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভক্ত মঃ ম্যালেট।

এই দুর্দ্দিনে ষ্ট্যালিন কি ভাবে বারংবার বিপদজাল ছিন্ন করিয়াছেন আমরা সে ইতিহাস কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিব। কালিনিন লিখিয়াছেন, "১৯১৮-২০ সালে কেন্দ্রীয় কমিটি একমাত্র ষ্ট্যালিনকেই বিভিন্ন রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। যেখানেই বিপ্লব সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে সেইখানেই ষ্ট্যালিন গিয়াছেন। গৃহযুদ্ধের সময় ষ্ট্যালিনের সামরিক তৎপরতা মহাকাব্যের মতই বিচিত্র। উহার বিশেষত্ব কেবল জয়লাভ করায় নহে। তিনি অতি উচ্চস্তরের রণকৌশল ও নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।

সৈন্যদল গঠন ও পরিচালনে তাঁহার লক্ষ্য থাকিত, শত্রুর বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক কৌশল অবলম্বন করা।" যেখানে লালপল্টন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে প্রতি-বিপ্লবীদল কিছু সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে সেইখানেই ষ্ট্যালিন উপস্থিত হইয়া তাহা প্রতিষেধ করিয়াছেন। এই কালে তাঁহার রাত্রিতে নিদ্রা ছিলনা, দিনে বিশ্রাম ছিল না; অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিয়া তিনি ক্ষুধিত, রসদ ও সরঞ্জামহীন লালপল্টনকে উৎসাহে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। অতিরিক্ত উৎসাহী ট্রট্স্কী যেখানেই গোলমাল বাধাইয়া তুলিতেন সেইখানেই ষ্ট্যালিনকে যাইতে হইত। ষ্ট্যালিন একদা বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সৈন্য বিভাগের অজিয়ান্ আস্তাবল সাফ্ করিবার আমি একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইতাম।"

এই দুই বৎসরে ষ্ট্যালিন, ভরোশিলভ ও মিনিনকে সঙ্গে লইয়া জারিথসিন্ রক্ষা করিলেন এবং ঝেরঝিনিস্কির সহিত পেট্রোগাড সীমান্তে গিয়া প্রেমে বিদ্রোহী সেনাপতি জুডিনিচের অগ্রগতি রোধ করিলেন। পশ্চিম সীমান্তে পোলাণ্ডেও তাঁহার কার্য্যকারিতা দেখা গেল। দক্ষিণ রাশিয়ায় জেনারেল ডেনিকিনের বিরুদ্ধে এবং জেনারেল র‍্যাঙ্গেলের বিরুদ্ধেও তাঁহাকে আমরা সৈন্য পরিচালনা করিতে দেখিতে পাই।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার ভয়াবহ অবস্থা কল্পনাতেও আনা যায় না। বহু যুদ্ধক্ষেত্র ধ্বংস ও মৃতদেহে সমাকীর্ণ এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে মেনশেভিক প্রতিবিপ্লবী দলের ষড়যন্ত্র। মস্কৌ সহরে রিভলিউশনারী সমাজতন্ত্রীদল মাথা তুলিবার উপক্রম করিতেছে। উরাল পর্ব্বতমালায় সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত চেক্ সৈন্যগণ বিপ্লবের বিরোধিতা করিবার জন্য সুসজ্জিত হইতেছে। দক্ষিণে বাকুর তৈল খনি অধিকার করিবার জন্য ইংরাজেরা অগ্রসর। যখন চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন ষ্ট্যালিন

জারিথসিনে উপনীত হইলেন। লেনিনের সহিত তাঁহার অবিশ্রান্ত তার-বিনিময় হইতে লাগিল। ষ্ট্যালিন কেবল সৈন্যদলের পরিদর্শক নহেন। দক্ষিণ রাশিয়া হইতে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবার ভারও তাঁহার উপর। জারিথসিনে অবস্থা সঙ্গীন। ডন অঞ্চলের কসাকেরা বিদ্রোহ কারিয়াছে। জারিথসিন হারাইলে উত্তর ককেশিয়ার উর্ব্বরা ভূমির সমস্ত গম শত্রুপক্ষের হাতে পড়িবে। ষ্ট্যালিন আসিয়াই লেনিনকে তার যোগে জানাইলেন, "আমি আসিয়া প্রত্যেককে ভৎর্সনা ও তাড়না করিয়াছি। কমরেড লেনিন! আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে আমি কাহাকেও ক্ষমা করিব না, এমন কি নিজেকেও না। যাহাই ঘটুক, আমরা আপনাকে গম পাঠাইব, যদি আমাদের সামরিক বিশেষজ্ঞগণ (নীরেট মূর্খ) অলসভাবে নিদ্রিত না থাকিত তাহা হইলে শত্রুরা আমাদের ব্যূহ ভেদ করিতে পারিত না এবং এই ব্যূহ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ঐ সকল বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধেই কাজ করিতে হইবে।"

ষ্ট্যালিন দেখিলেন সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা। কসাকেরা জার্ম্মাণবাহিনীর সহিত একত্র হইয়া ইউক্রেনে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্রোহী সেনারা একের পর আর জারিথসিনের জেলাগুলি দখল করিতেছে। ক্ষেত্র হইতে শস্য সংগ্রহ বন্ধ। প্রথমেই ষ্ট্যালিন দুর্ব্বল এবং দ্বিধাগ্রস্ত সৈন্যদলের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিলেন। ১১ই জুলাই তিনি লেনিনকে তার করিলেন, "উত্তর ককেসিয়ার প্রধান সামরিক ঘাঁটির কর্ত্তারা প্রতি-বিপ্লব দমন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ বলিয়া সমস্যা জটিল হইয়াছে।......ইহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা যুদ্ধ পরিচালনার পরিবর্ত্তে দূরে থাকিয়া দর্শকের আসন গ্রহণ করিয়াছে, যেন যুদ্ধের প্রতি ইহাদের কোন কর্ত্তব্যই নাই।" দোষ ত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিরস্ত থাকিবার মত লোক ষ্ট্যালিন

নহেন। তিলি জানাইলেন, "আমার পক্ষে উদাসীন ভাবে থাকা সম্ভবপর নহে। কালিনিনের বাহিনী উত্তর ককেসিয়ায় রসদ পাইতেছে না। সমস্ত উত্তর রাশিয়ার সহিত গমক্ষেত্রগুলির সংযোগ ছিন্ন হইয়াছে। এইগুলি এবং স্থানীয় অন্যান্য দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি আমি সংশোধন করিব। আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছি এবং করিব। প্রয়োজন হইলে আমাকে সমরনায়কদিগকে সরাইতে হইবে অথবা তাহাদের আমার নির্দ্দেশ মানিতে হইবে। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ প্রয়োজন হইলে আমি বাতিল করিব। এক কথায় উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আমি পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি।"

মস্কো হইতে উত্তর আসিল, তাঁহাকে সমস্ত লালপল্টনকে পুনর্গঠন করিতে হইবে। "শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর, ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলকে কেন্দ্রীভূত করিয়া উপযুক্ত সেনানায়ক নিয়োগ কর, সর্ব্ববিধ অবাধ্যতা দমন কর।" বৈপ্লবিক সমর-সমিতি ঐ সঙ্গে ইহাও জানাইলেন যে "এই তার" লেনিনের পূর্ণ সম্মতিক্রমেই প্রেরিত হইল।

এই সরাসরি আদেশ আসিবার পর অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিল। ইউক্রেনে হতাবশিষ্ট লালপল্টন ডন অঞ্চল হইতে জার্ম্মাণ বাহিনীর দ্বারা প্রতাড়িত হইয়া ছত্রভঙ্গভাবে জারিথসিনে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই অবস্থার মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এক অসাধ্য সাধন। কিন্তু দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা-শক্তি-সম্পন্ন ষ্ট্যালিনের ব্রতই অসাধ্য সাধন। যেন যাদুমন্ত্র-বলে তিনি বৈপ্লবিক যুদ্ধ-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলে পুনরায় শৃঙ্খলা আনয়ন করিলেন। সৈন্যেরা যথাযথ ভাবে শ্রেণীসংবদ্ধ হইল। বিপ্লবের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন লোকদের সরাইয়া দেওয়া হইল। সোভিয়েট এবং সাম্যবাদী দলের সহায়তায় রসদ-

সরবরাহের ব্যবস্থা হইল। গোঁড়া বলশেভিকেরা আসিয়া ষ্ট্যালিনের পতাকা-তলে দাঁড়াইলেন। বিপ্লব-বিরোধী ডন কসাকদের মধ্য হইতে পুনরায় বলশেভিক অনুগামী লাল পল্টন বাহির হইয়া আসিল।

এইখানেই শেষ নহে। বিপ্লব ও যুদ্ধের ফলে জারিথসিনে সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক দলের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। রুশ বিপ্লবে পলায়িত রাজতন্ত্রী মধ্যশ্রেণীর লোকেরা জারিথসিনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহারা একরূপ প্রকাশ্যেই বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল। ষ্ট্যালিন স্থানীয় বৈপ্লবিক যুদ্ধ-সমিতি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগ সৃষ্টি করিলেন। প্রতিদিন বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতে লাগিল এবং বিপ্লবের নির্ম্মম হস্ত তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না। বিদেশীদের উৎকোচ গ্রহণ করিয়া যে সকল কসাক-নেতা জারিথসিনের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেছিল তাহাদের চমক ভাঙ্গিল। রিভলিউশনারী স্যোশালিষ্ট দলকে ষ্ট্যালিন নির্ম্মূল করিতে লাগিলেন। লেনিন সংবাদ শুনিয়া ভীত হইলেন। এই বিপদকালে দমননীতি কুফল প্রসব করিতে পারে, লেনিনের এই উৎকন্ঠিত তারের ষ্ট্যালিন উত্তর দিলেন, "আপনি ভাব-প্রবণদের কথায় বিচলিত হইবেন না, আমরা দৃঢ় আছি। শত্রুর সহিত আমরা শত্রুর মতই ব্যবহার করিব।"

যখন বৈদেশিক আক্রমণ চলিতেছে সেই সময় যাহারা গৃহের মধ্যে সশস্ত্র বিরুদ্ধতা অবলম্বন করিতেছে এবং যাহাদের গুপ্তহত্যাই একমাত্র কৌশল, তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করিবার সুফল অচিরেই দেখা দিল। সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারা দেখিলেন যে তাঁহারা শক্ত লোকের পাল্লায় পড়িয়াছেন। এই ব্যক্তি সাম্যবাদের আদর্শের

ভিত্তিতে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান, এ ক্ষমা করিবে না, শত্রু মাত্রকেই নির্ম্মম ভাবে দমন করিবে।

ষ্ট্যালিন যে দায়ীত্ব গ্রহণ করিলেন স্বাভাবিকভাবেই তাহা পালন করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাও চাহিলেন। জারিথসিনের সামরিক কমিটির ডিরেক্টর (পরে ক্রাসনফের সৈন্যদলে যোগদানকারী বিশ্বাসঘাতক) নসোভিক (১৯১৯ ৩রা এপ্রিল) প্রতি-বিপ্লবীদের গৌরব ঘোষণা ও বলশেভিকদের নিন্দা করিয়াও সংবাদপত্রের এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"বহু অধ্যবসায়ে গঠিত সামরিক নেতৃত্বের রদবদল দেখিয়া ট্রট্স্কী শঙ্কিত হইলেন। তিনি তার যোগে জানাইলেন, সামরিক নেতৃত্ব এবং কমিশারদিগকে স্ব স্ব পদে পুনরায় নিযুক্ত করা হউক এবং অর্দ্ধবৃত্তাকারে ...জ করিবার সুযোগ দেওয়া হউক। ষ্ট্যালিন টেলীগ্রাফখানি... লাগিল। ...যা তাহার উপর লিখিয়া দিলেন, 'ইহা গ্রাহ্য করিবার প্রয়োজন ন.২। ষ্ট্যালিনের আদেশই প্রতিপালিত হইল। গোলন্দাজ বাহিনীর নায়কগণ এবং সামরিক কর্ম্মচারীরা জারিথসিন বন্দরে একখানা ষ্টীমারে আটক রহিলেন।" দূর হইতে আদেশ প্রদানকারী ট্রট্স্কীর নির্দ্দেশ পালিত হইলে বিশ্বাসঘাতকেরা অবস্থা অধিকতর সঙ্গীন করিয়া তুলিত। ষ্ট্যালিন কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন; তাঁহার আদেশমত কার্য্য হইতেছে কিনা, বলশেভিক শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে কিনা, ইহা দেখিবার জন্য স্বয়ং চারিশত মাইল ব্যাপী সংগ্রামক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ষ্ট্যালিন জীবনে কখনও সৈন্যদলে কাজ করেন নাই। তাঁহার সামরিক পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা না থাকিলেও, তিনি সঙ্ঘগঠন ও পরিচালনায় এবং রণনীতির জটিল সমস্যাগুলির দ্রুত মীমাংসায় অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ট্রট্স্কী নিযুক্ত জার-সৈন্যদলের ভূতপূর্ব্ব সেনাপতিদিগের পরিবর্ত্তে তিনি নিজের

পছন্দমত সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। অধুনা বিখ্যাত ভরোশিলভ, বুডেনী ও টিমোশিঙ্কোর নেতৃত্বে এক নূতন লালপল্টন, জেনারেল ক্রাসনফের প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে জারিথসিন রক্ষা করিতে লাগিল। উত্তর ককেসাস হইতে মস্কৌএর শিল্প-অঞ্চলে খাদ্য প্রেরণ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। ষ্ট্যালিন মুখ্যতঃ খাদ্যশস্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন; ঘটনাচক্রে তিনি হইয়া পড়িলেন সামরিক নেতা। জারিথসিনের রক্ষাব্যূহ সুদৃঢ় করিয়া ষ্ট্যালিন উহা রক্ষা করিলেন। এই বিপুল সাফল্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ঐ বন্দরের নাম রাখিলেন ষ্ট্যালিনগ্রাড। নূতন লালপল্টন জেনারেল ক্রা[illegible]নক ষড়যন্ত্র [illegible]জিত করিয়া ইউক্রেন হইতে জার্ম্মানবাহিনীকে বহিষ্কৃত ক[illegible]মূলে [illegible]৯১৮-র শরৎকালে দক্ষিণ রণাঙ্গণের বিপদ কাটিয়া গেল; সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট খাদ্যশস্য সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন।

কেগানোভিচ বলিয়াছেন, "১৯১৮ সালের প্রারম্ভে ক্রাসনফ চালিত কসাক সৈন্য জারিথসিন আক্রমণ করিয়াছে, ভল্গা নদীর তীরে তাহারা লাল পল্টনকে ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে, এই ঘটনা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল রহিয়াছে। ডোনেথস্ শ্রমজীবীদের দ্বারা গঠিত কমিউনিষ্ট সৈন্যদলের নেতৃত্বে চালিত লালপল্টন উত্তমরূপে সুসজ্জিত কসাক সৈন্যদলের সহিত পূর্ণ বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের হটাইয়া দিয়াছিল। সেই ভয়াবহ দিনগুলির স্মৃতি আজ অনেকে সহজে বিশ্বাস করিবেন না। এই সঙ্কটের মধ্যে ষ্ট্যালিন ধীর, আপন চিন্তায় আপনি নিমগ্ন,—নিদ্রাহীন ও নিরলস। তিনি একবার গুলিবর্ষণের সম্মুখীন হইতেছেন আর একবার সামরিক ঘাঁটিতে আসিয়া পরামর্শ করিতেছেন। আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্থির থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিল। ক্রাসনফের সৈন্যদল আমাদের শ্রান্ত-

ক্লান্ত সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া প্রভূত ক্ষতি করিতে লাগিল। অর্দ্ধ বৃত্তাকারে অগ্রসর শত্রু সৈন্য ভল্গা নদীর মুখে দুইদিক হইতে চাপিয়া আসিতে লাগিল, আমাদের পলায়নের পথ রহিল না। কিন্তু ষ্ট্যালিন পলায়নের কথা চিন্তা করিতেছিলেন না। জয়, একমাত্র জয়ের লক্ষ্য লইয়া তিনি সৈন্যদলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিজয়লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ মিলিল। ছত্রভঙ্গ শত্রুসৈন্য ডন নদীর অপর পারে পলায়ন করিল।”

১৯১৮-র শেষভাগে পূর্ব্বরণাঙ্গনে অনুরূপ বিপদ ঘনাইয়া আসিল। জেনারেল কোল্চাকের সৈন্যদল শ্বেত রাশিয়া আক্রমণ করিয়া প্রেম অধিকার করিল। তৃতীয় লাল পল্টন পিছু হটিল—অর্দ্ধবৃত্তাকারে অগ্রসর শত্রুসৈন্য তাহাদের উপর অবিরত চাপ দিতে লাগিল। নভেম্বর মাসের শেষভাগে তৃতীয় পল্টনের নৈতিক বল একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই রণাঙ্গনে ছয় মাস যুদ্ধের ইতিহাস অতি শোচনীয়। রসদের অপ্রাচুর্য্য, রিজার্ভ বাহিনীর অভাব, নৈতিক মেরুদণ্ডহীন অলস সামরিক নেতৃত্ব, তাহার উপর খাদ্যাভাব ও প্রচণ্ড শীতে লাল পল্টনের শত্রুকে বাধা দিবার ক্ষমতা প্রায় অন্তর্হিত হইল। তাহার উপর ট্রট্স্কী নিযুক্ত সেনাপতিরা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে লাগিল, সৈন্যদল বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। ফলে ছত্রভঙ্গবৎ লালপল্টন বিশদিনে প্রায় দুইশত মাইল হটিয়া আসিল। ১৮ হাজার সৈন্য হতাহত হইল। অনেক কামান ও মেসিন গান শত্রুর হাতে পড়িল। শত্রুসৈন্য ভাইটকার দ্বারদেশে আসিয়া পড়িল।

লেনিন বৈপ্লবিক সমর পরিষদের নিকট তার করিলেন, “প্রেমের নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে আমরা পার্টির পক্ষ হইতে অনেক রিপোর্ট

পাইয়াছি। সৈন্যদলে প্রবল পানাসক্তি ও নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। আমি ষ্ট্যালিনকে তথায় পাঠাইবার কথা চিন্তা করিতেছি।” তিনি আর এক তারে ট্রট্স্কীকে জানাইলেন, “ষ্ট্যালিনকে না পাঠাইয়া উপায় নাই।” রণাঙ্গণের অবস্থা দেখিয়া ট্রট্স্কী অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি সম্মতি দিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি ষ্ট্যালিন ও ঝেরঝিনিস্কিকে নির্দ্দেশ দিলেন, “প্রেমের পতনের কারণ এবং উরাল রণক্ষেত্রে আধুনিক পরাজয়ের কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং সামরিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হইবে।” কিন্তু ট্রট্স্কী জানিলেন, যে সৈন্যদলের মধ্যে মদ্যপানের আধিক্য হেতু যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, ষ্ট্যালিন তাহার প্রতিকারের জন্য পানশালাগুলি বন্ধ করিতে যাইতেছেন।

১৯১৯-র ৫ই জানুয়ারী লেনিন নিম্নলিখিত তার পাইলেন, “তদন্ত আরম্ভ করিয়াছি এবং ইহার বিবরণ আপনাকে জানাইব। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে তৃতীয় সৈন্যদলের ৩০ হাজারের মধ্যে মাত্র ১১ হাজার অবসন্ন সৈন্য রহিয়াছে। ইহারা শত্রুর সম্মুখীন হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ট্রট্স্কী যে নূতন সৈন্যদল পাঠাইয়াছেন, তাহাদিগকে বিশ্বস্ত বলিয়া মনে হইতেছে না, প্রেরিত রংরুটের মধ্যে কতকগুলি লোক সম্পূর্ণ অনুগত নহে। ভাইট্কা বিপন্ন, উহা রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বে তিনদল বিশ্বস্ত সৈন্য প্রেরণ করা আবশ্যক। আপনি সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের উপর উপযুক্ত চাপ দিন অন্যথায় ভাইট্কায় প্রেমের পুনরভিনয় হইবে। ইহাই স্থানীয় সহকর্ম্মীদের অভিমত।”

ভাইট্কা
৫ই জানুয়ারী,
১৯১৯।

স্বাঃ ষ্ট্যালিন, ঝেরঝিনিস্কি।

তারের উত্তরে বার শত বাছা বাছা লোক এবং দুইদল অশ্বারোহী সৈন্য ভাইট্‌কায় প্রেরিত হইল এবং জানুয়ারী মাসের মধ্যে আব এক সাম্যবাদী দল প্রেরিত হইল। সংখ্যায় সামান্য হইলেও ইহাদের লইয়া ষ্ট্যালিন নগর রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন এবং উভয় সৈন্যদলকে সুগঠিত করিয়া প্রচণ্ডভাবে শত্রুকে আক্রমণ করিলেন। শত্রু সৈন্য বিধ্বস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ণ করিল।

আর এক নূতন বিপদ দেখা দিল। জুডেনিচ্‌ চালিত বাহিনী জেনারেল কোলচাকের আদেশে পেট্রোগ্রাড অধিকার করিতে অগ্রসর হইল। এস্তোনিয়ান ও ফিন সৈন্যদল সহ ব্রিটিশ নৌবহরের সমর্থনে জুডেনিচ অকস্মাৎ পেট্রোগ্রাড আক্রমণ করিলেন। রাশিয়ার উত্তর পশ্চিম সীমান্তের দুর্গগুলির সৈন্যরা প্রকাশ্যে সোভিয়েট শত্রুদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। লাল পল্টন হটিয়া আসিতে লাগিল। কেন্দ্রীয় কমিটি ষ্ট্যালিনকে আহ্বান করিলেন। ষ্ট্যালিন পেট্রোগ্রাডে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে সাম্যবাদী বিপ্লবীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিলেন এবং কেহ পলাইয়া শত্রুপক্ষে যোগ দিতে না পারে তাহার জন্য পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন। তারপর পাঁচবৎসরের রণশ্রান্ত, জীর্ণশীর্ণ দেহ. মলিন ছিন্ন বসন পরিহিত অথচ সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণীত সৈন্যদল লইয়া ষ্ট্যালিন শত্রুবাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। নিজে সমর-নীতিক না হইয়াও এবার তিনি সেনাপতিরূপে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। আর একটা ঐতিহাসিক অঘটন ঘটিল। তিনি লেনিনকে তার করিলেন, "ক্রাসানিয়া গোর্কা, সেরায়ালোসাদ্‌ অধিকৃত হইয়াছে। সমস্ত দুর্গ এবং সামরিক ঘাঁটিতে দ্রুত শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে। নৌ-বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন যে ক্রাসানিয়া গোর্কা দখল করিয়া আমরা

নৌ-বিজ্ঞানের সমস্ত ধারণা বদলাইয়া দিয়াছি। বিজ্ঞান বলিতে ইহারা কি বুঝে তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। গোর্কা দ্রুত দখল করিয়া আমি জলে-স্থলে যুদ্ধ পরিচালনার পূর্ব্ব আদেশ বাতিল করিয়া দিয়াছি এবং আমাদের নূতন আদেশ মত কার্য্য করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছি। আমি ইহা আপনাকে জানান আবশ্যক মনে করি, কেননা আমার রণবিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আমি ভবিষ্যতে এইভাবে কাজ করিব।" যুদ্ধ ক্ষেত্রের দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল।. যে সকল সৈন্যদল শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছিল তাহারা দলে দলে সাম্যবাদী দলে যোগ দিতে লাগিল। প্রতি-আক্রমণে অস্থির হইয়া শত্রু সৈন্য হঠিতে লাগিল। তাহারা গ্রেট-ব্রিটেনের সাহায্যের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু সে সাহায্য আসিল না। ষ্ট্যালিন জয়যুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

১৯১৯ সাল সোভিয়েট রাশিয়ার চরম সঙ্কটের দিন। ব্রিটিশ ও ফরাসী সমর-নায়কগণের সাহায্য ও সমর্থন পাইয়া জেনারেল ডেনিকিন সমগ্র দক্ষিণ রাশিয়া আক্রমণ করিতে লাগিলেন। গৃহযুদ্ধে রাশিয়া তখন অত্যন্ত বিপন্ন। তিন চতুর্থাংশ কলকারখানা ধ্বংস হইয়াছে। কাঁচামালের অভাব এবং আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলাও কম নহে। এই অবস্থার মধ্যে কোলচাক সাইবেরিয়া অবরোধ করিয়াছেন। ডেনিকিন দক্ষিণ দিক হইতে অগ্রসর হইতেছেন। ব্রিটিশ রণতরী বহর ফিনিশ উপসাগরে দাঁড়াইয়া। পরাজয়, বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্বিপ্লবে ছিন্নভিন্ন রাশিয়ার নবোদিত স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইবার উপক্রম। ট্রট্স্কী ভীতি-বিহ্বলের মত জ্বালাময়ী বক্তৃতায় জনগণকে ভুলাইয়া রাখিবার মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করিতে লাগিলেন। লেনিন বাগ্মীতার উপর বিশেষ ভরসা রাখিতে পারিলেন না। কেননা, ডেনিকিনের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে

কসাক দস্যুরা লুটতরাজ সুরু করিল। টুলা হইতে মস্কো পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল যখন বিপন্ন তখন ট্রট্স্কী শত্রু-সৈন্যের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিবার জন্য দক্ষিণ ভল্গা হইতে জারিৎসিন পর্য্যন্ত সৈন্য সমাবেশের নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু কি ডেনিকিন, কি দুর্দ্ধর্ষ জেনারেল র‍্যাঙ্গেল, জুডেনিচের মত অস্থিরচিত্ত ভীরু ছিলেন না। তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য ট্রট্স্কীর ব্যবস্থা ষ্ট্যালিনের মনঃপূত হইল না।

কেন্দ্রীয় কমিটি ষ্ট্যালিনকে আহ্বান করিলেন। বারংবার সাফল্যে আত্মপ্রত্যয়ে বিশ্বাসী ষ্ট্যালিন এবার আর রাখিয়া ঢাকিয়া কথা বলিলেন না। ঘটনা স্থলে যাইবার পূর্ব্বে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিকে তিনটী সর্ত্ত দিলেন। প্রথম—দক্ষিণ রণক্ষেত্রে ট্রট্স্কী হস্তক্ষেপ করিবেন না, দ্বিতীয়—ট্রট্স্কীর নির্ব্বাচিত সেনা-নায়কদের প্রয়োজন হইলে সরাইয়া দিয়া তিনি নিজের মনোমত লোক নিযুক্ত করিবেন। তৃতীয়—ষ্ট্যালিন যে সকল নেতা ও কর্ম্মীকে প্রয়োজন বোধ করিবেন তাঁহাদিগকে অবিলম্বে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় কমিটি ইহাতে পূর্ণ সম্মতি দিলেন। এই প্রথম ষ্ট্যালিন ট্রট্স্কীকে প্রকাশ্যভাবে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিলেন। ট্রট্স্কীর রণ-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বদলাইয়া ষ্ট্যালিন সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে লইলেন। ১৯১৯-র অক্টোবর মাসে ডেনিকিন ওরেলে উপস্থিত, মস্কো বিপন্ন। ষ্ট্যালিন বুডেনী ও টিমোশিঙ্কোকে লইয়া রণক্ষেত্রে দেখা দিলেন। বুডেনী চালিত লাল অশ্বারোহী সৈন্যদলের আক্রমণে ডেনিকিন ওরেল ছাড়িয়া ক্যাষ্টোরনায়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। পার্শ্ব-দেশ হইতে টিমোশিঙ্কোর বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ডেনিকিনের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইল। খারকোভ, রষ্টভ হইতে উৎখাত হইয়া ডেনিকিনের সৈন্যদল কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত হটিয়া গেল। ইউক্রেন ও উত্তর ককেশিয়া

শত্রুকবল মুক্ত হইল। এই সময় ষ্ট্যালিন লেনিনের নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শীতা এবং সামরিক অভিজ্ঞতার বহু নিদর্শন রহিয়াছে। এই যুদ্ধের মধ্যেই ষ্ট্যালিন, ডন-কসাকদের লইয়া অশ্বারোহী সৈন্যদল গঠন করেন এবং রক্ষণশীল রণনীতির পরিবর্ত্তন করিয়া শত্রুর উপর অকস্মাৎ ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝটিকাবাহিনী গঠন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে যান্ত্রিক বাহিনী এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, ষ্ট্যালিনই তাহার আদি স্রষ্টা। ইংরাজ সেনাপতি মেজর হুভার লালপল্টনের ইতিহাস লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, "এই সৈন্যদল (ষ্ট্যালিন গঠিত) ইতিহাসের প্রথম যান্ত্রিক বাহিনী বলিয়া দাবী করিতে পারে। তখন অশ্বারোহী সৈন্যদলের পরিপূরক হিসাবে ইহার গঠন ও পরিচালনে সর্ব্ববিধ মোটরযান ব্যবহৃত হইয়াছিল।"

অন্যদিকে আত্মাভিমানী ও লুব্ধভাগ্যান্বেষী জেনারেল র‍্যাঙ্গেল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নিকট প্রচুর অর্থ, সৈন্য ও রসদ পাইয়া ক্রিমিয়া হইতে পোলাণ্ডে গেলেন এবং ভোনেক্স ঘাঁটি হইতে সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চল আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। লেনিন ষ্ট্যালিনকে জানাইলেন, "কেন্দ্রীয় সমিতি বিভিন্ন যুদ্ধ-স্থলকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন; অতএব তুমি কেবলমাত্র র‍্যাঙ্গেলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হও।" রুগ্ন দেহ লইয়াও ষ্ট্যালিন বিপ্লবী সামরিক সমিতির সদস্যরূপে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উৎসাহে পরিচালিত লাল পল্টন কিয়েভ এবং ইউক্রেন হইতে পোল সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া দিল। ষ্ট্যালিন গঠিত প্রথম অশ্বারোহী সৈন্যদল আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত শত্রুকে দলিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু ওয়ারশর নিকটে লাল পল্টনকে

পরাজিত করিয়া পোল সৈন্যরা অশ্বারোহী সৈন্যদলের গতিরোধ করিল।

ট্রট্স্কী ওয়ারশতে লালপল্টনের সাহায্যার্থে বুডেনীকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন। কিন্তু তিনি পশ্চাদ্ভাগ রক্ষার এবং সরবরাহের কোন ব্যবস্থা না করায় অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। ফরাসী জেনারেল ওয়েগাঁর নেতৃত্বে চালিত পোল সৈন্য এই দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিল। ভরোশিলভ ও বুডেনী বহুকষ্টে লাল পল্টনকে শত্রুর বেষ্টনী হইতে রক্ষা করিলেন। পোলদের পশ্চাতে বৃটেন ও ফ্রান্সের সমর্থন ও সাহায্য ছিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধে ১০ কোটী পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে, রাশিয়ায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবল হইল। লণ্ডন ডকের শ্রমিকরা 'জলি জর্জ্জ' জাহাজে পোলাণ্ডের জন্য অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করিতে অস্বীকার করিল। গ্রেটবৃটেন আর সাহায্য করিতে পারিল না। রণশ্রান্ত পোল সৈন্যের সহিত ১৯২০-র অক্টোবর মাসে সন্ধি হইল। কিন্তু এই সন্ধিতে সোভিয়েট রাশিয়াকে গ্যালিসিয়া ও বাইলো-রাশিয়ার কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে হইল।

এই সকল সংঘর্ষের মধ্যে ষ্ট্যালিনের শক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং ক্ষিপ্র কর্ম্মকৌশল দেখিয়া অনেকে চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে এই মনুষ্যটিকে জানিতেন, তাঁহারা দেখিলেন যে অদ্ভুতকর্ম্মা ষ্ট্যালিন ক্ষেত্রান্তরে এক নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতেছেন মাত্র। এই বলশেভিক-নেতা সাফল্যের রহস্য জানিতেন এবং বাস্তবক্ষেত্রে তাহাকে পূর্ণতা দান করিয়াছিলেন। ষ্ট্যালিন অযোগ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং বন্ধুর ছদ্মবেশে কার্য্য পণ্ড করিবার চেষ্টার বিরুদ্ধে ছিলেন নিষ্ঠুর, আবার এমন ঘটনাও দেখা গিয়াছে যে

বিনা প্রমাণে বা অল্প প্রমাণে প্রতি-বিপ্লবী বলিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি দণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

ইউরোপের এই দুঃসময়ে যখন এক একটা জাতির ভাগ্য কূটনীতি-বিশারদগণের ক্রীড়াকন্দুকে পরিণত, যখন মানুষের ধন, মান, জীবনের কোন মূল্য নাই, যখন মানুষ ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, এক মহা ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া বিব্রত, সামাজ-সংহতি বিশ্লিষ্ট, ন্যায়-নীতি-দয়া-ধর্ম্ম পদদলিত, তখন মনুষ্য-জীবনের মূল্য কতটুকু? সামান্য সন্দেহে "তরাসে নিষ্ঠুর" মানুষ মানুষের প্রাণ লইতে অনুমাত্র দ্বিধা করিত না। সেই পটভূমিকার দিক হইতে যদি আমরা সমাজতন্ত্রবাদকে বিচার করি, তাহা হইলে দেখিব সেই দুর্দ্দিনেও কম্যুনিষ্টরা বৃহৎ মনুষ্যত্বের দাবী ভোলেন নাই। মানুষের দুঃখ-দৈন্যকে তাঁহারা লাঘব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মনুষ্য-জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই তাঁহারা এক শ্রেণীর লোককে অন্যায় হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একটী লোককে আঘাত করিয়া সহস্র বা লক্ষ লোকের জীবন রক্ষা এবং ভবিষ্যতে এমন সমাজ-ব্যবস্থা পত্তন করা যেখানে মানুষ-মানুষ শিকার করিবেনা অথবা মানুষকে ব্যক্তিগত দাসে পরিণত করিবেনা, ইহাই ছিল ষ্ট্যালিনের লক্ষ্য।

বিপ্লব বিনা রক্তপাতে হয় না। ইতিহাসে প্রত্যেক বিপ্লবই নরশোণিতস্নাত। ফরাসী বিপ্লব নৃশংসতায় নিষ্ঠুরতায় নির্ম্মম হইয়াও উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষকে শান্তি ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। রুশবিপ্লবও তাহার শত্রুকে নির্ম্মম হস্তে দমন করিয়াছে। আর এক দিকে সে কৃষক ও শ্রমিকদিগকে শতাব্দীচয়ব্যাপী দাসত্বের নৈরাশ্য হইতে উদ্ধার করিয়াছে। ১৯৩১ সালের শেষ ভাগে ষ্ট্যালিন লিখিয়াছেন, "যখন বলশেভিকরা শাসনভার হাতে লইল তখন হইতেই

শত্রুদের প্রতি তাহারা উদারতা দেখাইয়াছে। মেনশেভিকরা বৈধ প্রতিষ্ঠান রাখিবার এবং সংবাদপত্র পরিচালনার অধিকার পাইয়াছিল। রিভলিউশনারি স্যোশালিষ্ট এবং নিয়মতান্ত্রিক, গণতন্ত্রীদলকেও তাহাদের সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে দেওয়া হইত। পেট্রোগাড দখল করিবার জন্য জেনারেল ক্রাসনফ্ তাঁহার প্রতি-বিপ্লবী দল লইয়া যখন অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং আমাদের হাতে বন্দী হন, তখন যুদ্ধের নিয়মানুসারে অন্ততঃ আমরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে পারিতাম, এমনকি আমাদের উচিত ছিল তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা, কিন্তু আমরা তাঁহাকে সর্ত্তাধীনে মুক্তি দিয়াছিলাম। তাহার ফল কি হইয়াছিল? আমরা দেখিলাম এই উদার ব্যবহারের সুযোগ লইয়া সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের শক্তি ও প্রতিষ্ঠাকে আঘাত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুর প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া আমরা ভুল করিয়াছিলাম। যদি আমরা সর্ব্বক্ষেত্রে এইরূপ উদারতা দেখাইতাম তাহা হইলে আমরা শ্রমিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপরাধ করিতাম এবং তাহাদের স্বার্থ বিরোধী কার্য্য করিতাম। আমরা অনতিবিলম্বেই বুঝিলাম, শত্রুদের প্রতি দয়া ও উদারতা প্রদর্শনের ফলে তাহারা আমাদের প্রতি অধিকতর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। দয়াকে তাহারা দুর্ব্বলতা মনে করিল। অল্পদিনের মধ্যেই বলশেভিক দল বিরোধী বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রীদল ও মেনশেভিকেরা মিলিয়া পেট্রোগাড সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল; ফলে আমাদের বিপ্লবী নৌ-সৈন্যের বহু ব্যক্তি অকারণে প্রাণ হারাইল। যে ক্রাসনফকে আমরা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, সে হোয়াইট কসাকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া মেমনটফের সহিত যোগ দিয়াছিল এবং দুই বৎসর সোভিয়েটের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।···অতএব অতিরিক্ত ভদ্র হইয়া আমরা ভুল করিয়াছিলাম।'

১৯১৮—২০ এই দুই বৎসর প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া লালপন্টন জয়ী হইল। কৃষক-শ্রমিক গঠিত: সৈন্যদল অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়াছে। অত্যন্ত সঙ্কটেও বিশ্বাস হারায় নাই। তাহাদের আদর্শনিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। পক্ষান্তরে হোয়াইট রাশিয়ান প্রতি-বিপ্লবীদের মধ্যে রাজনৈতিক মতের কোন ঐক্য ছিলনা। কেহ চাহিত নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র, কেহ রাশিয়ার সিংহাসনে একজন জার বসাইবার স্বপ্ন দেখিত, কেহ বা ফরাসী, কেহ বা মার্কিণ আমেরিকার নকলে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিত। আর তাহাদের সাহায্যদাতা ও পরামর্শদাতা বৃটেন ও ফরাসীর চরগণের রাশিয়ায় ব্যবসাবণিজ্যে সুবিধালাভ ছাড়া আর কোন চিন্তা ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থান্বেষীদের সম্মেলনে প্রতি-বিপ্লবীদল ভিতরের দুর্ব্বলতা ও দুর্নীতির জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

পাঁচ

বিপ্লবের পর ষ্ট্যালিন রাশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলির সমস্যা-সমাধানের জন্য 'পিপলস্ কমিশার ফব ন্যাশানালিটিস্' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত এই পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। পোলাণ্ড হইতে আলাস্কা পর্য্যন্ত তিন সহস্র মাইল ব্যাপী বিশাল রুশ সাম্রাজ্যে সকলেই রাশিয়ান নহে। রাশিয়ান ব্যতীত ইউক্রেনিয়ান, বাস্কীর, হোয়াইট রাশিয়ান, জর্জিয়ান, আজারবাইজান, দাগেস্তানি, তাতার, খিরগিজ, উজ্‌বেক, তাজিক, তুর্কমাণ প্রভৃতি বহুজাতি এখানে বাস করে। ইহাদের জাতীয়তাবোধ, ভাষা ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য তিন শতাব্দীর জার-শাসনেও বিনষ্ট হয় নাই। জারীয় সাম্রাজ্যনীতির লক্ষ্য ছিল সর্ব্ববিধ জাতীয় সংস্কৃতি বিনষ্ট করিয়া সকলকে রাশিয়ান করা। ইহার ফলে উল্লিখিত জাতিগুলির চিত্তে দীর্ঘস্থায়ী অসন্তোষ ছিল—অত্যাচারী 'রাশিয়ান'দের প্রতি বিদ্বেষ ছিল প্রবল। এই অবস্থার মধ্যে সোভিয়েট ইহাদের জাতীয় বিশিষ্টতা রক্ষার আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়া সকলকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে আনিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। ক্ষমতাপ্রাপ্ত সচিবরূপে ষ্ট্যালিন একটা খসড়া প্রস্তুত করিলেন এবং সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাহা বিধিবদ্ধ করিলেন। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন,—

'রাশিয়ার সমস্ত অধিবাসী সমান এবং সকলেরই সার্ব্বভৌম অধিকার রহিয়াছে। এই জাতিগুলি তাহাদের ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিতে পারে, এমনকি স্বতন্ত্র হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনও করিতে পারে। কোন

জাতির (রাশিয়ান) বা ধর্ম্মের (গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ্চ) বিশেষ সুবিধা-মূলক বিধিনিষেধ বিলুপ্ত করা হইল। ভূতপূর্ব্ব রুশ সাম্রাজ্যের এলাকার অধিবাসী সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগুলি অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠিগুলি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অবাধে আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারিবে।'

ইহার অর্থ হইল এই জাতিগুলি শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিক দিয়া এক যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থাকিলেও জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাইবে এবং সেই ভিত্তিতে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল স্বাধীনতা ভোগ করিবে। জারীয় শাসনে মুসলমান শ্রমিকদের দুর্গতি চরমে উঠিয়াছিল। ইহাদিগকে যদিও 'রাশিয়ান' বলা হইত কিন্তু কার্য্যতঃ পরাধীন জাতির মত নির্য্যাতন ইহারাই সহ্য করিয়াছে বেশী এবং শিক্ষায় দীক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিল। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন এই জনসমষ্টিকে শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত করিয়া অন্যান্য সকলের সমশ্রেণীতে আনিতে হইবে।

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং জাতিগুলির সম্পর্কে এই নূতন নীতি ঘোষণার ফলে জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সোভিয়েটে যোগদান করিতে লাগিল। ভাষা-শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং বিশিষ্ট সামাজিক নিয়ম কানুন বিলুপ্তির আশঙ্কা দূরীভূত হওয়ায় সাম্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রচার কার্য্য ব্যর্থ হইল। ১৯২২ সালে "ইউনিয়ন অফ স্যোশালিষ্ট সোভিয়েট রিপাব্লিকস্" গঠিত হইল। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত ষ্ট্যালিনের নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই নূতন রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের খসড়া সংখ্যালঘিষ্ঠ বলশেভিকদল জারের আমলেই প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই নূতন গঠনতন্ত্রের মূল প্রস্তাব হইল, 'সামরিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা ও জাতীয়

সংস্কৃতি বিস্তারের সম্পূর্ণ সুযোগ, জাতীয় অনৈক্যের অতীত ব্যবস্থার ক্রমধ্বংস সাধন এবং প্রগতিশীল জাতিগুলি কর্ত্তৃক অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতিগুলিকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্যদান।'

মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে রাষ্ট্রগঠন করিতে গিয়া লেনিন দেখিলেন, নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পত্তন করা ব্যতীত এই ছত্রভঙ্গ রাষ্ট্রের পুনর্গঠন অসম্ভব। রাষ্ট্রবিপ্লবে, দুর্ভিক্ষে প্রাচীন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যকে সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইবে। দল প্রথমতঃ যে ভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল লেনিন তাহা পরিবর্ত্তন করিলেন। দেশব্যাপী অসন্তোষ এবং বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া কাজ করা সহজ ছিল না।

১৯১৪-র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে রাশিয়াকে ৫৬ হাজার কোটী টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল এবং কার্য্যক্ষম পুরুষদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ যুদ্ধে হতাহত হয়। কলকারখানার উৎপাদন এবং যানবাহনের ব্যবস্থা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের তুলনায় পাঁচ কি ছয় ভাগের অধিক ছিল না এবং প্রতি-বিপ্লবী যুদ্ধেও প্রায় ৭০ হাজার কোটী টাকা নষ্ট হয়। উল্লেখযোগ্য বড় বড় কারখানা ধ্বংস হইয়াছিল এবং অকর্ষিত কৃষিক্ষেত্র আগাছায় ভরিয়া গিয়াছিল। শাসনব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের সমস্ত বিভাগই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিজয়ী লালপল্টনের হাতে রাইফেল ছিল না, পায়ে জুতা ছিল না, অর্দ্ধাহার, অনশন সম্বল ছিল। নূতন রাষ্ট্র চারিদিক হইতে আক্রান্ত এবং ইউরোপব্যাপী বয়কটের সম্মুখীন। গৃহযুদ্ধের সময় রুশ সাম্রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করিতে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিতে প্ররোচনা দিতে ইউরোপীয় কূটনীতিকেরা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

গণবিপ্লবের শত্রু এবং ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করিবার অগ্রদূত মিঃ লয়েড জর্জ্জ, মঃ পঁয়কারে ও মঃ ক্লেমাশোর নেতৃত্বে, প্ররোচনায় এবং সাহায্যে '১৭টি জাতি' সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ধ্বংস করিবার জন্য চারিদিক হইতে রাশিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। জারতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ভাগ্যান্বেষী কোলচাককে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ১৭০০ মেসিন গান, ৩০টি ট্যাঙ্ক এবং বহু বড় কামান দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া কোলচাকের সৈন্যদলে হাজার হাজার ইংরাজ ও আমেরিকান সৈন্য, ৭০ হাজার জাপানী ও ৬০ হাজার চেকোস্লোভাকিয়ান সৈন্য ছিল। ডেনিকিনের ৬০ হাজার সৈন্যের উর্দ্দী হইতে রাইফেল ও গুলী পর্য্যন্ত সমস্তই ইংলণ্ড জোগান দিয়াছিল। ২ লক্ষ রাইফেল, ২ হাজার কামান এবং ৩০টি ট্যাঙ্ক ডেনিকিন পাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া কয়েকশত বৃটিশ সামরিক কর্ম্মচারী উপদেষ্টারূপে ডেনিকিনের সৈন্যদলে যোগ দিয়াছিল। বিজয়ী মিত্রশক্তি ভ্লাডিভষ্টক বন্দরে ২ ডিভিসন জাপ-সৈন্য, ২টি বৃটিশ ব্যাটেলিয়ন, ৬ হাজার আমেরিকান ও ৩ হাজার ফরাসী ও ইতালীয় সৈন্য রাখিয়াছিল এবং ইহারা সাইবেরিয়ায় রুশ-হত্যায় মাতিয়াছিল। রাশিয়া 'পুনরুদ্ধারের' জন্য ইংলণ্ড ১৪ কোটি পাউণ্ড এবং ৫০ হাজার সৈনিকের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল। ১৯১৮-২১-এ ফ্রান্স ও ইংলণ্ড মিলিতভাবে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল। এই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরও দীর্ঘকাল ফিনল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, পোলাণ্ড হইতে সমগ্র বলকানে সাম্রাজ্যবাদীদের গুপ্তচরেরা রাশিয়ার পুনর্গঠনে বাধা দিয়াছে, শ্রমিকদের মধ্যে ধ্বংসমূলক কার্য্যের ষড়যন্ত্র পাকাইয়াছে। ঐ সময় একজন অখ্যাত তরুণ ফরাসী সাংবাদিক বলিয়াছিলেন, 'এমন দিন আসিবে, যখন লাল রাশিয়ার মহান প্রচেষ্টাকে

বুঝিবার ও সমর্থন করিবার মানদণ্ডেই আমাদের কাজের লোকদের বিচার হইবে।' আজ সত্যই সেদিন আসিয়াছে, সমগ্র জগত লেনিন-ষ্ট্যালিনের সৃষ্টির প্রতি প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে ; কিন্তু সেদিন ষ্ট্যালিনের ভাষায়, 'অল্পদিনের জন্য নহে, ১৯১৮ হইতে দুই বৎসর স্মরণ কর বন্ধুগণ, পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকেরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ এক টুক্‌রা রুটিও পায় নাই। যেদিন তাহারা আধ সের খৈল মিশ্রিত কালো রুটি পাইত, সেদিন তাহারা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করিত।'

যখন সোভিয়েট রাশিয়া নূতনভাবে কলকারখানার পত্তন করিতে লাগিল তখনও সাম্রাজ্যবাদীদের গোয়েন্দারা নানা উপায়ে উহা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মধ্যশ্রেণী ও প্রতিবিপ্লবীদের যড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য যখন নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল তখন পৃথিবীময় রব উঠিল সোভিয়েট রাশিয়া মার্কসীয় পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক সুবিধাবাদ গ্রহণ করিতেছে। এই সময় ট্রট্‌স্কি (যিনি এমন কথা কদাচিৎ স্বীকার করিয়াছেন) বলিয়াছিলেন, 'সংস্কারক ও বিপ্লবীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে বিপ্লবীরা জনসাধারণ কর্ত্তৃক ক্ষমতা হস্তগত করিবার পর নীতির দিক দিয়া সংস্কারকে স্বীকার করে। নবীন সোভিয়েট-শক্তির মূলমন্ত্র এই যে প্রয়োজন হইলে আমি কিছু কিছু সুবিধা দিব কিন্তু যখন আমি ঠিক ঠিক প্রভু হইয়াছি তাহার পূর্ব্বে নহে।' সোভিয়েট ব্যবস্থা করিয়াছিল যে কৃষকদের ক্ষেত্রের উৎপন্ন গম, যাহা ভরণপোষণের অতিরিক্ত, গভর্ণমেণ্টকে দিতে হইত এবং যাহার জন্য কৃষকেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল সেই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন' হইল। নিয়ম হইল কৃষকেরা ব্যবহারের অতিরিক্ত শস্য স্বাধীনভাবে বিক্রয় করিতে পারিবে। আবার মুদ্রার প্রচলন হইল।

রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত কলকারখানাগুলি বিনিময় বাণিজ্যের আদানপ্রদানের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। কাজ ও যোগ্যতা দেখিয়া বেতন দিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল। যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহা গোঁড়া সমাজতন্ত্রবাদ নহে তথাপি এক স্তর হইতে উন্নততর স্তরে সমাজকে তুলিবার পক্ষে ইহার প্রয়োজন ছিল। ষ্ট্যালিন বলিয়াছিলেন, 'কম্যুনিষ্টদল কি বলপূর্ব্বক জনসাধারণের উপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে? না। তাহা সম্ভবপর নহে। উহা করিতে গেলে নেতৃত্ব কখনই টিঁকিবে না।' ষ্ট্যালিন লেনিনের নূতন ব্যবস্থা সমর্থন করিলেন। জিনোভিফ সন্দিগ্ধ হইয়া বলিলেন, ইহা পিছনে হটিয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। ষ্ট্যালিন উত্তর দিলেন, 'কার্য্যারম্ভে নূতন অর্থ নৈতিক নীতি পশ্চাদপসরণের মত দেখাইতেছে বটে। এই পরিকল্পনার পশ্চাতে যাহা রহিয়াছে তাহার বলে আমরা সহজেই কেন্দ্রীভূত শক্তি প্রয়োগ করিয়া লাভের লোভকে দমন করিতে পারিব।'

নূতন নীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পর যদিও রাশিয়ার মধ্যশ্রেণী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানদারেরা অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা হইলেও কৃষকদের অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নত হইল। শস্য-উৎপাদনের হার বাড়িতে লাগিল, পতিত জমিতে আবাদ চলিতে লাগিল, ব্যক্তিগত ধন, যাহা মধ্যশ্রেণী এবং কৃষক জোতদারেরা (কুলাক্) লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা পুনরায় বাহিরে আসিয়া আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিয়োজিত হইল। কিছুদিন পরেই দেখা গেল জাতীয় মূলধনের প্রায় অর্দ্ধাংশ ব্যক্তিগত মূলধন। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য, আদানপ্রদান রাষ্ট্রের একচেটিয়া থাকায় এই ব্যক্তিগত মূলধন অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিল না। তথাপি সমস্যা হইল এই যে মধ্যশ্রেণীদের অতীত

অভিজ্ঞতা ছিল এবং তাহাদের বংশ পরম্পরাগত ব্যবসায় বুদ্ধির নিপুণতাও ছিল ; পক্ষান্তরে আদর্শ-নিষ্ঠ সাম্যবাদীদের কোন অতীত অভিজ্ঞতা ছিল না। তাহারা বাধ্য হইয়া ঐ শ্রেণীকে আপাততঃ কিছু কিছু সুবিধা দিয়া কলকারখানা গঠনে মনোযোগী হইল। ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রের পুঁজিবাদীরা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিলেন সমাজতন্ত্রবাদী পাগলামির ফল দেখ। ইহারা অতি শীঘ্রই পুরাতন ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফিরিয়া আসিবে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল বলশেভিকরা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে লাগিয়াছে। রাষ্ট্র-পরিচালিত কলকারখানা ও ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত মূলধন হ্রাস পাইতে লাগিল। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে আপোষ, ব্যক্তিগত এবং সমবায় পদ্ধতিতে কলকারখানা পরিচালনের মধ্যে আপোষ একটা সাময়িক কৌশল মাত্র। ধনতন্ত্রীদের মুখের ক্ষণিক ঔজ্জ্বল্য নিভিয়া গেল। বলশেভিকদের সাফল্যে তাহাদের ললাটে পুনরায় দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিল।

১৯২২ সালে বলশেভিক পার্টি কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশনে লেনিন নূতন অর্থনৈতিক নীতির ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, 'আমাদের পিছু হঠিবার কার্য্য এখন নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টিকে পুনর্গঠন করা আবশ্যক এবং যোগ্য লোকের উপর এই কাজের ভার দেওয়া হউক।' কংগ্রেসের এই অধিবেশনের পর ষ্ট্যালিন রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। ষ্টালিন ঘোষণা করিলেন, 'আমাদের দেশকে কৃষি-প্রধান হইতে বাণিজ্য-প্রধান দেশে পরিণত করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই এদেশে প্রস্তুত করিতে হইবে। এই নীতির দিক হইতে আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি পরিচালিত হইবে।' ১৯২১-২২ সালে লেনিনের নেতৃত্বে চালিত সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট

কলকারখানা স্থাপন এবং দেশব্যাপী বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের বিরাট পরিকল্পনা লইয়া কার্য্য করিতে লাগিল। লেনিন বলিলেন, বৈদ্যুতিক শক্তি হইল গোড়ার কথা, কারণ ইহার উপরই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। রাশিয়ার সমস্ত সংবাদপত্রে লেনিনের বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের পরিকল্পনা প্রচারিত হইতে লাগিল। সমগ্র দেশকে আলোকিত ও কর্ম্মপ্রবাহে চঞ্চল করিয়া তুলিবার জন্য লেনিন ঘোষণা করিলেন, 'আমরা ইউরোপিয়ান রাশিয়া এবং এশিয়াটিক রাশিয়া উভয় ভূখণ্ডকে বিদ্যুৎপ্রবাহে প্লাবিত করিয়া দিব।'

এই সময় লেনিন ও ষ্ট্যালিন উভয়ের স্বাস্থ্যই ভাঙ্গিয়া পড়িল। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও বিপ্লবের সাফল্য সম্পর্কে উৎকণ্ঠা তাঁহাদের দেহ ও মনকে জীর্ণ করিয়াছিল। বিশেষভাবে লেনিনই মস্তিষ্ক রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। তাঁহার দেহ ষ্ট্যালিনের মত দৃঢ় ছিল না। তাহার উপর কয়েক বৎসর যথেষ্ট পুষ্টিকর আহারের অভাবও লেনিনকে দুর্ব্বল করিয়াছিল। গৃহযুদ্ধের সময় ষ্ট্যালিন কেবলমাত্র রুটী, লবণ, কিঞ্চিৎ পেঁয়াজ ও রসুন সহযোগে আহার করিতেন। দীর্ঘকাল এইরূপ আহারের ফলে তিনি আহারের পর উদরে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। এই বেদনা তাঁহাকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম লইতে বাধ্য করিত। ষ্ট্যালিন চিকিৎসকদিগকে দূরে রাখিয়া চলিতেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে চিকিৎকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। চিকিৎসকগণ ষ্ট্যালিনের অন্ত্রে অস্ত্রোপচার করিলেন। এই অস্ত্রোপচারের ফলে ষ্ট্যালিনের প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিল। রোগশয্যাশায়ী লেনিন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। বিনয়ী ও অল্পভাষী ষ্ট্যালিনের সহ্যশক্তি দেখিয়া লেনিন বিস্মিত হইলেন। কিছু আরোগ্য লাভ করা মাত্র লেনিন ষ্ট্যালিনকে

স্বাস্থ্য লাভার্থ ককেশিয়ায় প্রেরণ করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি যে ষ্ট্যালিনের সহিত ট্রট্স্কির ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতেই মতভেদ ছিল। ষ্ট্যালিন ছিলেন সর্ব্বতোভাবে লেনিনের অনুগামী, পক্ষান্তরে ট্রট্স্কি ছিলেন সমালোচক। ষ্ট্যালিন ছিলেন কর্ম্মবীর আর তীক্ষ্মধী, ট্রট্স্কি ছিলেন বাক্যবীর। সরকারী কাগজপত্রে ট্রট্স্কী ও ষ্ট্যালিনের মতভেদের অনেক প্রমাণ আছে। সে যাহা হউক, লেনিনের প্রখর ব্যক্তিত্ব ক্ষমতালোভী ট্রট্স্কিকে বহুলাংশে সংযত রাখিত। ষ্ট্যালিনের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া ট্রট্স্কি নিজের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রুগ্ন লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁহার শূন্য স্থান গ্রহণ করিবার জন্য ট্রট্স্কি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। লেনিন তাহা বুঝিতে পারিয়া চিন্তিত হইলেন।

স্বাস্থ্যলাভ করিয়া ষ্ট্যালিন লেনিনের শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিলেন। আত্মাভিমানী ট্রট্স্কির মত তাঁহার কোন বাহ্য আড়ম্বর ছিলনা এবং তিনি কোন উচ্চাশাও পোষণ করিতেন না। লেনিন ও বলশেভিক-দলের সেবার মধ্যেই ষ্ট্যালিন আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়া থাকিতেন। ট্রট্স্কি-শ্রেণীর নেতাদের মত তিনি কখনও কোনদিন লেনিনের প্রতিবাদ বা সমালোচনা করেন নাই। অথচ ট্রট্স্কি পদে পদে নিজের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য লেনিনের প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিতেন। এই কারণে ষ্ট্যালিন ট্রট্স্কির ঔদ্ধত্যকে কখনও ক্ষমা করিতে পারেন নাই। অন্যদিকে ট্রট্স্কি ষ্ট্যালিনকে বড় বেশী গণনার মধ্যেই আনিতেন না। এমনকি লেনিনের প্রস্তাবে ষ্ট্যালিন যখন কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন, ট্রট্স্কিও তাহা সমর্থন করিয়াছিলেন। লেনিনের রোগশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া

একদিন ষ্ট্যালিন ও ট্রট্স্কির বিরোধের মীমাংসা হইল। ষ্ট্যালিন বলিলেন, 'আমরা অতীতের মতভেদ বিস্মৃত হইব এবং বন্ধুভাবে একত্রে কাজকর্ম্ম করিব।' কিন্তু ট্রট্স্কি এই প্রতিশ্রুতিকে কোন মর্য্যাদা দেন নাই।

লেনিন রোগশয্যা হইতে আর উঠিলেন না। সমগ্র রাশিয়াকে শোকাচ্ছন্ন করিয়া মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী তিনি চির নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে সমগ্র রাশিয়া বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইল। ধনিক সভ্যতা ও বুর্জোয়া শ্রেণীর চিরশত্রু লেনিনের মত বিপ্লবী নেতা পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায় নাই। জনসাধারণের এত শ্রদ্ধা, ভালবাসা, প্রীতি ও বিশ্বাস আর কোন নেতাই অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। কৃষক ও শ্রমিকদের মনের সত্য পরিচয় লেনিন পাইয়াছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি কখনও তাহাদের প্রতি বিশ্বাস হারান নাই। মার্ক্‌স্‌বাদের পাষাণ-কঠিন ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া লেনিন শ্রমিক সম্প্রদায়ের শক্তি ও ভবিষ্যতের প্রতি সীমাহীন বিশ্বাস পোষণ করিতেন। জীবনে কোনদিন তিনি বিপ্লব এবং সর্ব্বসাধারণের জয়ের উপর ভরসা হারান নাই। কিশোর বয়স হইতে অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি পৃথিবীর শ্রমিক সম্প্রদায়ের মুক্তি-সংঘর্ষের একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন।

শোকে মুহ্যমান সমগ্র রাশিয়ার জনসাধারণ অনাথ বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল। শোকার্ত্ত রাশিয়ার সে চিত্র বহু লেখক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একজন নিরপেক্ষ আমেরিকান সাংবাদিকের গ্রন্থ হইতে আমরা তাহাব কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

২২শে জানুয়ারী বেলা ১১-৩০ টার সোভিয়েট কংগ্রেসের সভাপতি কালিনিনের নেতৃত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। কালিনিনের নির্দ্দেশে

সকলে দণ্ডায়মান হইলেন। সোভিয়েট শোকবাদ্যের করুণ সুর থামিয়া গেলে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভগ্নস্বরে কালিনিন কহিলেন, 'আমি আপনাদের নিকট আমাদের প্রিয় ভ্লাডিমির ঈলিচের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। গতকল্য তিনি পুনরায় পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন এবং' কালিনিন স্তব্ধ হইয়া নতমুখে দাঁড়াইলেন এবং যেন সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া উচ্চারণ করিলেন, 'তিনি মৃত।' সমগ্র জনতা অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। দুই একজন বলশেভিক নেতা হস্তোত্তলন করিয়া জনতাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন।

লক্ষ লক্ষ নরনারী তীব্র শীত রজনীর বরফপাত উপেক্ষা করিয়া জননায়কের চির নিদ্রায় অভিভূত মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। বিশাল জনতা ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। সপ্ত দিবা-নিশি অতিবাহিত হওয়ার পর ২৭শে জানুয়ারী অপরাহ্নে ষ্ট্যালিন, কামেনফ, জিনোভিফ, বুখারিন, রাইকফ এবং কালিনিন রক্তবস্ত্রে আবৃত লেনিনের কফিন স্কন্ধে লইয়া ক্রেমলিন প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। লাল ময়দানে লেনিনের স্মৃতিমন্দিরের জন্য চিহ্নিত স্থানে মৃতদেহ আসিল। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। শূন্য ডিগ্রির ৩৫° নীচের শীতে লক্ষ লক্ষ নরনারী পথের দুই ধারে রক্তপতাকা হস্তে দাঁড়াইয়াছিল। লালপল্টন শোক-গম্ভীর পদক্ষেপে পাহারা দিতেছিল। লেনিনের শিষ্যগণ কোন আড়ম্বর-অনুষ্ঠান করেন নাই, কোন বক্তৃতা হয় নাই। একটা জাতির শোক যেন বেদনায় নিস্তব্ধ হইয়া শীতের তুহিনের মতই জমিয়া গিয়াছিল। মস্কো নগরীর কি রাশিয়ান, কি বিদেশী সকলেই লক্ষ্য করিল, ট্রট্স্কি অনুপস্থিত। ট্রট্স্কি তাঁহার আত্মজীবনীতে এই অনুপস্থিতির একটা কৈফিয়ৎ দিবার

চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা শত্রু-মিত্র কেহই বিশ্বাস করে নাই। ফরাসী সাংবাদিক রোলিন লিখিয়াছেন, 'আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে ট্রট্স্কি গুরুতর পীড়িত ছিলেন না এবং এই হৃদয়-হীনতায় তিনি নিজের পতন নিজেই ঘটাইয়াছিলেন।' তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা সত্ত্বেও তিনি এই সময় হইতে জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ট্রট্স্কির অসামান্য প্রতিভা, দুঃসাহস, অপূর্ব্ব বাগ্মীতা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অবিবেচনার জন্য তিনি অধঃপতিত হইলেন। ইতিহাসে ট্রট্স্কির ন্যায় কর্ম্মবহুল জীবন বিরল। অজ্ঞাত স্থান হইতে তিনি খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাগ্মীতা ও লেখনী সমগ্র জগৎকে চমকিত ও বিস্মিত করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের কথা জীবনের মধ্যাহ্নেই তাঁহার সায়াহ্ন আসিল। বিবিধ দুর্লভ গুণের সহিত তাঁহার মধ্যে যে আত্মপরায়ণ অনুদারতা এবং অহমিকা ছিল, তাহা দ্বারা বিপথে চালিত হইয়া তিনি ক্রমে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও রাশিয়া হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

লেনিনের মৃত্যুর পর শোকাচ্ছন্ন রাশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হইবার জন্য এক অভিনব উদ্যম লক্ষ্য করা গেল। রাডেক বলিয়াছেন, লেনিনের মৃত্যুর ক্ষতি-পূরণ করিতে হইলে পার্টিকে শক্তিশালী করিতে হইবে। এই সঙ্কল্প সমগ্র সোভিয়েট ভূমিতে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে জাগিয়া উঠিল।

২৬শে জানুয়ারী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ষ্ট্যালিন কম্যুনিষ্ট পার্টির নামে শপথ গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া ঘোষণা করিলেন,

'আমরা কম্যুনিষ্টরা স্বতন্ত্র ছাঁচে ঢালা মানুষ, আমাদের গঠনের উপাদানও স্বতন্ত্র। শোষিত ও পীড়িত জনসঙ্ঘের সংগ্রামের আমরা

সৈনিকদল। এই সৈন্যদলে যোগদান করা অপেক্ষা সর্ব্বোচ্চ সম্মানের আর কিছু নাই। কমরেড লেনিন প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত পার্টির সদস্য হওয়া অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের আর কিছুই নাই।...

'আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যপদের মহান দায়িত্বের পবিত্রতা ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য। কমরেড লেনিন, আমরা তোমার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আমরা সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিব।

'আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, আমাদের পার্টির ঐক্যকে যেন আমরা চক্ষুর মণির মত রক্ষা করি। কমরেড লেনিন, আমরা তোমার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার ইচ্ছা আমরা সাফল্যের সহিত পূর্ণ করিব।

'আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন প্রলেটারিয়েটের ডিক্টেটরশিপকে রক্ষা ও শক্তিশালী করি। কমরেড লেনিন, আমরা তোমার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার এই ইচ্ছাও আমরা সাফল্যের সহিত পূর্ণ করিব।

'আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন কৃষক ও শ্রমিকের মৈত্রীকে সর্ব্বপ্রযত্নে শক্তিশালী করিয়া তুলি। কমরেড লেনিন, আমরা তোমার নামে শপথ করিতেছি যে, তোমার এই ইচ্ছা আমরা সাফল্যের সহিত পূর্ণ করিব।

'আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতিগুলির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মৈত্রী রক্ষার জন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের মধ্যে সকল জাতির ভ্রাতৃত্বমূলক

সহযোগীতার প্রয়োজনীয়তা কমরেড লেনিন সততই আমদের স্মরণ করাইয়া দিতেন।

'আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে সুসম্বদ্ধ ও প্রসারিত করিবার অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। কমরেড লেনিন, আমরা তোমার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার এই ইচ্ছা আমরা সাফল্যের সহিত পূর্ণ করিব।···

'একাধিকবার লেনিন আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, লাল-পল্টনকে শক্তিশালী এবং তাহাদের অবস্থা উন্নত করা আমাদের পার্টির অন্যতম মুখ্য দায়িত্ব···অতএব আইস বন্ধুগণ, আমরা সঙ্কল্প গ্রহণ করি, লালপল্টন এবং লালনৌবহরকে শক্তিশালী করিবার জন্য আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিব।

'আমাদের ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন আমাদের নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন 'কম্যুনিষ্ট ইনটারন্যাশনালের' আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকি। কমরেড লেনিন, আমরা তোমার নামে শপথ করিতেছি, সমগ্র জগতের শ্রমিকশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট ইনটারন্যাশনালকে শক্তিশালী এবং বিস্তৃত করিতে আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতেও কাতর হইব না।'

অনেকে আশা ও আশঙ্কা করিয়াছিলেন, লেনিনের মৃত্যুর পর কম্যুনিষ্ট পার্টি ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে এবং আত্মকলহে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লেনিন বহু পূর্ব্ব হইতেই দলের শৃঙ্খলা রক্ষা ও পরিচালন ভার ষ্ট্যালিনের উপর দিয়াছিলেন।' ষ্ট্যালিন নিঃশব্দে সে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। লেনিনের অবসানের পরেই দেখা গেল ষ্ট্যালিনের নেতৃত্ব সামান্য নহে। ষ্ট্যালিনের এই অভ্যুত্থানকে

অনেক সাম্যবাদ-বিরোধী লেখক "ব্যক্তিগত ক্ষমতা লোভ এবং ডিক্টেটরশিপ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ডিক্টেটরশিপ কথাটা আমাদের দেশেও অত্যন্ত শিথিল ভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট পার্টিতে এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে তথাকথিত ডিক্টেটরশিপ সম্ভবপর নহে; কেন না কম্যুনিজম ও সোভিয়েট-তন্ত্র একটা নির্দ্দিষ্ট মত ও পথ ধরিয়া চলিয়াছে। কাজেই অতি শক্তিশালী ব্যক্তিকেও এই ব্যবস্থার সাধারণ সেবকরূপে কাজ করিতে হয়। ব্যক্তিগত ক্ষমতা-লোভ চরিতার্থ করিবার অবকাশ ইহাতে নাই। ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশিকে কম্যুনিজম বলিয়া চালান অসম্ভব।

মার্কস্‌বাদের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা অবশ্য হইতে পারে। কোন বিশেষ ব্যাপারে পথ-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে, রাষ্ট্র ও আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ পরিচালনে নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতভেদও ঘটিতে পারে এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় তাহা যে ঘটে নাই এমন নহে। পরবর্ত্তী ঘটনা এবং অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালকগণ প্রকাশ্যে ভুল ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার সংশোধন করিয়াছেন। সাম্যবাদী নেতারা কখনও কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করেন নাই। অস্ত্রবলে বিরুদ্ধবাদীদের দমন করেন নাই কিংবা মুসোলিনী ও হিটলারের ন্যায় ক্ষমতার পথ নিষ্কণ্টক করিতে ভাড়াটিয়া গুপ্তঘাতকের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। গুপ্ত ষড়যন্ত্র, ছল, চাতুরী, উৎকোচ এবং দলের নেতাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর নিয়োগ কিংবা আইন সভায় সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন অথবা নিশীথ শয্যায় প্রসুপ্ত শত্রুকে হত্যা দ্বারা কেহ রাজা, সম্রাট, ডুচে অথবা ফুরার্ হইতে পারে, কিন্তু এই সকল উপায়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদকের পদ লাভ করা যায় না। কেননা ঐ সম্মানের পদ ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। পার্টির শ্রদ্ধা ও সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ষ্ট্যালিনের মত শক্তিশালী ব্যক্তিকে স্বাভাবিক ভাবেই তীব্র আক্রমণ সহিতে হইয়াছে এবং তিনি অনুরূপ শক্তির সহিত আত্মরক্ষা করিয়াছেন। প্রতিপক্ষীয় দলের সহিত তাঁহার এই বিরোধ প্রকাশ্য দিবালোকেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং দুই পক্ষের প্রত্যেকটী যুক্তি জনসাধারণ বিচার করিবার সুযোগ পাইয়াছে। মৃত জারতন্ত্রের রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্রের জের টানিয়া ষ্ট্যালিন-বিরোধীরা অনেক আজগুবী কথা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রী সঙ্ঘে প্রত্যেক মানুষই স্বীয় যোগ্যতা ও শক্তি অনুসারে স্থান লাভ করে। লেনিনের মৃত্যুর পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর চাপেই ষ্ট্যালিনকে স্বাভাবিক ভাবে সম্মুখে আসিয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। নোরিন লিখিয়াছেন, "মার্কস্‌বাদে তিনি সুপণ্ডিত। কি তত্ত্বের দিক হইতে, কি কর্ম্মের দিক হইতে ষ্ট্যালিন আমাদের মধ্যে বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের নেতা।" তিনি নেতা, কেননা তিনি সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন, কেননা তিনি মার্কস্-এঙ্গেলস্-লেনিন নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন নাই।"

লেনিনের মৃত্যুর পর পার্টির নেতৃত্বের প্রশ্ন মুখ্য হইয়া উঠিল। লেনিনের পর আমিই নেতা, এইরূপ একটা শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে ট্রট্স্কী কেন্দ্রীয় কমিটিকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। পার্টির সদস্যগণ দেখিলেন যাহারা রাজনৈতিক জীবনে প্রতি পদে লেনিনকে বাধা দিয়াছেন, বল্‌শেভিক্ নীতির অপব্যাখ্যা করিয়াছেন, আজিকার সঙ্কটের দিনে তাহারা নেতৃত্ব লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। পার্টির সভায় ষ্ট্যালিন পুনরায় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। পার্টির ঐক্যবদ্ধ দৃঢ়তা দেখিয়া ট্রট্স্কী সাময়িক ভাবে দমিয়া গেলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে পার্টির সমালোচনার নামে ভেদ-সৃষ্টির চেষ্টা

করিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেসে ষ্ট্যালিন ট্রট্স্কী-পন্থীদের অভিযোগের উত্তর দিলেন। তাঁহারা এই রব তুলিয়াছিলেন যে, পার্টির মধ্যে "বুরোক্রেসী" বা আমলাতান্ত্রিক কলুষ প্রবেশ করিয়াছে।

"আসল বিপদ তাহা নহে"—ষ্ট্যালিন বলিলেন, "আসল বিপদ হইল পার্টির বাহিরে জনসাধারণের সহিত পার্টির যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। তোমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে কোন দলের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পার, কিন্তু উহার সহিত যদি শ্রমিক শ্রেণীর যোগ না থাকে, তাহা হইলে সে গণতন্ত্র নিস্ফল ও অকিঞ্চিৎকর। পার্টির অস্তিত্ব: নির্ভর করে শ্রমিক-শ্রেণীর উপর। যদি ইহা শ্রমিক-শ্রেণীর সহিত ঐক্য ও যোগ রক্ষা করিয়া চলে, দলের বাহিরের জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস-ভাজন হয়, তাহা হইলে যদি কিছু আমলাতান্ত্রিক ক্রুটীও থাকে, তাহা হইলেও ইহা টিকিবে এবং বিস্তার লাভ করিবে। ইহা যদি না থাকে তাহা হইলে তোমরা গণতান্ত্রিক বা আমলাতান্ত্রিক যে কোন পদ্ধতিতেই পার্টি গঠন কর না কেন, উহা নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। পার্টি শ্রমিক-শ্রেণীর একটি অংশ, এই শ্রেণীর জন্যই ইহার অস্তিত্ব—ইহা কেবল পার্টির জন্যই পার্টি নহে।"

ট্রট্স্কী-পন্থীদের আর একটি কৌশল, পুরাতন ও প্রবীণ সদস্যদের বিরুদ্ধে পার্টির নবীন সদস্যদিগকে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা। ইহার তীব্র নিন্দা করিয়া ষ্ট্যালিন বলিলেন, "নবীন ও প্রবীণের প্রশ্নটা অতি সামান্য। আমাদের পার্টির ইতিহাসের ঘটনা ও সংখ্যা ইত্যাদি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, নবীন পার্টি সদস্যরা ক্রমে নির্ব্বাচিত পদগুলি লইতেছে এবং তাহার ফলে উপরের দিকের কর্ম্মীরা শক্তিশালী হইয়াছে। পার্টি এই পথেই চলিতেছে এবং চলিবে। যাহারা মনে করে নির্ব্বাচিত পদাধিকারীরা

একটা বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং এই সুবিধাভোগী শ্রেণী তাহাদের মধ্যে নূতন সদস্যদিগকে লইতে চাহে না, যাহারা মনে করে প্রবীণেরা অতীতের রক্ষকশ্রেণী এক প্রকার কর্ম্মচারী এবং পার্টির অন্যান্য সদস্য ইহাদের দৃষ্টিতে নিম্নশ্রেণীর, তাহারাই প্রবীন ও পার্টির যুবকদের মধ্যে ভেদ ঘটাইতে চায়, তাহারাই গণতন্ত্রের সমস্যাকে প্রবীন ও নবীনের সমস্যা করিতে চায়। গণতন্ত্রের মূলকথা নবীন ও প্রবীন নহে, পার্টির নেতৃত্বে, পরিচালনায় প্রত্যেক পার্টি-সদস্যের স্বাধীনভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করাই গণতন্ত্র। এইভাবে, কেবলমাত্র এই ভাবেই গণতন্ত্রকে বিচার করা যায়, আমরা মামুলী গণতান্ত্রিক দলের কথা বলিতেছি না, আমাদের পার্টি জনগণের পার্টি, যাহা শ্রমিকশ্রেণীর সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।"

ট্রট্স্কি নিরস্ত হইলেন না, তিনি প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া পার্টির সমালোচনা করিতে লাগিলেন। একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্ভবপর নহে, বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দ্বারা আন্তর্জাতিক বিপ্লব পরিচালনা করিতে হইবে, এই শ্রেণীর প্রশ্ন তুলিয়া পার্টির মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা চলিল। ১৯২৫-র ডিসেম্বর মাসে বলশেভিক পার্টির চতুর্দ্দশ কংগ্রেসে একটা সুগঠিত বিরুদ্ধবাদী দলের নেতারূপে ট্রট্স্কি, জিনোভিফ ও কামেনফ বৈপ্লবিক নেতৃত্বের প্রশ্ন তুলিলেন। কৃষক বা জনসাধারণের দ্বারা বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে, সোভিয়েটের গঠনমূলক কাজ সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে, এই শ্রেণীর ভেদ সৃষ্টি করিবার উদ্যমকে বাধা দিয়া ষ্ট্যালিন বলিলেন, "সম্মিলিত শ্রম, সম্মিলিত নেতৃত্ব, সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ঐক্য প্রথমে প্রয়োজন।"

জনসাধারণের শক্তি ও সদিচ্ছায় অবিশ্বাস, তাহাদিগকে পীড়ন করিয়া

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় (ট্রট্স্কিবাদ) আনিবার প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করিয়া ষ্ট্যালিন দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "জনসাধারণের সৃজনীশক্তির উপর অবিশ্বাস (তাহাদের বুদ্ধি যথোচিত বিকশিত হয় নাই এই অছিলায়) মারাত্মক। যদি তাহাদিগকে উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা নিজেদের চালিত করার সঙ্গে সঙ্গে নেতাদেরও পরিচালিত করিতে পারিবে। জনসাধারণের উপর নেতৃত্বের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা চলিবে না। কেননা, জনসাধারণ যেমন পুরাতন ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়াছে, তেমনি নূতনকেও গঠন করিবে। জনসাধারণের সহিত ধাত্রী বা স্কুলমাষ্টারের মত ব্যবহার করিও না। কেননা আমাদের পুঁথি-পুস্তক হইতে তাহারা যতটা শিক্ষালাভ করে তাহাদের নিকট হইতে আমরা তাহাপেক্ষা অধিকতর শিক্ষা লাভ করি। অতএব জনসাধারণের সহিত একত্র হইয়াই আমরা প্রকৃত শাসনতন্ত্র গঠন করিতে পারিব।" বলশেভিক দলের নেতৃত্ব দ্বারা জনসাধারণকে পীড়ন করিয়া বাধ্য করার ষ্ট্যালিন বিরোধী ছিলেন; জনসাধারণকে বুঝাইয়া ঠিক পথে আনাই ছিল তাঁহার প্রস্তাব।

লেনিনের "নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" প্রবর্ত্তনের পর হইতেই ট্রট্স্কি তাঁহার নৈষ্ঠিক মার্কস্‌বাদের ব্যাখ্যা প্রচার করিতেছিলেন। থিয়োরী-বিলাসী ট্রট্স্কি—বিশ্ববিপ্লব ব্যতীত রাশিয়ায় কম্যুনিজম্ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব—তত্ত্বের দিক হইতে এই ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, পক্ষান্তরে ষ্ট্যালিন বলিলেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিয়াই সাম্যবাদীদের অগ্রসর হইতে হইবে। এই কারণেই লেনিন, তথাকথিত মতবাদের গোঁড়ামীর পরিবর্ত্তে বাস্তব অবস্থার দিক হইতে কর্ম্মপন্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পার্টির সম্মুখে মার্কস্-লেনিনের আদর্শ সুস্পষ্ট রাখিবার জন্য ষ্ট্যালিন এই

কালে বহু তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৯২৬-র জানুয়ারীতে ঐগুলি "Problems of Leninism" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি সোভিয়েট রাশিয়ায় এবং পরবর্ত্তীকালে সমগ্র জগতে লক্ষ লক্ষ নরনারী পাঠ করিয়াছে। রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম্মধারার ক্রমবিকাশ এবং বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলন পরিচালনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশ্লেষণে ষ্ট্যালিন তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

কেবল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া নহে, একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন যে সম্ভব, পার্টির সহায়তায় ষ্ট্যালিন তাহা প্রমাণ করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু বাহিরে ধনতন্ত্রও মহাযুদ্ধের টাল সামলাইয়া লইতেছে; ট্রট্স্কি-পন্থীরা বলিলেন, ইহার ফলে রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ষ্ট্যালিন উত্তর দিলেন, "আমরা আত্মস্থ হইবার দুইটি চেষ্টা দেখিতেছি। এক প্রান্তে ধনতন্ত্র নিজেদের সামলাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ ও অধিকতর বিস্তারের পথ দেখিতেছে, অন্য প্রান্তে সোভিয়েট-ব্যবস্থা নবলব্ধ জয়কে আয়ত্তে আনিয়া অধিকতর বিজয়ের দিকে অগ্রসর—কে জয়লাভ করিবে ইহাই প্রশ্ন। এই দুইটি ব্যবস্থা পাশাপাশি কেমন করিয়া চলিবে এবং তাহার পরিণাম কি? কারণ আজ সুসংহত সর্ব্বগ্রাসী ধনতন্ত্র আর নাই। জগত আজ দুই পৃথক শিবিরে বিভক্ত। বৃটিশ ও আমেরিকান মুলধনের নেতৃত্বে চালিত ধনতন্ত্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে চালিত সমাজতন্ত্র। এই দুই শিবিরের আপেক্ষিক শক্তিদ্বারাই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

"আমরা কোন পথে চলিব? আমরা কি আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র

প্রতিষ্ঠা করিব? যদি সোভিয়েট ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক গঠন-কার্য্যে কৃতকার্য্য হয়, তাহার ফল কি হইবে? অন্যান্য দেশে ধনতন্ত্রের সহিত সংগ্রামরত গণশক্তির বৈপ্লবিক শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। গণশক্তির বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের সংগ্রামকে দুর্ব্বল করিবে এবং বিশ্বসাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে।"

১৯২৫ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টির চতুর্দ্দশ কংগ্রেসে ষ্ট্যালিন কলকারখানা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। চারি বৎসর কাল সোভিয়েট পরিকল্পনা অনুসারে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। এখন এই বিদ্যুৎশক্তিকে কলকারখানার কাজে লাগাইয়া যত শীঘ্র সম্ভব অগ্রগামী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সমকক্ষ হইতে হইবে। শিল্প-বাণিজ্যে আন্তর্জ্জাতিক সামঞ্জস্য বিধানের ট্রট্স্কি-তত্ত্ব তিনি মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন। রাশিয়ার আভ্যন্তরীন গঠন-কার্য্যের ফলে বিপ্লবের সমাধি হইবে ইহা ষ্ট্যালিন বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন, "বর্ত্তমান জগতে এঙ্গলো-স্যাক্সন ধনতন্ত্র ও সোভিয়েট সোসালিজ্‌ম্ এই দুই পৃথক ব্যবস্থা চলিতেছে। সেভিয়েট সোসালিজ্‌ম্ উহার প্রতিক্রিয়া ব্যর্থ করিবে, কেননা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষয়রোগ দেখা দিয়াছে।" ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের অর্থনৈতিক সঙ্কটের তিন বৎসর পূর্ব্বেই ষ্ট্যালিন এই ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন।

১৯২৭ সালের পঞ্চদশ কংগ্রেসে কৃষিকার্য্যে সমবায় পদ্ধতি ও যন্ত্রবিজ্ঞান প্রয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হইল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা জার-শাসিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতি লাভ করিল। কৃষিপণ্যের পরিমাণ শতকরা আট ভাগ এবং কল-কারখানার উৎপাদন শতকরা ১২ ভাগ বাড়িল। জারের আমলে

১৯১৩ সালে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৬,৫০০, মাইল, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তাহা বাড়িয়া ৪৮,২০০ মাইল হইল। শ্রমিকদের উপার্জ্জন প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ বাড়িল। শিক্ষা বিভাগের বিস্তার হইল বিস্ময়কর। ১৯২৫ সালে সোভিয়েট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯১৩ সাল অপেক্ষা ২২ লক্ষ ৫০ হাজার অধিক ছাত্র দেখা গেল। বহু কারিগরি শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। কলকারখানা ও যন্ত্রশক্তিতে সোভিয়েট রাশিয়া আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী এবং ফ্রান্সের পরেই স্থান লাভ করিল। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিক দিয়া বিচার করিলে ১৯২৭ সালে দেখা যায় কলকারখানা ও বাণিজ্যের শতকরা ১৪ ভাগ ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত এবং ৭৭ ভাগ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ও অবশিষ্ট সমবায়-নীতিতে পরিচালিত। কৃষিকার্য্যের শতকরা পৌনে তিনভাগ সমাজতান্ত্রিক এবং শতকরা ৯৭ ভাগ কৃষকদের ব্যক্তিগত অধিকারে ছিল। আভ্যন্তরীন ব্যবসায়ের শতকরা প্রায় ৮২ ভাগ সমাজতান্ত্রিক এবং মাত্র ১৮ ভাগ ব্যক্তিগত।

১৯২৭-র পর হইতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা লইয়া সোভিয়েট রাশিয়া কৃষির উন্নতিতে মনোনিবেশ করিল।

রাশিয়ায় কম্যুনিষ্টপার্টির বিরুদ্ধ দল ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রবল হইয়া উঠে। এই সময় চপলমতি জিনোভিফ ও কামেনফও ট্রট্স্কির সহিত যোগ দেন। এই বিরুদ্ধতা কেবল রাশিয়ার দলের বিরুদ্ধে নহে, সমগ্র সাম্যবাদী আন্তর্জ্জাতিক দলের বিরুদ্ধেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহার গোপন ষড়যন্ত্র এবং আক্রমণের অধিকাংশই ষ্ট্যালিনকে সহ্য করিতে হয়, কেননা সাম্যবাদী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠদের তিনিই নেতা ছিলেন। ইহাকে ষ্ট্যালিন-ট্রট্স্কির ব্যক্তিগত কলহরূপে কেহ কেহ

বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ বা ট্রট্স্কিকেই খাঁটি সাম্যবাদী বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। ব্যক্তির দিক হইতে না দেখিয়া সাম্যবাদের আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতির দিক হইতে বিচার করিলে এই বিরোধের কারণ নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।

রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি রাষ্ট্রের একটা প্রধান শক্তি। কৃষক-শ্রমিকের অগ্রগামী প্রতিনিধি হিসাবে এই দল একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন ও পরিচালনের কাজে নিযুক্ত। এই কার্য্য একেবারে নূতন, জগতের কোন দেশে ইহার পরীক্ষা হয় নাই; কাজেই তাহাদের সম্মুখে কোন দৃষ্টান্ত নাই, অতীতের কোন অভিজ্ঞতা নাই, চলার গতিবেগের সহিত তাহাদিগকে পথও স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। এই অবস্থার মধ্যে পার্টির সংহতি ও ঐক্যের সর্ব্বাধিক প্রয়োজন। অনিবার্য্য ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-সমালোচনাও করিতে হইবে; কিন্তু যখন পার্টির সম্মুখে বিরাট পুনর্গঠন ও নবনির্ম্মান সমস্যা, তখন পদে পদে বাধা, প্রতিবাদ এবং প্রত্যেক ব্যাপারে বিরুদ্ধতা অবলম্বন সাম্যবাদীর কাজ নহে। অথচ মনুষ্য-প্রকৃতি এইরূপ যে একবার বিরুদ্ধতায় প্রবৃত্ত হইলে তাহার মনোভাব বিকৃত হইয়া উঠে। সে অতিরঞ্জনের দিকে অগ্রসর হয়, এমন কি অজ্ঞাতসারে আত্মঘাতী সংগ্রামলিপ্সু হইয়া উঠে। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ঈর্ষাই এই অবস্থার একমাত্র কারণ নহে, যদিচ উহা অন্যতম প্রধান কারণ। ট্রট্স্কি অত্যন্ত আত্মাভিমানী ও খেয়ালী। তিনি কোন সমালোচনা সহ্য করিতে পারিতেন না। সকলের উপরে কর্ত্তা হইতে না পারিয়া তিনি নিরাশ হইলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অপব্যবহার করিয়া সাম্যবাদের এক অবাস্তব ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি উপস্থিত কর্ত্তব্যকে পরিহার করিতে

লাগিলেন। বিরুদ্ধতা করিতে হইলে মতবাদের অস্ত্রাগার হইতে পছন্দ মত অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে ট্রট্‌স্কির শক্তির অভাব ছিলনা। সর্ব্বত্র দোষ দর্শন করিবার প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারিয়া তিনি নিজেকে অধিকতর বিপ্লবী বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিন্তার এই গতি, এই মানসিক অভ্যাস এবং বুদ্ধির অস্থিরতা, তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ, কম্যুনিষ্ট পার্টির নিকট অশ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিল। তিনি ক্রমে নিম্নমধ্যশ্রেণীর সুবিধাবাদীর নৈতিক ভীরুতা ও বুদ্ধির ভণ্ডামী অবলম্বন করিয়া সংস্কার-পন্থী হইয়া উঠিলেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে মার্কস্‌বাদের মুখোসও তিনি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। রাষ্ট্রে সুপ্রতিষ্ঠিত একটা পার্টির কাজ এইরূপ বিতর্কমূলক নহে। বিরুদ্ধবাদীরা আত্মসমালোচনা ছাড়িয়া আত্মবিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার কুফল হইল এই যে তাঁহারা সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ হইতে ক্রমে পৃথক হইয়া পড়িলেন। এমনকি গণতান্ত্রিক উপায়েও তাঁহারা সামঞ্জস্য বিধান করিতে অপারগ হইলেন। অবশেষে যে কোন উপায়ে ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ একটা সঙ্কট আসিতে পারে, লেনিন ইহা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তাঁহার চেষ্টায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছিল; "পার্টির প্রত্যেক সদস্যকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে পার্টির ভুলগুলির সমালোচনা করিবার, পার্টির মূলনীতি বিশ্লেষণ করিবার, কার্য্যক্ষেত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতা বিচার করিবার এবং বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া ভুলের প্রতিকারোপায় নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ইহা হইতে যেন কোন ব্যক্তি বিশেষের নির্দ্দেশ মুখ্য হইয়া না উঠে এবং কোন ক্ষুদ্র দল যেন স্বতন্ত্রভাবে

আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়। প্রত্যেক আলোচনাই দলের সমস্ত সদস্যের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে।" কিন্তু ট্রট্স্কি এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি এবং আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদী সঙ্ঘের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিলেন। বাহির হইতে দেখিলে ইহা সমাজতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা বলিয়া বোধ হয়। কতকাংশে ইহা সত্য। ধনতান্ত্রিক জগতের কেন্দ্রস্থলে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তি ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা সন্দিহান ছিলেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না যে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থার কৃষকদিগকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে আনা সম্ভব হইবে। তাহার উপর রাষ্ট্রচালিত কলকারখানাকে তাঁহারা মূলতঃ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালিত কলকারখানার ব্যবস্থার অনুরূপ বলিয়া সমালোচনা করিতে লাগিলেন। দলের মধ্যে উপদল গঠন করিয়া জিনোভিফ, কামেনফ এবং ট্রট্স্কি দীর্ঘকাল হইতেই একটা "বিরুদ্ধদল" সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিলেন। লেনিনের জীবিতকালেও তাঁহারা এই বিরুদ্ধতা দেখাইয়াছেন। এখন ষ্ট্যালিনকেও উপলক্ষ করিয়া তাঁহারা "লেনিনবাদের পবিত্রতা" রক্ষার জন্য আসলে পার্টির শক্তিকে ভিতর হইতে বিশ্লিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ষ্ট্যালিন একদিন দলের সভায় বিতর্কের উত্তরে বলিলেন, "কমরেড ট্রট্স্কি তাঁহার বক্তৃতায় প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছেন যে "কার্য্যক্ষেত্রে আমরা আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইব। ইহা কি সত্য? না। উহা পুঁজিবাদী হাঙ্গরগণের স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু সত্য নহে।" ষ্ট্যালিন দেখাইলেন যে অর্থনৈতিক দিক হইতে কি সোভিয়েট ব্যাঙ্ক গুলির উপর, কি কলকারখানার উপর, কি বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর,

ঐরূপ কোন প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা নাই, কেননা এইগুলি পূর্ব্ব হইতে জাতীয় সম্পদে পরিণত করা হইয়াছে। অতএব কমরেড্ ট্রট্স্কি কথিত "নিয়ন্ত্রণ" শব্দটীর রাজনীতির দিক দিয়াও কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই।

পঞ্চদশ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে রাজনীতিক ষড়যন্ত্রের বিশেষ বিবরণ পেশ করা হইল। দেখা গেল ট্রট্স্কি এবং তাঁহার অনুচরগণ কেন্দ্রীয় সমিতির মধ্যে স্বতন্ত্র দল গড়িয়াছেন, জিলা ও সহরগুলিতে শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্বতন্ত্র ধনভাণ্ডার এবং গোপন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের পরিবর্ত্তে এই নূতন দলের নিয়ন্ত্রনাধীনে আর একটা আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। পঞ্চদশ কংগ্রেস ট্রট্স্কিকে এই সকল সমিতি-সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল এবং বলশেভিক দলের ক্রমাগত বিরুদ্ধতার পরিবর্ত্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিবার জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু মিলনের আগ্রহ না দেখাইয়া একশ একুশ জন ট্রট্স্কি-পন্থী পাল্টা প্রস্তাব করিয়া স্বাতন্ত্র্যের দাবী উপস্থিত করিলেন। ফলে ট্রট্স্কি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা দল হইতে বহিস্কৃত হইলেন। এই বহিষ্কারের পরও তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগত ভাবে দলে ফিরিয়া আসিবার জন্য দরজা খোলা রাখা হইল। জিনোভিফ, কামেনফ, রাডেক, রাকৃভস্কি ভুল স্বীকার করিয়া দলে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী ট্রট্স্কি তাঁহার জনপ্রিয়তা লইয়া ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা সাফল্যলাভ করিল না দেখিয়া ট্রট্স্কি ষ্ট্যালিনের সহিত সন্ধির জন্য লালায়িত হইলেন। কিন্তু উহা কৌশল মাত্র। কেন্দ্রীয় কমিটি ট্রট্স্কিকে মধ্য এশিয়ায় প্রেরণ করিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ট্রট্স্কি

নির্ব্বাসন হইতে মস্কো ও লেনিনগ্রাডে তাঁহার দলের লোকদের সহিত চিঠিপত্র আদান-প্রদান করিতে লাগিলেন এবং রাজনৈতিক কর্ম্মধারার নির্দ্দেশ দিতে লাগিলেন। বারংবার সাবধান করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও ট্রট্স্কি নিরস্ত হইলেন না, ট্রট্স্কি কিছুতেই বুঝিতে চাহিলেন না যে তাঁহার সমর্থকগণের অধিকাংশই সাম্যবাদবিরোধী এবং সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের শত্রু। অবশেষে কেন্দ্রীয় কমিটি ট্রট্স্কিকে রাশিয়া হইতে বাহির করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল কোন উল্লেখযোগ্য নেতাই ট্রট্স্কির পক্ষসমর্থন করিলেন না। সোভিয়েট রাশিয়ার অন্যতম বিপথ-চালিত অথচ শক্তিশালী নেতা ট্রট্স্কি ১৯২৯-র ১২ই ফেব্রুয়ারী রাশিয়া হইতে চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত হইলেন।

ছয়

সোভিয়েট রাশিয়া নবীন সভ্যতার অগ্রদূত। ধ্বংসোন্মুখ ধনিক সমাজের পরিবেষ্টনীর মধ্যে রাশিয়ায় গড়িয়া উঠিয়াছে এক নূতন সমাজ—যে সমাজে সর্ব্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটাইয়া সর্ব্বমানবের কল্যাণ ও উন্নতিকল্পে এক নবগঠিত-সম্মিলিত মহাজাতি আত্মনিয়োগ করিয়াছে—যে সমাজে জগতের শ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহাবাণীকে প্রতি মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে—যে সমাজে দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা চিরতরে লুপ্ত হইয়াছে। বিনা আয়াসে এই বিরাট কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। জনসাধারণের সমর্থনে এবং বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ লেনিন ও তাঁহার যোগ্য শিষ্য ও সাথী ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট পার্টি কঠোর শ্রম ও কঠিন অধ্যবসায়ের দ্বারা আজিকার সোভিয়েট রাশিয়াকে রূপ দিয়াছেন। ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অচিন্ত্যনীয় সাফল্যই সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন সমাজ ও সভ্যতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯২৮ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ইহার সহিত ষ্ট্যালিনের শক্তি, অধ্যবসায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তরুণ কম্যুনিষ্টদের নেতা ষ্ট্যালিন সমগ্র রাশিয়ায় উৎসাহের এক বিদ্যুৎগতি সঞ্চার করিলেন। ব্যক্তিগত মুনাফার লোভ-হীন সর্ব্বমানবের কল্যাণ ও উন্নতিতে বিশ্বাসী এক মহাজাতি জড় বস্তুপুঞ্জকে বশে আনিবার জন্য আক্রমণ করিল। প্রকৃতিকে বশে আনিতে হইবে, প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের প্রয়োজনে লাগাইতে হইবে। লেনিনের

উৎসাহ ও নির্দ্দেশে বৈদ্যুতিক শক্তি-প্রবাহ-সৃষ্টির যে সকল কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল তাহাকে কলকারখানার উন্নতির কাজে লাগান হইল। যন্ত্র-শক্তিতে অনগ্রসর রাশিয়া তাহার নেতা ষ্ট্যালিনের কণ্ঠে শুনিল, "আমরা পশ্চাৎপদ রাশিয়াকে যন্ত্রশক্তিতে সমুন্নত আধুনিক দেশে পরিণত করিতে চাই, কোন পণ্যের জন্য আমরা ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মুখাপেক্ষী হইব না। সোভিয়েটের শক্তিকে এমন ভাবে সংহত করিতে হইবে যাহাতে সমাজতন্ত্রবাদ বিজয়ী হয়। জোতদার (কুলাক) শ্রেণীকে বিলুপ্ত করিতে হইবে, ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে সমষ্টি-চালিত কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে" এবং এই বৃহৎ ও বিরাট নির্ম্মাণ-কার্য্য বৈদেশিক মূলধনের সহায়তা ব্যতীতই সম্ভবপর হইয়াছিল। ১৯৩২ সালে যখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য ঘোষিত হইল, তখন ইংলণ্ড, আমেরিকা, ইতালী প্রভৃতি দেশের কাগজে ঘোষিত হইতে লাগিল—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে, সোভিয়েট অর্থনীতি দেউলিয়া হইয়াছে। পরাজিত কম্যুনিষ্ট পার্টি আর অধিকদিন রাশিয়ার কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না। সমস্ত শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার দিন নিকটবর্ত্তী। এই সকল বিরুদ্ধ প্রচারকার্য্য স্বাভাবিক, কেননা ঐ সকল দেশের শ্রমিক-শ্রেণীকে রাশিয়ার উন্নতির সত্য সংবাদ না জানিতে দেওয়ায় মধ্যে পুঁজিবাদীদের স্বার্থ জড়িত।

১৯২৮-র পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চার বৎসরেই গড়পড়তা ৯৩ ভাগ সাফল্য অর্জ্জন করিল। জাতীয় উৎপন্ন পণ্য ১৯২৮ হইতে ১৯৩৪-এ তিনগুণ হইল। মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্কের সহিত তুলনায় ১৯৩৩-র উৎপাদন চতুর্গুণ হইল। ১৯২৮-এ শ্রমিক-সংখ্যা ছিল ৯৫ লক্ষ, ১৯৩২-এ আসিয়া দাঁড়াইল ১ কোটী ৩৮ লক্ষে। ইহার মধ্যে প্রধান

প্রধান কলকারখানায় ১৮ লক্ষ, কৃষিকার্য্যে ১১ লক্ষ এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৪২ লক্ষ লোক নূতন কাজ পাইল। ফলে বেকার-সমস্যা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল। বিভিন্ন কলকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত কৃষিকার্য্যে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ প্রায় ২ গুণ বৃদ্ধি পাইল। জাতীয় রাজস্ব এই চার বৎসরে শতকরা ৮৫ ভাগ বাড়িল এবং শ্রমিকদের বেতন ৮০০ কোটী রুবল হইতে ৩০০০ হাজার কোটী রুবলে গিয়া পৌঁছিল। অশিক্ষিত ও নিরক্ষর রাশিয়ায় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের শেষে শতকরা ৬০ জন এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের শেষে শতকরা ৯০ জন লিখিতে পড়িতে শিখিল। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এত বড় অভিযান ও তাহার এত দ্রুত সাফল্য পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও হয় নাই এবং ইহাকেই পুঁজিবাদীদের দালালেরা দেশ-বিদেশে কম্যুনিষ্ট পার্টির ব্যর্থতা বলিয়া প্রচার করিয়াছিল।

শত শত কলকারখানা নবীনভাবে পুনর্গঠিত হইল। অবিশ্বাসী ও সংশয়াতুর শ্রমিক ও কৃষকেরা প্রথমতঃ বিরুদ্ধতা দেখাইলেও ক্রমে ইতিহাস-স্মরণীয় নব-নির্ম্মাণ কার্য্যে যোগ দিল। চার বৎসরে প্রায় ৫০টী নূতন সহর গড়িয়া উঠিল এবং ইহার প্রত্যেকটীর অধিবাসী-সংখ্যা ৫০ হাজার হইতে ২ লক্ষের মধ্যে। এই সকল নূতন সহরে আলো, হাওয়া ও স্বাস্থ্যরক্ষার অতি আধুনিক ব্যবস্থা সমন্বিত গৃহে শ্রমিকেরা বাস করিতে লাগিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার জনসংখ্যা প্রতি তিন বৎসরে এক কোটী করিয়া বাড়িতে লাগিল। কেবল শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি নহে, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলায় নূতন বিকাশ দেখা গেল। সাহিত্যিক ও লেখকগণ নূতন ভাব ও আদর্শের প্রচারক হইলেন। শিক্ষা জাতীয় হিংস্র লোভ ও

প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা রক্ষার জন্য যে ভাবে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহার ধারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শাসক, শিক্ষক, সাংবাদিক প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশে যে ভাবে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর ক্রীতদাসে পরিণত হয়, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় তাহার প্রয়োজন না থাকায় তাহারা স্বাধীনভাবে জনসেবায় প্রবৃত্ত হইল।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এই অভূতপূর্ব্ব সাফল্যে রাশিয়ার প্রধান সমস্যা কৃষক ও কৃষিকার্য্যের সমস্যা সম্পূর্ণরূপে সমাধান হইয়াছিল একথা বলা যায় না। শ্রমিক-সমস্যা ও কৃষক-সমস্যা এক বস্তু নহে। বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন, রক্ষণশীল ও আত্মকেন্দ্রিক কৃষক সমাজের নিকট হইতে প্রবল বাধা পাইতে লাগিল। লেনিন বহু পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের প্রধান বাধা এই যে, রাশিয়া মুখ্যতঃ কৃষিপ্রধান দেশ এবং জমির মালিক ছোট ছোট কৃষকেরা সমাজতন্ত্রবাদ অপেক্ষা ধনতন্ত্রবাদেরই পক্ষপাতী। এই বাধা দূর করিবার জন্য ষ্ট্যালিন অগ্রসর হইলেন। বড় বড় জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে কিছুই অসুবিধা হইল না, কেননা জমিদার ও বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রের অধিকারী বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর মালিকানাসত্ব বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইয়াছিল এবং কালের গতি বুঝিয়া তাঁহারাও নূতন ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের অধিকারী লক্ষ লক্ষ কৃষক তাহাদের পুরুষানুক্রমিক মমত্ব লইয়া স্ব স্ব জমি আঁকড়িয়া পড়িয়া রহিল এবং কিছুতেই সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে সম্মত হইল না। কিছু বলপ্রয়োগ হইল, তাহার ফল হইল বিপরীত। অতিরিক্ত উৎসাহী সাম্যবাদীরা গ্রামে গ্রামে গিয়া নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টায় কৃষকগণকে প্রায় ক্ষেপাইয়া তুলিল। ষ্ট্যালিন পিছু

হটিলেন। ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা এবং লাভ সম্পর্কে কৃষকদের মগজে নূতন তত্ত্ব ঢুকান কঠিন। কিন্তু এই কঠিন কার্য্য ষ্ট্যালিনের নিকট কঠিন মনে হইল না। তিনি বলিলেন যে, কৃষকদিগকে সমাজতন্ত্রের অধীনে আনিতে হইলে তাহাদের বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই তাহাদের আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বিলুপ্ত করিয়া বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রে কলের লাঙ্গলে চাষের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। জমিদারদের বড় বড় কৃষিক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল। কৃষকেরা দেখিল তাহাদের প্রাচীন পন্থা অপেক্ষা এই অভিনব পন্থায় বহুগুণ অধিক শস্য উৎপন্ন হইতেছে। যাহারা ভূমিহীন ক্ষেত মজুর, যাহাদের নাই বলিতে কিছুই নাই তাহারা কপাল ঠুকিয়া সার্ব্বজনীন কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করিল। মধ্যশ্রেণী ও শোষক-শ্রেণী বিলুপ্ত হওয়ায় কৃষক ভূস্বামীরা কিছু সচ্ছলতার সন্ধান পাইয়াছিল। কাজেই তাহারা প্রথমতঃ নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সার্ব্বজনিক কৃষিক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দিতে রাজী হইল না, কিন্তু ক্রমে তাহাদের সন্দেহ দূর হইল। ১৯২৯ সালে শতকরা ৪ ভাগ, ১৯৩০ সালে ২৩ ভাগ, ১৯৩১ সালে ৫২ ভাগ, ১৯৩২ সালে ৬১ ভাগ ও ১৯৩৩ সালে ৬৫ ভাগ কৃষক সার্ব্বজনিক কৃষিক্ষেত্রে এবং সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্যের সরিক হইল। ১৯৩৪ সালের শেষ ভাগে কৃষির উন্নতি এমন একটা অবস্থায় গিয়া পৌঁছিল যে, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট রুটি ও আটার বাঁধা বরাদ্দ বাতিল করিয়া দিলেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতির সুবিস্তৃত ইতিহাস আলোচনা এখানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে, কিন্তু এই বৃহৎ সাফল্যই ষ্ট্যালিন এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণের গঠনমূলক প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয়। বলা বাহুল্য ইহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নাই।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৩২—৩৭) লইয়া কার্য্য আরম্ভ

হইল। ষ্ট্যালিন দেখিলেন সার্ব্বজনিক কৃষিক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্র পাশাপাশি চলিতে পারে না। কম্যুনিষ্ট পার্টি নূতন উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ১৯৩৫ সালে জানুয়ারী মাসেই দেখা গেল শতকরা ৮০ ভাগ জমি সার্ব্বজনীক কৃষিক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং দেশে খাদ্যশস্য ও কলকারখানার প্রয়োজনীয় কাঁচা মালেরও প্রায় অভাব নাই।

একদিকে যেমন জনসাধারণের জীবনযাত্রাপ্রণালী উন্নত হইতে লাগিল, অন্যদিকে কলকারখানায় কৃষিযন্ত্র, কলের লাঙ্গল এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত হইতে লাগিল। কয়লা, তেল, লোহা, তামা এবং রাসায়নিক দ্রব্যের খনিগুলিতে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কাজ চলিতে লাগিল। কয়েক বৎসরেই কলের লাঙ্গলের উৎপাদন পাঁচগুণ এবং মোটর গাড়ীর উৎপাদন আটগুণ বাড়িল। নূতন পরিকল্পনায় মোটের উপর উৎপন্ন পণ্যের সংখ্যা শতকরা ২৬৯ ভাগ বাড়িল। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কমরেড ষ্ট্যালিন চালিত কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব দশ বৎসরে যে অসামান্য সাফল্য লাভ করিল, তাহার মধ্যে যে দুশ্চিন্তার অবকাশ ছিল না এমন নহে।

মহাযুদ্ধের পর সমষ্টিগত নিরাপত্তার নামে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রবর্ত্তন হইল তাহা শান্তিরক্ষা অপেক্ষা অশান্তির দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল। ভার্সাই সন্ধির অসামঞ্জস্যে ইউরোপে নানা আকারে অশান্তি দেখা দিতে লাগিল, জার্ম্মানী দস্যুবৃত্তির জন্য গোপনে বল সঞ্চয় করিতে লাগিল, জাপান এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিযানে বহির্গত হইল। ফাশিষ্ট দল লইয়া মুসোলিনী আফ্রিকায় "রোম সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। নব অভ্যুত্থিত নাৎসীনায়ক হিটলারকে সম্মুখে রাখিয়া জার্ম্মানীর বণিক, জমীদার ও সামরিক অভিজাতবর্গ পুনরায় পৃথিবীতে আধিপত্য করিবার দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিস্ময়কর উন্নতি দেখিয়া ধনতান্ত্রিকগণ চমকিত হইলেন। সমাজতন্ত্রবাদের এই আগ্নেয়গিরির পাশে নিশ্চিন্তে বাস করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। অন্যদিকে সোভিয়েটের নেতারাও দেখিলেন, পরস্পর প্রতিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া জগতের শান্তির বিঘ্ন ঘটাইতে পারে। এই কারণে তাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্য দিয়া অংশ গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। অনেক বিবেচনা করিয়া ইউরোপের বড় কর্ত্তারা রাষ্ট্রসঙ্ঘে সোভিয়েট-প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সোভিয়েট-প্রতিনিধি লিটভিনফ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যোগ দিলেন এবং প্রথমে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনায়কগণ অতটা অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহাদের ভণ্ডামির ফলে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক ব্যর্থ হইল। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া তাহার শান্তিনীতিতে অটল রহিলেন। প্রথমে চিচেরণ এবং পরে লিটভিনফ কর্ত্তৃক সোভিয়েটের পররাষ্ট্রনীতি সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইয়াছে। সপ্তদশ কংগ্রেসে ষ্ট্যালিন বলিলেন, "আমরা জগতে শান্তি রক্ষার একটা প্রধান অংশ; কিন্তু আমাদের চারিদিকে এমন কতকগুলি রাষ্ট্র একত্রিত হইয়াছে যাহারা পুনরায় যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিতে চাহিতেছে এবং এই ষড়যন্ত্র ও শাঠ্যের উপর আমাদের কোন হাত নাই।" অর্থাৎ আর একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যে ঘনাইয়া আসিতেছে সে সম্বন্ধে সোভিয়েট নেতারা নিঃসন্দেহ হইলেন। পূর্ব্বদিকে জাপান এবং পশ্চিমে জার্ম্মানী দুশ্চিন্তার স্থল হইয়া উঠিল। মাঞ্চুরিয়ার জিহোল গ্রাস করিয়া জাপান পূর্ব্ব এশিয়ায় সোভিয়েট-সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিল। এই সময় ষ্ট্যালিন ঘোষণা করিলেন, "আমরা অন্য কোন দেশের এক হাত জমিও চাহি না,

কিন্তু আমাদের দেশের এক যব পরিমিত ভূমিও কাহাকেও দিব না।" ইউরোপের পররাষ্ট্র নীতিতে দুর্য্যোগ ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। সোভিয়েট-নেতারা বুঝিলেন, আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইবার দিন আসিয়াছে। সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধ সর্ব্বব্যাপী হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক গৃহযুদ্ধ নানা দিক দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। শান্তিবাদী হইয়াও সাম্যবাদী দল দেখিলেন ঐতিহাসিক নিয়তির এই অনিবার্য্য সম্ভাবনার উপর তাঁহাদের কোন হাত নাই। বিগত মহাযুদ্ধে বিদ্রোহে বিপ্লবে ইউরোপে যেমন ভাবে ভাঙ্গাগড়া হইয়াছে, ভাবী যুদ্ধে তাহা অধিকতর ব্যাপক ও দূরপ্রসারী হইয়া দেখা দিবে। যাহারা সাম্যবাদ-বিরোধিতার নামে মানবের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারাই অগ্রগতিকে অধিকতর দ্রুত করিবে।

১৯৩০-৩৩-এর জগদ্ব্যাপী অর্থসঙ্কটের দিনে শিল্প বাণিজ্যে অতি অগ্রসর দেশগুলিতে যে সঙ্কট দেখা দিল, তাহাতে শিল্পপণ্যের উৎপাদন ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের সহিত তুলনায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৬৫ ভাগ, গ্রেট-বৃটেনে শতকরা ৮৬ ভাগ, জার্ম্মানীতে ৬৬ ভাগ এবং ফ্রান্সে ৭৭ ভাগ কমিয়া গেল। পক্ষান্তরে ১৯২৯-এর তুলনায় সোভিয়েট রাশিয়ায় পণ্য-উৎপাদন ক্রমে বাড়িয়া ১৯৩৩-এ শতকরা ২০১ ভাগ বাড়িল। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অপেক্ষা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও উন্নততর তাহা যেমন বুঝা গেল, তেমনি দেখা গেল জগদ্ব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। পূর্ব্বকথিত দেশগুলিতে শ্রমিক বেকারের সংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় আড়াই কোটী। ক্ষুধা, দারিদ্র্য-দুঃখে তাহারা জর্জ্জরিত হইল এবং ইহার ফলে কোটী কোটী কৃষকের কি দুর্দ্দশা হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই অর্থনৈতিক সঙ্কটে সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক দেশ এবং পরাধীন দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক স্ববিরোধিতা প্রবল হইয়া উঠিল, কল-কারখানার মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে, জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে অশান্তি অসন্তোষ নানা আকারে দেখা দিতে লাগিল।

কম্যুনিষ্ট পার্টির ষোড়শ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষ হইতে ষ্ট্যালিন বলিলেন যে, এই অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বুর্জ্জোয়া শ্রেণী একদিকে ফাশিষ্ট ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রমিক সংহতি দলন করিবে, অন্যদিকে অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল হিংস্র এবং সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিকেরা যুদ্ধ বাধাইয়া উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলি অধিকার করিবার চেষ্টা করিবে অথবা দুর্ব্বল জাতিগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া অর্থনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করিবে। ষ্ট্যালিনের এই ভবিষ্যৎবাণী বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছিল।

১৯৩২ সালে যখন ইউরোপের শক্তিগুলি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের ঘরোয়া অর্থনৈতিক সঙ্কটে অত্যন্ত বিব্রত ছিল, তখন জাপ সাম্রাজ্যবাদীরা সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া সামরিক শক্তিতে দুর্ব্বল চীনের উপর চাপ দিতে লাগিল এবং প্রভুত্ব বিস্তারে প্রয়াসী হইল। তথাকথিত ‘স্থানীয় ঘটনার ছল’ ধরিয়া জাপ সাম্রাজ্যবাদীরা ন্যায়-নীতি পদদলিত করিয়া দস্যুর মত চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই মাঞ্চুরিয়ায় সৈন্য চালনা করিল। জাপ-বাহিনী মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া সমগ্র উত্তর চীন জয় এবং সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইল। জাপান স্বাধীনভাবে লুণ্ঠন-নীতি চালাইবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাহিরে চলিয়া গেল।

এই ঘটনায় উচ্চকিত হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্স পূর্ব্ব

এশিয়ায় তাহাদের নৌ-ঘাঁটিগুলি দৃঢ় ও অস্ত্রসজ্জিত করিতে লাগিল। চীন হইতে ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে বিতাড়িত করাই যে জাপানের অভিপ্রায়, ইহা গোপন রহিল না। জাপান ঐ শক্তিগুলির সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে প্রবৃত্ত না হইয়া সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া অতি দ্রুত সৈন্য সমাবেশ এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি শক্তিশালী করায় জাপান মাঞ্চুরিয়ার উত্তরে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস পাইল না।

অর্থসঙ্কটে কেবল পূর্ব্ব এশিয়ার মত ইউরোপেও ধনতান্ত্রিক স্ববিরোধিতা তীব্র হইয়া উঠিল। দীর্ঘস্থায়ী কলকারখানা ও কৃষি ব্যবস্থার সঙ্কট, বিপুল বেকার্‌সমস্যা এবং দরিদ্র শ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধিত দুরবস্থা শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি প্রধূমিত করিল। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে বৈপ্লবিক মনোভাব লক্ষ্য করা গেল। বিগত মহাযুদ্ধে ক্লান্ত-শ্রান্ত জার্ম্মানীতেই এই অবস্থা উগ্র হইয়া উঠিল। এংলো-ফরাসী বিজেতার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ জোগাইতে হৃতসর্ব্বস্ব জার্ম্মানী অর্থনৈতিক সঙ্কটে অধিকতর বিপন্ন হইয়া পড়িল। শ্রমিক শ্রেণী স্বদেশের শাসক ও শোষক এবং বৃটিশ ও ফরাসী বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর দাবী—এই দুই চাপে পড়িয়া অস্থির হইয়া উঠিল। ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেখা গেল ১৯৩২ সালে জার্ম্মান জনসাধারণ রাইকষ্ট্যাগের নির্ব্বাচনে জার্ম্মান কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ৬০ লক্ষ ভোট দিয়াছিল। জার্ম্মান বুর্জ্জোয়া শ্রেণী এই ঘটনায় বুঝিলেন যে, বিপদের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। জার্ম্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্রাট দল স্থির করিলেন শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে হইবে। অন্যথায় তাহারা বৈপ্লবিক শক্তিগুলির সহিত যোগ দিয়া যে কোন মুহূর্ত্তে অনর্থ ঘটাইতে পারে। অন্য দিকে জার্ম্মানীর ধনিক ও

সামরিক অভিজাত শ্রেণী তথাকথিত পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকার হরণ করিয়া বুর্জ্জোয়া জাতীয়তাবাদী ডিক্টেটরশিপ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইলেন। এইরূপ একটা ভীতিমূলক শাসন ব্যতীত শ্রমিক শ্রেণীর অসন্তোষ দমিত হইবার নহে। জার্ম্মান ধনিক শ্রেণীর আর একটা সুবিধা ছিল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর চিত্তে মহাযুদ্ধের পরাজয়ের অপমান-বেদনা এবং তাহার প্রতিশোধ স্পৃহা। ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে আক্রোশ এবং তাহার সংশোধনের দাবী লইয়া ফাশিষ্ট বা নাৎসী দল প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। জনসাধারণকে ধাপ্পা দিবার জন্য এই দল "জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল" এই নাম গ্রহণ করিল। এই দলকে প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু ও বিরোধী জার্ম্মান ধনিক ও অভিজাত সামরিক শ্রেণী মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। জাতীয় গৌরব-বুদ্ধি লইয়া জাগ্রত শিক্ষিত নিম্ন মধ্যশ্রেণীর উপর এই দল প্রভাব বিস্তার করিল। যাহাদের হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিল সেই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতাগণ শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃতঘ্নতা করিয়া গোপনে নাৎসী দলের সহিত আপোষ করিতে লাগিলেন। ১৯৩৩ সালে জার্ম্মান নাৎসী দলের সাফল্যের কারণ এই।

জার্ম্মানীর ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া সপ্তদশ কংগ্রেসের বিবৃতিদান প্রসঙ্গে ষ্ট্যালিন বলিয়াছিলেন, "জার্ম্মানীতে ফাশিজম্-এর সাফল্যের কারণ কি? কেবল শ্রমিক শ্রেণীর দুর্ব্বলতা নয়। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল কর্ত্তৃক শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নয়, যদিও ঐ দল ফাশিজম্ এর পথ প্রস্তুত করিয়াছে। আসল কারণ বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর মৌলিক দুর্ব্বলতা। পার্লামেণ্টারি পদ্ধতির পুরাতন উপায়ে বুর্জ্জোয়া শ্রেণী

শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে পারিতেছিল না এবং বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র এই অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদী উপায় অবলম্বন করিয়াছিল।”

এই সন্ত্রাসবাদের সূত্র ধরিয়াই জার্ম্মান নাৎসীরা তাহাদের ঝটিকা-বাহিনী লইয়া দেশময় ভীতির বিভীষিকা সৃষ্টি করিল। গুপ্তহত্যা, ভদ্রব্যক্তিদের অতর্কিত লাঞ্ছনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিল। পুলিশ এই অরাজক অত্যাচার দমন করিবার কোন উৎসাহ দেখাইল না। সাহস পাইয়া নাৎসীরা রাইকৃষ্ট্যাগ গৃহ দগ্ধ করিল, শ্রমিক সঙ্ঘগুলি দমন করিবার জন্য বর্ব্বর অত্যাচার সুরু করিল, অবশেষে বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাধীনতা বিলুপ্ত করিল। পররাষ্ট্রনীতিতে তাহারা রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিল এবং প্রকাশ্য ভাবে ভার্সাই সন্ধি বাতিল করিবার জন্য এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ভৌগলিক সীমা জার্ম্মানীর সুবিধামত রদবদল করিবার জন্য যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হইল। এইভাবে ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ রোপিত হইল এবং অতিবিস্ময়কর দ্রুততার সহিত উহা ফলে পুষ্পে সুশোভিত হইল।

স্বাভাবিকরূপেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এই ঘটনায় সতর্ক সাবধানতা অবলম্বন করিল এবং পশ্চিম ইউরোপের ঘটনাবলীর প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত করিতে অগ্রসর হইল।

পশ্চিম ইউরোপের তথাকথিত শান্তি ঘোষণা স্বাভাবিকরূপেই সোভিয়েট নেতাগণ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা পররাষ্ট্র নীতিতে শান্তির পথ ধরিয়াই চলিলেন। যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহা হইলে তাহা কোন দেশকে অব্যাহতি দিবে না, ইহা বুঝিয়াই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সমরসজ্জায় মনোনিবেশ করিলেন। যুদ্ধ যেখানে

যাইবে ঐতিহাসিক অনিবার্য্য নিয়তির মত বিপ্লবও সেখানে যাইবে—মহাযুদ্ধের মধ্যে ও পরে ইহাই দেখা গিয়াছে। জার্ম্মান সমর-নায়কগণ মানব সভ্যতার অগ্রগতি রোধ করিতে গিয়া উহাকে অধিকতর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদের বিজয় অভিযানের সাফল্যে কম্যুনিষ্ট পার্টি আত্মহারা হইলেন না। কেননা রাশিয়ার অভ্যন্তরে সম্পত্তিহীন ধনী সমাজের বংশধরগণ পূর্ব্বাধিকার ফিরিয়া পাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই। ইহাদিগকে ঘিরিয়া তথাকথিত ভদ্রসমাজ সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের দোষ ত্রুটি উদ্ঘাটন করিয়া অসন্তোষ প্রচার করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য এই গোপন ষড়যন্ত্রকারীরা রাশিয়ার বাহিরে সাম্যবাদের শত্রু নাৎসী ফাশিষ্টদের সহায়তা প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন। অথচ মুখে কম্যুনিষ্ট পার্টির অপরিমিত প্রশংসা ইহারা সর্ব্বদাই করিতেন।

সপ্তদশ কংগ্রেসে বুখারিন, রয়কফ্, টোমস্কি অনুতাপপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া সাম্যবাদী দলের প্রশংসায় গগন বিদীর্ণ করিলেন। কিন্তু কংগ্রেস তাঁহাদের আন্তরিকতাহীন বক্তৃতাগুলির চাতুরি ধরিয়া ফেলিল। দলের সাফল্যে অতিরিক্ত গুণকীর্ত্তন অপেক্ষা সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রগতিতে আত্মনিয়োগই সাম্যবাদীদের কর্ত্তব্য। এই কংগ্রেসে ট্রট্স্কি-পন্থী জিনোভিফ, কামেনফ অতীতের ভুলের জন্য নিজেদের ধিক্কার দিলেন এবং দলের সমুচ্চ প্রশংসা করিলেন। এই সকল নেতার বিরক্তিকর আত্মনিন্দা এবং দলের কৃত্রিম প্রশংসার অন্তরালে মলিন ও ভয়ব্যাকুল বিবেককে ঢাকিবার প্রয়াস প্রচ্ছন্ন রহিল না। তবে সাম্যবাদী দল তখনও বুঝিতে পারে নাই যে যাঁহারা কংগ্রেসে আসিয়া এইরূপ বিনয়পূর্ণ বক্তৃতা

করিতেছেন তাঁহারাই কমরেড কিরোভকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন।

১৯৩৪ সালের ১লা ডিসেম্বর কমরেড কিরোভ আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। আততায়ী হাতে হাতে ধরা পড়ে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে জিনোভিফ-চালিত লেনিনগ্রাডের সোভিয়েট-বিরোধী গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারী দলের সদস্য এক যুবক প্ররোচিত হইয়া এই কার্য্য করিয়াছে। কিরোভ দলের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং লেনিনগ্রাডের শ্রমিক শ্রেণী তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। কিরোভের হত্যাকাণ্ডে রাশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে তীব্র রোষের সৃষ্টি হইল। সোভিয়েট পুলিশ ঘটনার সূত্র ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, ১৯৩৩ সাল হইতেই প্রতি-বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী দল সাম্যবাদী নেতাদিগকে হত্যার ষড়যন্ত্র করিতেছে। কেবল তাহাই নহে এই দল বৈদেশিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইতে রীতিমত অর্থসাহায্য পাইতেছে। অথচ এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের নেতারা নিরীহ ভালমানুষ সাজিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যেই রহিয়াছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ আদালতে এই সকল সদস্যের প্রকাশ্য বিচার হইল এবং তাহারা চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই "মস্কো কেন্দ্রের প্রতি-বিপ্লবী দলের গুপ্ত প্রতিষ্ঠান" আবিষ্কৃত হইল। প্রাথমিক তদন্ত এবং প্রকাশ্য বিচারে দেখা গেল যে জিনোভিফ, কামেনফ, জেফ্‌ডোকিমফ্ প্রভৃতি নেতারা তাঁহাদের অনুচরদিগকে কি ভাবে সন্ত্রাসবাদে দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যদিগকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। অথচ কিরোভের হত্যাকাণ্ডের পর এই জিনোভিফ, কামেনফই বিলাপে পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন এবং তীব্র ভাষায় প্রতিশোধ দাবী করিয়াছিলেন।

আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া জিনোভিফ, কামেনফ তাঁহাদের অপরাধ স্বীকার করিলেন, কিন্তু ট্রট্স্কির সহিত তাঁহাদের যোগাযোগ স্বীকার করিলেন না এবং তাঁহারা যে ফাশিষ্ট দলের গুপ্তকার্য্য করিতেছেন ইহাও গোপন রাখিলেন। কিরোভের হত্যাকাণ্ডের পর এই সকল বিশ্বাসঘাতক নেতার ষড়যন্ত্র আবিষ্কার ও জনসাধারণের নিকট তাহা প্রমাণ করিতে এক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। আদালতে যখন প্রামাণ্য দলিলাদি উপস্থিত করা হইল তখন দেখা গেল যে এই ষড়যন্ত্র নেতৃবৃন্দকে হত্যা করিয়া ক্ষমতা অধিকারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্ষমতার লোলুপতা ইহাদিগকে বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টর গুপ্তচরে পরিণত করিয়াছিল। এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতা কোন গভর্ণমেণ্টই ক্ষমা বা উপেক্ষা করিতে পারেন না। ১৯৩৬ সালে মস্কো সহরে এই ইতিহাস-স্মরণীয় ষড়যন্ত্র মামলার বিচার হইল। বিচারে প্রমাণ হইল যে উহারা জাপান এবং জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলেই তাহারা নাৎসী ফাশিষ্টদের সহিত যোগ দিয়া সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের পরাজয়ের সহায়তা করিবে।

ষড়যন্ত্রের ব্যাপকতায় ও গভীরতায় কম্যুনিষ্ট পার্টির চমক ভাঙ্গিল। কেন্দ্রীয় কমিটি দলের সমস্ত সঙ্ঘের নিকট কিরোভের হত্যাকাণ্ডের পর এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিলেন।

(১) "সুবিধাবাদীর মূঢ় সন্তোষ লইয়া যদি আমাদের মধ্যে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা হইয়া থাকে যে আমরা যতই শক্তিশালী হইতেছি আমাদের শত্রুরা ততই নিরীহ ভালমানুষ হইতেছে তাহা হইলে উহা অবিলম্বে পরিহার করা কর্ত্তব্য। এই মতবাদ ভ্রান্ত। আমাদের শত্রুরা ক্রমে ক্রমে সমাজতন্ত্রবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে এবং পরিণামে খাঁটি সমাজ-

তন্ত্রবাদী হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা বামপন্থী বৈপ্লবিকদের পক্ষে অন্যায়। বলশেভিকদের সাফল্যের গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া সুখ-শয্যায় নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। আমাদের সন্তোষের পরিবর্ত্তে সাবধান হইতে হইবে। বলশেভিক বিপ্লবীর চরিত্রগত সতর্কতা সজাগ রাখিতে হইবে। ইহা কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে শত্রুরা যতই নিরাশ হইবে ততই মরিয়া হইয়া তাহারা সোভিয়েটশক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য চরম পন্থা অবলম্বন করিবে। অতএব আমাদের চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

(২) পার্টির সদস্যদিগকে পার্টির অতীত ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে এবং আমাদের পার্টির বিরোধী ক্ষুদ্র বৃহৎ দলগুলির অতীত কার্য্যকলাপ উত্তমরূপে প্রত্যেককে জানিতে হইবে। তাহাদের আক্রমণ পদ্ধতি তাহাদের কৌশল কিরূপ ছিল এবং কি উপায়ে আমাদের পার্টি ঐসকল কৌশল ব্যর্থ করিয়াছে এবং প্রতি-বিপ্লবী দলকে আমরা কি ভাবে পরাজিত করিয়াছি তাহার খুঁটিনাটি তথ্য প্রত্যেক সদস্যকে জানিতে ও জানাইতে হইবে। অতীতের প্রতি-বিপ্লবী দলগুলি এবং বর্ত্তমানে সাম্যবাদবিরোধী যে সকল দল রাশিয়ায় আছে তাহাদের ইতিহাস ও কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কে সমস্ত খবর রাখিতে হইবে। এক কথায় আমাদের পার্টির প্রত্যেক সদস্য দলের ইতিহাস নিপুণভাবে পাঠ ও আলোচনা করিবেন।”

এই সময় হইতে সাম্যবাদীদলের পুনর্গঠন সুরু হইল। অবিশ্বাসী দিগকে দল হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। ১৯৩৫-এর ২৫শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির সদস্য হইবার ও সদস্য থাকিবার কঠোর নিয়ম-কানুন প্রবর্ত্তন করিলেন। যাহাকে তাহাকে সদস্য করা নিষিদ্ধ হইল।

কৃষক এবং বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে যাহারা প্রত্যক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত তাহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া সদস্য-সংগ্রহ চলিতে লাগিল। পার্টির মধ্যে বিশ্বাসঘাতক প্রতি-বিপ্লবীরা প্রবেশ করিতে না পারে এবং যাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট তাহারা যাহাতে উপযুক্ত শাস্তি-লাভ করে সে জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টি সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

সাত

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল যে ইউরোপীয় জাতিগুলি একদিকে ফাশিজম্-এর দিকে অগ্রসর হইতেছে, অন্যদিকে আর একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণের বিপুল আয়োজনে অর্থনৈতিক সঙ্কট কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইলেই অদূর ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা ইউরোপের বুকে দুঃস্বপ্নের মত চাপিয়া বসিল। কিরূপে এই অনিবার্য্য ও জটিল সমস্যার উদ্ভব হইল তাহা বিচার ও বিশ্লেষণ করা খুব কঠিন নহে।

উনবিংশ শতাব্দীতে অতীতের সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল তখন নবজাগ্রত মনুষ্য সমাজে রাজনীতিক্ষেত্রে মোটামুটি দুইটি দল লক্ষ্য করা গেল—রক্ষণশীল এবং বিপ্লববাদী। একদল চাহিল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর প্রাচীন সমাজ-সংহতি রক্ষা করিতে, অন্যদল উহার পরিবর্ত্তন করিয়া চাহিল অধিকতর সামাজিক সুবিচার। সকল দেশেই এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষ সংঘাত নানা আকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে দেখা গেল আংশিক ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণী (ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক মতবাদ) আন্তর্জ্জাতিক দৃটিভঙ্গি লইয়া সকল দেশেই একদল সহানুভূতিশীল ব্যক্তির সমর্থন লাভ করিতেছে, অন্যদিকে ফরাসী বিপ্লবের বংশধর মধ্যশ্রেণীর শাসকগণ তাহাদের রাষ্ট্রের শক্তি এবং বুদ্ধিজীবি সমর্থকদের লইয়া স্বাভাবিক উন্নতির নামে বিপ্লব প্রতিহত করিতেছে। এই দুই বাম ও দক্ষিণ পন্থার মধ্যে মধ্যপন্থী একটা দল শেওলার মত সর্ব্বদা ভাসিয়াছে।

তবে এই তৃতীয় পন্থার কোন বাস্তব অস্তিত্ব কোন দিনই ছিল না। আপোষ কখনও হয় নাই। যাহা বিপ্লবের দ্যোতক নহে তাহাই রক্ষণশীলতা। নিরপেক্ষ ও উদাসীন জনসঙ্ঘের পাষাণ-ভার মধ্যপন্থী সংস্কারকদিগকে ক্রমে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে। বিপ্লবমুখী চিন্তাধারা সংস্কারকদের ক্রমোন্নতি বা ক্রমপ্রাপ্তির আশ্বাসে কর্ণপাত করে নাই। যদি সমস্ত না পাওয়া যায় তাহা হইলে কিছুই পাওয়া হইল না; ইহাই হইল বিপ্লবের মর্ম্মকথা!

এই দুইয়ের মধ্যস্থলে মধ্যশ্রেণীর উদারনীতি একদল লোককে মোহাবিষ্ট করিতে লাগিল। এই মধ্যপন্থার বাণী হইল "প্রতিক্রিয়াশীলতাও নহে, রক্ষণশীলতাও নহে।" সামাজিক শক্তিগুলির গতিপ্রকৃতির ইহা অপব্যাখ্যা মাত্র। আসলে এই উদারনীতিও রক্ষণশীলতা—কেননা উদারনৈতিক দলও ধনতন্ত্রের কায়েমী স্বার্থকে সমর্থন করিয়াছে। ব্যক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার নামে সামাজিক অবিচার, শোষণ, দুর্নীতি এবং যুদ্ধকে সমর্থন করিয়াছে। উৎকট জাতীয়তাবাদ এবং পীড়ন ও শোষণমূলক সাম্রাজ্যবাদকে ইহারা মধ্যশ্রেণীর চাতুরি ও ধূর্ত্ততা লইয়া সমর্থন করিয়াছে।

কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদ আনিল নূতন বাণী। সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত কিংবা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সমষ্টিগত লাভ দূর করিতে হইবে, সমস্ত লাভ পাইবে উৎপাদকেরা (শারীরিক ও মানসিক শ্রমিকেরা) এবং জাতিভেদ মনুষ্য সমাজের শেষ কথা নহে। জাতীয়তাবাদ হইতে অগ্রসর হইয়া আন্তর্জ্জাতিক উন্নতিতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে এবং সমস্ত পৃথিবীর অধিবাসীদের ঐক্যের মধ্যে সামাজিক সমুন্নতিকে লইয়া যাইতে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর মানুষের এই দুই বিপরীত চিন্তাধারা আজ পর্য্যন্ত তাহার মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইতিহাসের গতিপথে পথ ও উপায়ের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। কত যুদ্ধ ও বিপ্লব ব্যর্থ হইয়াছে, অকারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়াছে। মানুষের শ্রমার্জ্জিত কত ধন-সম্পদ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে অথচ সভ্য মানব এই ধ্বংসকে, এই পণ্ড শ্রমকে পরিহার করিবার সম্যক পন্থা গ্রহণ করে নাই। বিগত মহাযুদ্ধের পরও ইউরোপে রাষ্ট্র ও সমাজের পরিবর্ত্তন আমরা দেখিয়াছি। বহু খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত বিপ্লবের শোচনীয় অবসানও দেখিয়াছি। একমাত্র মার্কস্‌বাদী বিপ্লবীরাই জয়ী হইয়া এক বিশাল ভূখণ্ডে নবীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিল। ফলে আন্তর্জ্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত ধনতন্ত্রের চক্ষুর সম্মুখে বিভীষিকার সৃষ্টি করিতে লাগিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ অতিক্রম করিয়া যখন ধনতন্ত্রবাদ জগদ্ব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইল তখন ধনতন্ত্রের বুদ্ধিমান দালালেরা প্রচার করিতে লাগিল মাঝে মাঝে সাময়িক ভাবে এরূপ সঙ্কট দেখা দিবেই। অতীতেও কয়েকবার ধনতন্ত্রবাদ এইরূপ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে এবং তাহা অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু সত্য আবৃত রহিল না, স্পষ্টই বোঝা গেল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঘুণ ধরিয়াছে। তাহার কাণ্ডে, শাখাপ্রশাখায় জরা ও বার্দ্ধক্যের ছায়া পড়িয়াছে, মূল শুকাইয়া আসিতেছে। প্রাচীন উপায়ে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে। রব উঠিল—হাল ছাড়িও না, পণ্য উৎপাদন করিতে থাক। বিক্রয়ের বাজারে হুলুস্থুল বাধাও। কিন্তু ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব হইয়া উঠিল; পণ্য গুদামজাত হইয়া পণ্য-উৎপাদনকারী দেশগুলির শ্বাসরোধ করিতে লাগিল। আন্তর্জ্জাতিক

ব্যবসায় মুমূর্ষু হইয়া উঠিল। ধনতান্ত্রিক নীতির ইহা স্বাভাবিক পরিণাম। ইহা অতিরিক্ত পণ্য-উৎপাদনের ফল বলিয়া ব্যবসায়ীরা দেশে দেশে চীৎকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান জগতের উৎপন্ন পণ্য আসলে সমস্ত মনুষ্য জাতির ব্যবহারের পক্ষে প্রচুর নহে। দোষ উৎপাদনের নহে, দোষ বণ্টন-ব্যবস্থার, দোষ জাতীয় অর্থনৈতিক সঙ্কীর্ণতার এবং এই বড় বড় কলকারখানা ও শিল্প-বাণিজ্যের পশ্চাতে যে শান্তি-শঙ্কাহীন চৌর্য্য বৃত্তি রহিয়াছে তাহাও ইহার জন্য কম দায়ী নহে। অথচ ধনতন্ত্রবাদ তাহার চিরাচরিত কৌশলের পরিবর্ত্তন না করিয়াই যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে চাহিল। ধনতান্ত্রিক জগতের এই শোচনীয় মনোভাব দেখিয়া একদা ষ্ট্যালিন ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, অর্থ-সঙ্কট হইতে ধনতন্ত্রবাদ হয়ত বাহির হইয়া আসিবে কিন্তু সে আর উন্নত মস্তকে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না, তাহাকে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইতে হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার, ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রবাদের গতি দেখিয়া মধ্যশ্রেণী অতিক্রুত নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদ মিটাইয়া ফেলিল এবং বড় বড় বুলির মুখোস পরিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভগ্নদশা তাহারা আবৃত করিল। এই ছলনার আবরণই ফাশিজম্, মধ্যশ্রেণীর ক্ষমতা বজায় রাখিবার অপরিহার্য্য অস্ত্র। ধনতন্ত্রের অঙ্গে তাহারা নূতন বসন পরাইয়া দিল। শ্রমিক শ্রেণী ও সমাজতন্ত্রবাদকে তাহারা পশ্চাৎ হইতে ছুরিকাঘাত করিল। সমাজতান্ত্রিক বুলির মোড়কে মুড়িয়া তাহারা ফাশিজম্ চালাইতে লাগিল। অন্যদিকে পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির গণতন্ত্র তাহারা বিলুপ্ত করিল, ব্যক্তি-স্বাধীনতার লেশমাত্র চিহ্নও তাহারা রাখিল না। ধনিক শ্রেণীকেও তাহারা একটা নূতন

ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য করিল এবং জনসাধারণকে এই বলিয়া ধাপ্পা দিল যে, বণিকদের মুনাফার লোভ সংযত করিয়া তাহারা সকলের জন্য অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করিবে। পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির পরিবর্ত্তে ডিক্টেটর-চালিত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার আর কোন উপায় ছিল না। ফাশিষ্ট দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন নিষিদ্ধ হইল। কৃষক ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইল। সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়া হইল এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় সকলেই সরকারী কর্ম্মচারী ও গভর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিল। করদাতা ও ভূতপূর্ব্ব সৈনিকদিগকে দলে ভিড়াইবার চেষ্টা সফল হইল; বিশেষভাবে যুবক সমাজ এই নূতন প্রচণ্ডতার জাঁকজমকে বিমোহিত হইল। সমাজের যে অংশ সঙ্ঘবদ্ধ নহে, শিথিল ভাবে ভাসমান, ফাশিষ্টরা সেই অংশকে অভিভূত করিয়া প্রচার করিতে লাগিল যে পার্লামেণ্টারী পদ্ধতি এবং সমাজতন্ত্রবাদ জাতির শক্তি ও অভ্যুদয়কে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। "সমাজতন্ত্রীরা ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হাতে পাইয়াছিল অথচ তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই।"

এই কৌশলপূর্ণ প্রচারকার্য্য জনসাধারণকে সহজেই মোহিত করিল। অনেকেই ভাবিয়া দেখিল না যে উহারা নামে মাত্র সমাজতন্ত্রী ছিল এবং কি ইংলণ্ড কি জার্ম্মানীতে উহারা কখনও সমাজতন্ত্রবাদের নীতি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করে নাই। জার্ম্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক নেতারা এবং ইংলণ্ডের মিঃ ম্যাকডোনাল্ড-শ্রেণীর শ্রমিক-নেতারা তাহাদের আচরণ দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদকেই উপহাস ও পরিহাসের বস্তু করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এই নূতন প্রতিক্রিয়াশীলতা শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করিল। মুসোলিনী ও হিটলার যাহা করিলেন তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া ফরাসী রাষ্ট্রনেতা মঃ তরেতু পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন, "জগদ্ব্যাপী অর্থসঙ্কট দূর করিতে হইলে শ্রমিক-সঙ্ঘগুলিকে কঠোর ভাবে আয়ত্বের মধ্যে রাখা প্রয়োজন।" ইতালী ও জার্ম্মানীর রাষ্ট্রনীতি প্রকাশ্যে এবং ফ্রান্সে গোপনে উপরোক্ত ব্যবস্থার উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে ফাশিজম্-এর প্রধান অস্ত্র হইল জাতীয়তাবাদ।

জার্ম্মানীতে উৎকট হিংস্র নব জাতীয়তাবাদের প্রচার কার্য্য চলিল। জার্ম্মান জাতির রক্তের বিশুদ্ধি রক্ষা করিবার জন্য "অ-জার্ম্মান বিদেশী-দিগকে" দলন-নীতি প্রবর্ত্তিত হইল। ইহুদি বিদ্বেষ প্রচার দ্বারা কৌশলে জার্ম্মান জাতিকে আন্তর্জ্জাতিকতার বিরুদ্ধে বিমুখ করিয়া তোলা হইল, ইহুদি-পীড়নের আবরণে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদেরও দমন কার্য্য চলিতে লাগিল। ফাশিজম্-এর এই সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ জার্ম্মানীর ধনিক সমাজের আশ্রয় স্থল হইয়া উঠিল। জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় মর্য্যাদার উদ্দীপনাময় হিংস্র বাণীর মদিরা জার্ম্মান জাতিকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। অনভিজ্ঞ জার্ম্মান যুবকগণ হিটলারের রহস্যময় জীবন এবং জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মোহিত হইয়া নির্ব্বোধের মত বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। "কেবল আমরা, জার্ম্মানেরা পৃথিবীতে আধিপত্য করিবার জন্য জন্মিয়াছি। ইহার প্রতিবাদী যে কোন মতবাদ এবং যে কোন ব্যবস্থাকে দলিত করিতে হইবে।" ফাশিজমের এই বাণী কেবল জার্ম্মানী বা ইতালীতেই আবদ্ধ রহিল না। ইউরোপের ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত শাসকশ্রেণীও

ঐরূপ মনোভাব সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। গণতন্ত্রের ঠাট্ বজায় রাখিয়াও জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা দেখা দিল এবং ফাশিজম্ সংক্রামক ব্যাধির মত হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড, বলকান উপদ্বীপ, পর্ত্তুগাল, অষ্ট্রিয়া, স্পেনে ছড়াইয়া পড়িল। জার্ম্মানী ইতালীর নূতন সমাজে দেখা গেল একজনের সর্ব্বনাশ না করিয়া অপরে ধনী হইতে পারেনা এবং বাঁচিবার জন্য অপরকে হত্যা করিতে হইবে এই নীতি প্রবল। ধনী বণিক ও মধ্যশ্রেণীর নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা জনসাধারণকে রুদ্ধকণ্ঠ করিয়া তাহাদের সহস্র শিরের উপর হিটলার ও মুসোলিনীর বংশীধ্বনির তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। স্বাধীন চিন্তাবীরদিগকে নির্ব্বাসিত করা হইল, দুর্ব্বলকে লুণ্ঠন করা চলিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের শত্রু হইয়া উঠিল। বল্টিক হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত ধ্বংসোন্মুখ ও ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা একের পর আর একটা জাতিকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া ফেলিল। ইতালীতে ইহার প্রথম সূচনা। যে ভাবে শ্রমিক ও বিপ্লবী দিগকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হইয়াছিল এবং নিষ্ঠুর পীড়ন করা হইয়াছিল তাহা মানুষের কল্পনায় আসেনা। মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতার ইতিহাস ইতালীর ফাশিষ্ট দলের ভীতির রাজত্বের নিকট ম্লান হইয়া গেল। কারাগার ও বন্দীশালায় সহস্র সহস্র শিক্ষিত স্বাধীনচেতা যুবক রোগে অপমানে ও অসহ্য দৈহিক পীড়নে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহাদের আর্ত্ত ক্রন্দন মুসোলিনীর বজ্র নির্ঘোষে ডুবিয়া গেল। মনুষ্যত্ব ও সমাজের প্রতি কৃতঘ্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত ইতালীর ফাশিষ্ট রাজত্বের মহিমা তথাকথিত গণতন্ত্রনিষ্ঠ লেখকেরাও রটাইতে কসুর করিলেন না। জার্ম্মানীতেও স্বস্তিক পতাকাবাহী গুণ্ডার দল অনুরূপ উপায়ে ভীতির

রাজত্ব স্থাপন করিল। দুইজন পুরাতন রাজনৈতিক পাপীর—হিণ্ডেনবুর্গ ও ক্লেমাশো—শাঠ্য ও ষড়যন্ত্রে এবং ভার্সাই সন্ধির প্রতিহিংসার প্রতিক্রিয়ায় হত্যাব্যবসায়ী হিটলার জার্ম্মানীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হইল। ধনতন্ত্রীদের এই ভাড়াটিয়া গোলাম হাজার হাজার লোককে বন্দীশালায় পাঠাইল, প্রত্যেকটী রাত্রি হত্যার বিভীষিকায় আতঙ্কজনক করিয়া তুলিল। ১৯৩৪ সালের ৩০শে জুনের রাত্রিতে হিটলারের পরম বান্ধব রোয়েম ও তাহার অন্যান্য সহকারীরা অতর্কিতে নিহত হইলেন। লক্ষ লক্ষ পুস্তক দগ্ধ করিয়া হিটলার পার্লামেণ্টগৃহ পোড়াইয়া দিলেন এবং এখন তিনি সমগ্র ইউরোপ দগ্ধ করিতেছেন।

ইউরোপে এই বিস্ময়কর গুণ্ডামীর গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টগুলি কোন প্রতিবাদ করিল না—প্রতীকার করা ত দূরের কথা। বল্কানে অষ্ট্রিয়ায় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এবং ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দলবদ্ধ গুণ্ডামি নানা চমকপ্রদ বিয়োগান্ত ঘটনার অভিনয় করিতে লাগিল।

ইউরোপের পাশবিকতার এই তাণ্ডবের মধ্যে চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া শান্তি ও উন্নতির আলোকবর্ত্তিকা তুলিয়া ধরিল। লক্ষ লক্ষ পীড়িত নরনারী দেখিল এই রাশিয়ার নূতন মানুষেরা অকাতর শ্রমে ভবিষ্যৎ মানবের কল্যান সম্পদ গড়িয়া তুলিতেছে। ভবিষ্যতের মুক্তি কোন পথে—ফাশিজম্ অথবা কম্যুনিজম্? ভবিষ্যৎ কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে?

ফাশিজম্-এর অর্থ প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদী দল মাত্রেই পরস্পরের প্রতিযোগী এবং একে অন্যকে প্রতিহত বা পরাভূত না করিলে প্রবল হইতে পারে না। বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে অন্ততঃ ৮০টী জাতীয়তাবাদী দল রহিয়াছে। যন্ত্র বিজ্ঞানের

বিস্ময়কর উন্নতির ফলে ইহারা হয় পরস্পরকে ভয় করিয়া চলিবে নয় একটা সাধারণ ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে পরজাতিবিদ্বেষ ও লাভের লোভ ব্যতীত আর কোন প্রকার ঐক্যই সম্ভব নহে। মনুষ্য জাতিকে সব দিক দিয়া পদানত করিবার এমন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা পূর্ব্বে আর কুত্রাপি হয় নাই। অন্যদিকে সোভিয়েট পরিকল্পনা সর্ব্বমানবের কল্যাণকে লক্ষ্য করিয়া বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কটের ইহাই একমাত্র সম্ভবপর সমাধান। সোভিয়েট সমাজে প্রত্যেকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল অথচ নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতামূলক জীবন যাত্রায় তাহাদের শ্রম ও শক্তির অপচয় হয় না। সেখানে মানুষের উপর প্রভু নাই, সম্পত্তিশালী লোক নাই, পরশ্রম নির্ভর, পরবিত্তাপহারী দালাল এবং ধনতান্ত্রিক প্রতারকগণ নাই। প্রাচীন ব্যবস্থার জরাজীর্ণ দুর্নীতি এখানে নাই। অধিকাংশ মানুষের অসন্তোষপূর্ণ জীবনের গ্লানি যে সকল দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সর্ব্বদা শঙ্কাতুর করিয়া রাখে, সেখানে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আর কোন উপায়েই সমাজের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব পর নহে। এই কারণেই বৈপ্লবিক শক্তিগুলি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে এবং সমাজতান্ত্রিক সংঘর্ষের মধ্যে সম্মিলিত হইয়া সার্থকতার পথ অন্বেষণ করিতেছে। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী দলগুলি এবং কৃষক ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীর সত্ব স্বামিত্বহীন জনসমষ্টি ক্রমে ঐদিকেই ঝুকিয়া পড়িতেছে।

যুদ্ধ ও ফাশিজমের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য সকল দেশেই বামপন্থীরা আশু কর্ত্তব্য হিসাবে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ১৯৩২ সালের এমাষ্টার্ডম কংগ্রেস এবং ১৯৩৩-এ পারী কংগ্রেসে এই আন্তর্জ্জাতিক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের বাণী স্পষ্টরূপে ঘোষিত হইয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধকে

সম্ভব হইতে না দেওয়া এবং ফাশিজম্‌কে দমন করা। সর্ব্বদেশের শোষিত ও নির্য্যাতিত জনসাধারণকে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উৎসাহ দেওয়া। সর্ব্বদেশের অগ্রগামী রাজনৈতিক দলগুলি এই আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত হইয়া আন্দোলন আরম্ভ করিল। অন্যদিকে ফাশিষ্টপন্থী প্রতিবিপ্লবীরা সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের ভয় দেখাইয়া মধ্যশ্রেণীর শ্রুতিসুখকর প্রচার কার্য্য করিতে লাগিল। সংবাদপত্রে, বেতারে, পুঁথি পুস্তকে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে অতি জঘন্য মিথ্যা ফাশিষ্ট দেশগুলি হইতে প্রচারিত হইতে লাগিল। গণতন্ত্রী দেশগুলিতেও ফাশিষ্ট চরেরা বৃহৎ কারবারের মালিকদের পক্ষপাতপুষ্ট হইয়া সাম্যবাদ দলনের প্রচার কার্য্য করিতে লাগিল এবং ইহা আংশিক ভাবে সকল দেশেই প্রবর্ত্তিত হইল।

সকল মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয় একই ছাঁচে ঢালা। কাজেই ভালমন্দ বুঝিবার কিছু তারতম্য থাকিলেও মোটামুটি ভাবে মানুষ শান্তিতে থাকিতে চায়। বর্ত্তমান জগতে মানুষ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া থাকিবে, না সংগ্রামশীল হিংস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত আদিম যুগে ফিরিয়া যাইবে ইহাই সমস্যা। রাশিয়ার জনসাধারণ এই সমস্যা সমাধানের ভার বহুপূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছিল এবং অল্পদিনের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদ যে বিস্ময়কর উন্নতি করিয়াছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের পর সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি কেবল যে মানবের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা নহে, লোক ব্যবহারে বহু সৎনীতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অপরাধ প্রবণতা ও অপরাধীর সংখ্যা কমিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সুবিধার অভাবে জালিয়াত, প্রবঞ্চক, মিথ্যাভাষীদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। মুসোলিনী শাসিত ইতালী অথবা নাৎসী পদদলিত

ষ্ট্যালিন

জার্ম্মানীর জনসাধারণের সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার জনসাধারণের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে মানুষের স্বাধীনতা, মর্য্যাদার প্রকৃত মূল্য কি। অতীতে বর্ত্তমানে কোন ধর্ম্ম বা কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা যাহা সম্ভব করিতে পারে নাই সেই চারিত্রিক উন্নতি বিধান একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়াতেই সম্ভবপর হইয়াছে।

আট

১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট গণতন্ত্রগুলির সপ্তম কংগ্রেসে শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯২৪ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাহা নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিবার প্রয়োজন হয়। এই দশ বৎসরে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে এক আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এক অভিনব সমাজতান্ত্রিক শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। জোতদার শ্রেণীর (কুলাক) সঙ্গতিপন্ন কৃষক নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। সম্মিলিত কৃষিক্ষেত্র প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা জয়ী হইয়াছে। সোভিয়েট সমাজের মূলভিত্তি স্বরূপ সর্ব্ববিধ উৎপাদন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজ-তান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমাজতন্ত্রের এই সাফল্যে জনসাধারণের ভোটাধিকার প্রসারিত করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

ষ্ট্যালিনের সভাপতিত্বে একটী নিয়মতন্ত্র কমিশন নিযুক্ত হইল এবং সোভিয়েটের নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনার ভার এই কমিটির উপর অর্পিত হইল। ঘোষণা করা হইল যে এই খসড়ার অংশবিশেষ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইবে এবং সংবাদপত্রে ও সভা সমিতিতে জনসাধারণ স্বাধীনভাবে ইহার অবাধ সমালোচনা করিতে পারিবে। সম্পূর্ণ খসড়া প্রকাশিত হইবার পর সাড়ে পাঁচ মাস কাল সমগ্র দেশে আলোচনা হইল। তাহার পর উহা সোভিয়েটের অষ্টম কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে পেশ করা হইল।

নূতন শাসনতন্ত্র আলোচনার জন্য ১৯৩৬-এর নভেম্বর মাসে কংগ্রেসের

এক বিশেষ অধিবেশন হইল। ১৯২৪-এর শাসনতন্ত্রকে প্রস্তাবিত নূতন শাসনতন্ত্র কোন্ কোন্ অংশে সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করিয়াছে ষ্ট্যালিন তাহা একের পর আর বিশ্লেষণ করিয়া প্রতিনিধিবর্গকে বুঝাইয়া দিলেন। সোভিয়েটতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূচনায় নূতন অর্থনৈতিক নীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ১৯২৪-এর শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সমাজতান্ত্রিক উন্নতির পাশাপাশি সীমাবদ্ধভাবে ব্যক্তিগত মূলধন খাটাইবার অনুমতিও দিয়াছিলেন। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা ছিল যে ঐ দুইটী পদ্ধতি পাশাপাশি চলিবে এবং ক্রমে অর্থনীতি ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জয়ী হইবে। অবশ্য জয় পরাজয়ের এই প্রশ্ন তখনও মীমাংসা হয় নাই। কারখানাগুলি পুরাতন ও অপ্রচুর সরঞ্জামাদি লইয়া তখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া ছিল। কৃষিব্যবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্রের বিরাট সমুদ্রের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক কৃষিক্ষেত্রগুলি ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত। তখন কুলাক বা জোতদার শ্রেণীকে সংযত রাখাই ছিল লক্ষ্য, উচ্ছেদ করা নহে। সমগ্র দেশের বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ মাত্র তখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আয়ত্বে আসিয়াছিল।

১৯৩৬ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় এক সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত চিত্র উদ্ঘাটিত হইল! এই সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে এক আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সমস্ত বিভাগে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জয়ী হইয়াছে। শক্তিশালী নূতন সোভিয়েট কলকারখানা ও শিল্পকেন্দ্রগুলিতে মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার তুলনায় প্রায় সাত গুণ অধিক পণ্য উৎপন্ন হইতেছে। ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে চালিত কারখানা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত

হইয়াছে। উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রগুলি পৃথিবীতে সমবায় পদ্ধতির কৃষিকার্য্যের অভূতপূর্ব্ব সাফল্যের নিদর্শনে পরিণত হইয়াছে। ১৯৩৬ সালে জোতদার শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং ব্যক্তিবিশেষ কৃষকের অর্থনৈতিক জীবনে উহাদের কোন প্রভাব ছিল না বলিলেই চলে। ব্যবসা বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র ও সমবায় বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একজনের শ্রমের ফল অপরে বুদ্ধি কৌশলে ভোগ করিবে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল। পণ্য উৎপাদনের সমস্ত ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক উপায়ে জনসাধারণের করায়ত্ত। নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক সঙ্কট, দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়াছে। সোভিয়েট সমাজের প্রত্যেক নরনারী শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্য্যের সাধারণ সরিক।

ষ্ট্যালিন তাঁহার রিপোর্টে বলিলেন, এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রের জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীগুলিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গৃহযুদ্ধের সময় জমিদার শ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদের আওতায় পরিপুষ্ট বুর্জ্জোয়া শ্রেণী বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং এই কয় বৎসরের সমাজ তান্ত্রিক পুনর্গঠনে সমস্ত শোষক শ্রেণী—পুঁজিবাদী, ব্যবসায়ী, জোতদার এবং মুনাফাশিকারী—বিলুপ্ত হইয়াছে। শোষক শ্রেণীর যে সামান্য অংশ এখনও কায়ক্লেশে টিকিয়া আছে, অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না।

সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রমিক জনসাধারণ,—কলকারখানার মজুর, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবিরা সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে এক নব জীবন লাভ করিয়াছে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকগণের জন্য উৎপাদনের কারখানাগুলির উপর

কোন অধিকার ছিলনা এবং তাহাদের শ্রম কেবল ধনীর মুনাফা স্মৃষ্টির কাজে লাগিত। পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পণ্য উৎপাদনের কারখানাগুলি জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার জনসাধারণ রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া শোষক ও শোষিতের ভেদ দূর করার ফলে এক শ্রেণীহীন নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাশিয়ার এইরূপ শ্রেণীহীন অথচ বিভিন্ন বিভাগে কর্ম্মরত শ্রমিকশ্রেণী মনুষ্য জাতির ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে কুত্রাপি সম্ভব হয় নাই।

অতীতে রাশিয়ায় ২০ লক্ষ কৃষক পরিবার সমগ্র দেশে ছড়াইয়া ছিল। ইহারা জরাজীর্ণ কুটীরে বাস করিত। আদিম কালের যন্ত্রপাতি দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড চাষ করিত এবং বংশানুক্রমিক ভাবে জমিদার মহাজন ব্যবসায়ী জোতদার ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি শ্রেণীর দ্বারা শোষিত হইত। এখন নূতন কৃষক শ্রেণীর উপর স্তরে স্তরে শোষকশ্রেণী নাই। অধিকাংশ কৃষক সম্মিলিত কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করিয়াছে। তাহারা একত্রে বাস করে, একত্রে শ্রমার্জ্জিত সম্পদ ভোগ করে এবং একত্রে সমবায় নীতিতে আধুনিক যন্ত্রশক্তিদ্বারা চাষ করে। তাহারা শিক্ষিত, তাহারা রোগে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা পায়; তাহাদের বসন ভূষণ মলিন ও জীর্ণ নহে। শিক্ষা সংস্কৃতি, খেলা-ধূলা, আমোদ-প্রমোদের আধুনিক যুগের সর্ব্ববিধ সুবিধাই তাহারা পাইয়া থাকে। এমন প্রসন্ন ও সুখী কৃষকশ্রেণী মানবের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে কোথায়ও দেখা যায় নাই।

তারপর সোভিয়েট রাশিয়ার বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়। শিক্ষা প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই কৃষক ও শ্রমিক পরিবার হইতে

আসিয়াছে। অতীতের বুদ্ধিজীবিদের মত ইহারা ধনতন্ত্রের ক্রীতদাস নহে। ইহারা সমাজতন্ত্রের সেবক। ইহারা তথাকথিত ভদ্রলোক নহে; ইহারা সমাজতান্ত্রিক, সমাজের অন্যান্য শ্রমিকশ্রেণীর মতই সমান সুবিধাভোগী। ইহারা কৃষক শ্রমিকদের সহিত মিলিত হইয়া নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি করিতেছে। এই নূতন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি দল শোষক শ্রেণীর পীড়ন হইতে মুক্ত হইয়া জনসাধারণের সেবকরূপে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতেছে। মনুষ্য জাতির ইতিহাসে ইহাও এক অভিনব ব্যাপার।

এই পরিবর্ত্তন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্ববিরোধিতাহীন নূতন সমাজ, স্বভাবতঃই শাসনতন্ত্রকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহিল। যাহাতে সমাজতান্ত্রিক সাফল্য নূতন শাসনতন্ত্রে প্রতিবিম্বিত হয় তাহার জন্যই নূতন শাসতন্ত্রের খসড়া। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে সোভিয়েট সমাজে শ্রমিক ও কৃষক এই দুইটী পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন শ্রেণীকে মানিয়া লওয়া হইল। ঠিক ঠিক শ্রেণীহীন সমাজ ইহা নহে। সোভিয়েট রাষ্ট্র মুখ্যতঃ কৃষক ও শ্রমিকের রাষ্ট্র।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা পল্লী ও সহরের শ্রমিকদের এবং তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাই জিলা বা প্রাদেশিক সোভিয়েটগুলি পরিচালন করিয়া থাকে। তাহার উপরে আছে সম্মিলিত সোভিয়েটের সর্ব্বোচ্চ আইন সভা। এই আইন সভা দুইটী এবং দুইটী আইন সভারই অধিকার, দায়িত্ব, কর্ত্তব্য সমান। সার্ব্বভৌম অধিকারে প্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্তশাসনশীল বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ লইয়া সর্ব্বোচ্চ রাষ্ট্র পরিষদ দুইটি গঠিত। প্রাপ্ত বয়স্কগণ সকলেই ভোট দিবার অধিকারী এবং তাহারা গোপন ব্যালট্ ভোটে প্রত্যক্ষভাবে এই দুই আইন সভার

প্রতিনিধিদিগকে নির্ব্বাচিত করে। প্রতিনিধিরা চারি বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। নিম্নতম আইন পরিষদ হইতে উচ্চতম আইন পরিষদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই শ্রমিকরা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে। ১৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তি, তাহার জাতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সামাজিক মর্য্যাদা, ধনসম্পত্তি এবং অতীত কার্য্যকলাপ যাহাই হউক না কেন, ভোট দিবার অধিকারী। কেবল পাগল এবং দুর্নীতিমূলক অপরাধে আদালতে দণ্ডিত এবং যাহার ভোটাধিকার আদালত বাতিল করিয়া দিয়াছেন তাহারা ভোট দিতে পারে না।

সোভিয়েটের ডেপুটি বা প্রতিনিধিগণ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্ব্বাচিত হন। তাহার অর্থ এই যে পল্লী বা সহরের ছোট ছোট সোভিয়েটের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্রমোচ্চ পরিষদের ডেপুটি নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। নিম্নতম পরিষদ হইতে উচ্চতম পরিষদ পর্য্যন্ত সমস্ত সোভিয়েট প্রতিনিধিগণই ভোটাধিকার প্রাপ্ত অধিবাসীদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে নির্ব্বাচিত হন।

সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েট পরিষদদ্বয় একত্র হইয়া 'প্রেসিডিয়ম' বা কয়েকজন সভাপতি নির্ব্বাচন করেন এবং "কাউন্সিল অব পিপলস্ কমিশার্স" বা বিভিন্ন বিভাগীয় কার্য্য পরিচালনের প্রধান কর্ম্ম সচিবও তাঁহারা নির্ব্বাচন করেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার অর্থনৈতিক ভিত্তি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। "প্রত্যেকে তাহার যোগ্যতা ও শক্তি অনুযায়ী কাজ করিবে এবং প্রত্যেকে তাহার কার্য্যের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইবে।" বুদ্ধি ও শক্তির তারতম্য অনুসারে মানুষের উৎপন্ন করার ক্ষমতার ইতর বিশেষ হয়, কিন্তু শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার জন্য অশন বসনের প্রয়োজন সকলের

পক্ষে সমান। তাই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় নিয়ম এই যে, প্রত্যেক নাগরিকের কাজ পাইবার, বিশ্রাম ও আরাম উপভোগ করিবার, শিক্ষালাভ করিবার, বৃদ্ধ বয়সে এবং রোগ বা অন্যকারণে অশক্ত হইয়া পড়িলে ভাতা পাইবার অধিকার আছে। নারীরাও জীবনের সমস্ত বিভাগে পুরুষের সহিত সমান অধিকার ভোগ করিয়া থাকে। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রজারা যে কোন জাতি বা গোষ্ঠিভুক্ত হউক না কেন সকলে সমান অধিকার ভোগ করিবে এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না। বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্ম্মাচরণ এবং ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রচার সর্ব্ববিধ অধিকারই সকলের সমান।

সমাজতান্ত্রিক সমাজকে শক্তিশালী করিবার জন্য নূতন শাসনতন্ত্রে সভাঁসমিতি বক্তৃতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে সকলেই যোগ দিতে পারে, ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর এবং বসবাস করিবার স্বাধীনতার উপর কোন হস্তক্ষেপ চলিবে না। ব্যক্তিগত চিঠি পত্রের গোপনতা সুরক্ষিত থাকিবে। যে সকল বিদেশী শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া অথবা বৈজ্ঞানিক কার্য্যের জন্য অথবা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নির্য্যাতিত ও নির্ব্বাসিত তাহারা সোভিয়েট রাশিয়ায় আশ্রয় পাইবার অধিকার দাবী করিতে পারিবে।

এ'ত গেল অধিকারের কথা। সোভিয়েট শাসনতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য কঠোরভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেককে আইন মানিয়া চলিতে হইবে কার্য্যের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইবে, সততার সহিত জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিধি নিষেধ মানিতে হইবে, সার্ব্বজনীন সম্পত্তি, কলকারখানা রক্ষা করিতে হইবে, সর্ব্বোপরি সমাজতান্ত্রিক

পিতৃভূমিকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। "সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র কর্ত্তব্য।"

"শ্রমিক শ্রেণী এবং এই শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাধিক কর্ম্মকুশল এবং যাহাদের রাজনৈতিক চেতনা আছে তাহারা সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাম্যবাদী বা বলশেভিক দলে একত্রিত হইবে এবং তাহারাই হইবে কৃষক শ্রমিকের রাষ্ট্রের অগ্রগামী দল। কি জনহিতকর কার্য্যে, কি ব্যাপার নির্ব্বাহে তাহারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবে।"

সোভিয়েটের অষ্টম কংগ্রেসে এই নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়া সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। কৃষক শ্রমিকের এই অভিনব গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূলে ও শাখায় সমাজতন্ত্রেরই জয় বিঘোষিত হইল। সোভিয়েট রাষ্ট্র বহু বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এক নূতন স্তরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে প্রকৃত সাম্যবাদী সমাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাহার সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য হইল এই যে, "প্রত্যেকে তাহার শক্তি ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করিবে এবং প্রত্যেকে তাহার প্রয়োজনমত শরীর ও মনের খাদ্য পাইবে।"

১৯৩৭-এর ৭ই ডিসেম্বর সোভিয়েট রাশিয়ার সর্ব্বত্র ছুটীর দিন ঘোষিত হইল এবং ঐ দিন নূতন শাসনতন্ত্রানুযায়ী প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের দিন স্থির হইল। বলশেভিক দল, তরুণ সাম্যবাদী দল এবং যাহারা কোন দলভুক্ত নহেন এমন বহু ব্যক্তি নির্ব্বাচন প্রার্থী হইলেন। সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় সমিতি সমস্ত সাম্যবাদী ও সাম্যবাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন নাগরিককে অনুরোধ করিলেন যে, সাম্যবাদী প্রার্থীকে তাঁহারা

যে ভাবে ভোট দিবেন স্বতন্ত্র সদস্যদিগকেও তাঁহারা ইচ্ছামত সেই ভাবে ভোট দিতে পারিবেন। যে সকল নির্ব্বাচক সাম্যবাদী দলভুক্ত নহেন তাঁহারা স্বাধীনভাবে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন। ১২ই ডিসেম্বর প্রত্যেক ভোটার নির্ব্বাচনকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েটের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে তাহার ভোট প্রদানের সম্মানজনক অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ১১ই ডিসেম্বর কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক 'ষ্ট্যালিন ঘোষণা করিলেন, "করদাতা এবং জনসাধারণ তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের নিকট দাবী করিবেন, যে কর্ত্তব্যভার তাঁহারা গ্রহণ করিতেছেন তাহা যেন যোগ্যতার সহিত নিষ্পন্ন করিতে পারেন। কাজ করিতে যাইয়া তাহাঁরা যেন পরস্পরের সহিত কলহকারী পেশাদার রাজনীতিকে পরিণত না হন। স্ব স্ব পদে তাঁহারা লেনিন-পন্থী রাজনীতিকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে তাঁহারা হইবেন লেনিনের মত স্পষ্ট, সরল এবং দৃঢ়নিশ্চিত। সংগ্রাম ক্ষেত্রে তাঁহারা হইবেন নির্ভীক এবং জনসাধারণের শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহারা হইবেন দয়াহীন। লেনিন এইরূপ ছিলেন। তাঁহারা ভীতিবিহ্বল হইবেন না। যখন কোন সমস্যা জটিল হইবে কিম্বা দিকচক্রবাল রেখায় কোন বিপদের মেঘ দেখা দিবে তখন লেনিনের মতই দৃঢ়ভাবে তাঁহারা অটল থাকিবেন। তাঁহারা লেনিনের মতই ভালমন্দ সব দিক বিচার বিবেচনা করিয়া সমস্ত জটিল সমস্যা সমাধান করিবেন। তাঁহারা লেনিনের মতই ন্যায়নিষ্ঠ এবং সাধুতার সহিত কাজ করিবেন এবং তাঁহাদের 'উচিত জনসাধারণকে লেনিন যে ভাবে ভালবাসিতেন সেইভাবে ভালবাসা।"

বিপুল আড়ম্বর ও উৎসাহের মধ্যে নির্ব্বাচন সমাধা হইল। ইহা

কেবল নির্ব্বাচন নহে। ইহা বিশ বৎসরের সাধনায় নবসৃষ্টির বিজয়োৎসব, ইহা সোভিয়েট রাশিয়ার জনসাধারণের পারস্পরিক প্রগাঢ় প্রীতির বার্ত্তা ঘোষণা। ৯ কোটী ৪০ লক্ষ ভোটদাতার মধ্যে ৯ কোটী ১০ লক্ষ, অর্থাৎ শতকরা ৯৬ জনেরও অধিক ব্যক্তি ভোট প্রদান করিল। কম্যুনিষ্ট দল এবং স্বতন্ত্র দলের প্রতিনিধিরা শতকরা ৯৮ টীরও অধিক ভোট পাইলেন। মাত্র ৬ লক্ষ ৩২ হাজার ব্যক্তি সাম্যবাদী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল। তৎসত্ত্বেও সাম্যবাদী দলের প্রত্যেক নির্ব্বাচন-প্রার্থী নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়াছিলেন। ৯ কোটী লোকের ঐক্যমত সমাজতন্ত্রের এবং বলশেভিক দলের বিজয়কে স্বীকার ও সমর্থন করিল।

বলশেভিক দলের অর্থাৎ মার্কস্-লেনিন-পন্থী দলের ইতিহাস বিস্ময়-কর। এই দল প্রথম হইতেই সমাজ বিপ্লবের পতাকাবাহী এবং জনসাধারণকে বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল করিয়া তুলিবার দল। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বলশেভিক পার্টি সম্পর্কে ষ্ট্যালিন তাঁহার লেনিনিজম্ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"প্রাক-বিপ্লব যুগে অল্পবিস্তর শান্তির সহিতই দল অগ্রসর হইয়াছে। যখন শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের প্রাধান্য ছিল তখন প্রধানতঃ আইনসভায় নিয়ম-তান্ত্রিক সংঘর্ষই মুখ্য কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত। বিপ্লবের সংগ্রামে দলের যে দৃঢ়তা ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্টতা প্রকাশ পায় পূর্ব্বে তাহার অভাব ছিল। দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের বিরুদ্ধে আক্রমনের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া কাউটুস্কি (জার্ম্মান সাম্যবাদী কিন্তু মহাযুদ্ধের পর দলত্যাগী) বলিয়াছিলেন, "দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের অধীনস্থ দলগুলির লক্ষ্য শান্তি, যুদ্ধ নহে।" এই কারণেই মহাযুদ্ধের সময় তাহারা কোন অগ্রগামী

পদক্ষেপ করিতে পারে নাই এবং জনসাধারণের বিপ্লবমূলক কার্য্যে নেতৃত্ব করিতে পারে নাই। ইহা দুঃখজনক কিন্তু এইরূপই হইয়াছিল। কারণ দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রাম পরিচালিত করিবার কোন যোগ্যতা ছিল না। তাহারা জনসাধারণের সংগ্রামশীল দল ছিল না। তাহারা শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তি অর্জ্জনের প্রেরণা দিয়াছিল কিন্তু আসলে তাহাদের শ্রমিক সঙ্ঘগুলি ছিল এক একটী নির্ব্বাচন কেন্দ্র; পার্লামেণ্টারী নির্ব্বাচন এবং পার্লামেণ্টারী নিয়মতান্ত্রিক সংঘর্ষ পরিচালনের যন্ত্র। এই কারণেই দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক যখন প্রবল হইল এবং তাহাদের সম্মুখে যখন সুযোগ উপস্থিত হইল তখন দেখা গেল ইহা ঠিক ঠিক একটা দল নহে, কতকগুলি পার্লামেণ্ট-বিহারী ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র এবং ইহাই ছিল জনসাধারণের প্রধান রাজনৈতিক সঙ্ঘ। সেই সময় আরও বোঝা গেল যে ঐ পার্লামেণ্টারী দলের দালাল ও প্রত্যঙ্গ ছাড়া দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক আর কিছুই নহে। এই শ্রেণীর দল হাল ধরিলে জনসাধারণকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতের প্রশ্নই উঠেনা ইহা বলা বাহুল্য।

"কিন্তু নবযুগের আরম্ভে ঘটনাবলীর পরিবর্ত্তন হইল। শ্রেণী সংগ্রাম শ্রমজীবিদের বিপ্লব এবং এই উদ্দেশ্যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সাম্রাজ্যবাদের উৎসাদন এবং জনসাধারণের পক্ষ হইতে ক্ষমতা অধিকার— ইহাই হইল নূতন যুগের আদর্শ। নূতন কর্ত্তব্য আসিল। দলকে নূতনভাবে বৈপ্লবিক পন্থায় কাজ করিবার জন্য পুনর্গঠন করিতে হইবে; শ্রমিকদিগকে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য বৈপ্লবিক কার্য্য পরিচালনা শিক্ষা দিতে হইবে; সংগ্রামশীল অংশের পশ্চাতে অন্যান্য সর্ব্বহারা শ্রেণীকে প্রস্তুত করিতে হইবে; প্রতিবেশী দেশগুলির জনসাধারণের সহিত দৃঢ় সংযোগ

ও পরাধীন দেশগুলিতে স্বাধীনতার আন্দোলন জাগ্রত করিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অভিনব দায়িত্ব পালন প্রাচীন-পন্থী এবং শান্তিপূর্ণ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে পার্লামেণ্টারী কার্য্যে অভ্যস্ত সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলের দ্বারা সম্ভবপর মনে করা আর অনিবার্য্য পরাজয় বরণ করা একই কথা। পুরাতন দলের নেতৃত্বে চালিত হইয়া যদি শ্রমিকেরা সংঘর্ষ আরম্ভ করিত তাহা হইলে তাহাদের রক্ষার কোন উপায় থাকিত না এবং জনসাধারণ যে এইরূপ ব্যবস্থায় সম্মত হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য।

"এই কারণেই প্রয়োজন হইল নূতন দলের যাহা সংগ্রামশীল ও বৈপ্লবিক, যাহা সাহসের সহিত কৃষক শ্রমিককে রাজনৈতিক অধিকার লাভের সংঘর্ষে পরিচালিত করিবার স্পর্দ্ধা রাখে, যে দলের বৈপ্লবিক পরিস্থিতির জটিল অবস্থাকে সবদিক হইতে দেখিয়া কাজ চালাইবার মত অভিজ্ঞতা আছে এবং যে দল বিপ্লবতরণীকে চোরা পাহাড়ের আঘাত বাঁচাইয়া নির্দ্দিষ্ট বন্দরে লইয়া যাইতে সক্ষম—এইরূপ দল ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদকে সিংহাসন ভ্রষ্ট করা এবং কৃষক শ্রমিকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। লেলিনবাদী দলই হইল নূতন দল।"

১৯২৯-৩০-এর জগদ্ব্যাপী অর্থ সঙ্কটের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ১৯৩৩-এ আশঙ্কা যদ্ভিও একটু কাটিয়া গেল, শিল্প-বাণিজ্যের কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা গেল কিন্তু তথাপি পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক শিল্প বাণিজ্য ১৯২৯-এর সংখ্যায় পৌছিতে পারিল না। তবে ফাশিষ্ট যুদ্ধের দরুণ রণসম্ভার নির্ম্মাণের কারখানাগুলির কথঞ্চিৎ উন্নতি হওয়ায় ১৯৩৭ সালে ১৯২৯-এর তুলনায় উৎপাদন শতকরা ৯৫ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ১৯৩৭-এর মধ্যভাগে আবার এক দ্বিতীয় সঙ্কট দেখা দিল।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই বৎসরের শেষভাগে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াইল এক কোটি। গ্রেটবৃটেনেও বেকারের সংখ্যা দ্রুত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১৯২৯-এর ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতেই ধনতান্ত্রিক দেশগুলি আবার এক নূতন অর্থ নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হইল। এইভাবে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি যখন আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতায় বিপন্ন, বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ সংঘাতের সামঞ্জস্য বিধানে অক্ষম, ঠিক সেই সময়ে আক্রমণশীল রাষ্ট্রগুলি উহার সুবিধা লইয়া অর্থ নৈতিক সঙ্কটের ক্ষতি পূরণে অগ্রসর হইল এবং দুর্ব্বল দেশগুলির উপর অর্থ নৈতিক আধিপত্য অস্ত্রবলে স্থাপন করিতে লাগিল। এই লোভের ভিত্তির উপর জার্ম্মানী ও জাপানের সহিত যোগ দিল ইতালী।

১৯৩৫-এ ফাশিষ্ট ইতালী কোন কারণ না দেখাইয়া এবং আন্তর্জ্জাতিক আইন পদদলিত করিয়া আবিসিনিয়া দখল করিয়া লইল। যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াও এই উলঙ্গ দস্যুবৃত্তি ফাশিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রেওয়াজ হইয়া উঠিল। যাহাহউক ইহা কেবল আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা হরণ নহে, গ্রেটবৃটেনের উপর ইহার প্রত্যক্ষ আঘাত আসিল; ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষ ও এশিয়ার সমুদ্রপথ বিঘ্ন-সঙ্কুল হইল। গ্রেটবৃটেন ইতালীর আবিসিনিয়া দখলে বাধা দিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। ইতালী রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাহিরে গিয়া স্বাধীনভাবে অজস্র সমরোপকরণ নির্ম্মাণ কার্য্য সুরু করিল।

নাৎসী জার্ম্মানী ভার্সাই সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং অস্ত্রবলে ইউরোপের মানচিত্র পরিবর্ত্তন করিবার পরিকল্পনা দম্ভভরে ঘোষণা করিতে লাগিল। জার্ম্মান নাৎসীরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি অধীন, অন্ততপক্ষে জার্ম্মান জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি দখল করিবার অভিপ্রায় প্রায়

প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিল। এই পরিকল্পনা অনুসারে তাহারা প্রথমে অষ্ট্রিয়া অধিকার করিল, তারপর চেকোশ্লোভাকিয়াকে আঘাত করিল। তারপর পোলাণ্ড আক্রমণ এবং মহাযুদ্ধের সূচনা।

১৯৩৭-এর গ্রীষ্মকালে জার্ম্মানী ও ইতালী মিলিতভাবে স্পেন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। স্পেনিশ ফাশিষ্টদিগকে সাহায্যের অছিলায় নাৎসী ফাশিষ্ট বাহিনী স্পেনে অবতরণ করিল। দক্ষিণ বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ, জিব্রাল্টার পশ্চিমে আত্‌লাণ্টিক সাগর এবং উত্তরে বিস্কে উপসাগরে নাৎসী ফাশিষ্ট রণতরিগুলি আড্ডা গাড়িল। ১৯৩৮-এর প্রারম্ভে জার্ম্মান নাৎসীরা অষ্ট্রিয়া দখল করিয়া দানিয়ুব নদীর কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া দক্ষিণ ইউরোপে দৃষ্টি প্রসারিত করিল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া ইতালী ও জার্ম্মানী ঘোষণা করিল যে সাম্যবাদীদিগকে দলন করা ছাড়া তাহাদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু এই স্থূল ধাপ্পবাজি কেবল নির্ব্বোধদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য, আসলে ইহার উদ্দেশ্য ছিল গ্রেটবৃটেনের ও ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তলদেশ হইতে খনন করিবার চেষ্টা। অষ্ট্রিয়া দখল করাটা ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে যুদ্ধও নহে এবং বিগত মহাযুদ্ধে হস্তচ্যুত রাজ্যখণ্ড পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও নহে। ইহা বলপূর্ব্বক সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা। ইহা পশ্চিম ইউরোপে জার্ম্মানীর আধিপত্য বিস্তারের দুরাকাঙ্খা এবং সর্ব্বোপরি ইহা গ্রেটবৃটেন ও ফ্রান্সের মর্য্যাদায় আঘাত।

১৯৩৭-এ জাপ-ফাশিষ্টরা পিপিং অধিকার করিল, মধ্যচীনে অভিযান করিল এবং সাংহাই বন্দর দখল করিয়া লইল। এখানেও সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা হয় নাই। জাপানীদের নিজেরই সৃষ্ট "স্থানীয় ঘটনার" অছিলায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের কৌশল দেখা গেল।

তিয়েনসিন, সাংহাই-এর ঘাঁটি দখল করিয়া জাপান মহাচীনের বিপুল বাণিজ্য হস্তগত করিল এবং গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ বহুল পরিমাণে ক্ষুন্ন করিল, অন্যদিকে চীনের জনসাধারণ আক্রমণকারী জাপ বাহিনীর সম্মুখীন হইল এবং চীনে এক অভূতপূর্ব্ব জাতীয় জাগরণ লক্ষ্য করা গেল। চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট অদ্যাবধি পরমাশ্চর্য্য শৌর্য্য বীর্য্যের সহিত জাপ সাম্রাজ্যবাদকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। পরিণামে ইহার ফল কি হইবে বলা যায় না কিন্তু সাময়িকভাবে জাপান চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাণিজ্য হস্তগত করিয়াছে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটেন ও আমেরিকার বাণিজ্য স্বার্থ ও নৌ-শক্তির আধিপত্য বহুল পরিমাণে ক্ষুন্ন করিয়াছে।

এই সকল ঘটনা পরম্পারায় বোঝা গেল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াও অন্ধকারে নিঃশব্দসঞ্চারী দস্যুর মত সাম্রাজ্য লোভী যুদ্ধ জগতের উপর ঝাপাইয়া পড়িল। রাষ্ট্র ও জাতিগুলি অজ্ঞাতসারেই এই দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জটিল জালে জড়াইয়া পড়িল। জার্ম্মানী ইতালী ও জাপানের ফাশিষ্ট শাসকগণই এই যুদ্ধকে একরূপ অবাধে জিব্রাল্টার হইতে সাংহাই পর্য্যন্ত বিস্তার করিল। ক্রমে দেখা গেল যে এই যুদ্ধ গ্রেটবৃটেন ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক স্বার্থের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী অভিযান।

যুদ্ধের সূচনায় গ্রেটবৃটেন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এইরূপ একটা ভান করিলেন যেন ইহার সহিত তাঁহাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহারা অতি মাত্রায় শান্তিবাদী হইয়া উঠিলেন এবং আক্রমণশীল ফাশিষ্টদের মুরুব্বীর মত ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। একের পর আর স্তরে স্তরে নিজভূমি পরিত্যাগ করিয়াও তাঁহারা দেখাইতে লাগিলেন যে

কার্য্যতঃ তাঁহারা ইহাকে বাধাপ্রদান করিতেছেন। অথচ কোন উপায়েই আবিসিনিয়া স্পেন ও চীনকে রক্ষা করা গেল না। তথাকথিত গণতন্ত্র-গুলির যে সামরিক বা অর্থ-নৈতিক দুর্ব্বলতা বশতঃই এইরূপ একতরফা যুদ্ধ সম্ভব হইয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল করা হইবে। 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রগুলি নিশ্চয়ই ফাশিষ্ট রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা শক্তিশালী ছিল; কিন্তু তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া একই উদ্দেশ্যে মিলিত হইতে পারে নাই। যদিও তাহারা ফাশিষ্ট রাষ্ট্রগুলির অতিবৃদ্ধি দেখিয়া শঙ্কিত হইতেছিল তথাপি তাহাদের অধিক আশঙ্কার কারণ ছিল ইউরোপের অসন্তুষ্ট শ্রমিক সম্প্রদায় এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার।

অন্যদিকে সাম্যবাদের শত্রু ফাশিজমের প্রতিও তাহাদের মনের অবচেতন কোনে একটা প্রশ্রয়ের ভাব ছিল এবং এই সকল কারণে 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রের বিশেষভাবে বৃটিশ রক্ষণশীল শাসকশ্রেণী তোষণনীতি অবলম্বন করিয়া ক্ষুধিত ফাশিষ্টদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে চরম পন্থা অবলম্বন না করিলেও ক্রমে ও ধীরে ফাশিষ্ট রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্য বিস্তারের দাবী পূরণ করা সম্ভবপর হইবে। গ্রেটবৃটেনের শাসকশ্রেণী এবং তাঁহাদের ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুরা যখন বুঝিলেন যে তাঁহাদের তোষণ-নীতি এবং কূটনীতি দুইই ব্যর্থ হইল তখন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া পোলাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা সমর্থন করিলেন।

সোভিয়েট রাশিয়া এই সকল ঘটনাবলী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছিল। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির জটিল ও অমঙ্গল সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনাবলী যখন ঘনাইয়া আসিল তখন আত্মরক্ষার্থ সোভিয়েট রাশিয়া

প্রস্তুত হইল। যে কোন যুদ্ধ, তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, সর্ব্বদাই শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে দুশ্চিন্তার স্থল। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে জাতির পর জাতিকে অভিভূত করিয়া ফেলিল এবং সূচনাতেই পাঁচ কোটি নরনারীর ভাগ্য তাহার সহিত জড়াইয়া পড়িল। এই সংঘর্ষের স্ফুলিঙ্গ যে দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িবে, পড়িবে কি পড়িতেছে, এ সম্বন্ধে কাহারও মনে সংশয় রহিল না।

১৯৩১-৩২ হইতেই এই আসন্ন বিপদ সোভিয়েট রাশিয়ার অজ্ঞাত ছিল না। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার দায়িত্ব তুলনায় অনেক বেশী। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে কূটনীতি যুদ্ধ কিছুদিন ঠেকাইয়া রাখিলেও সামরিক শক্তিই নিরাপত্তার একমাত্র ভরসা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চার বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত করিয়া সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সামরিকভাবে প্রস্তুত হইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিল।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাপ্তির পর ১৯৩৩-এর জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় পরিষদে রিপোর্ট দাখিল করিয়া ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল, কৃষিপ্রধান দুর্ব্বল ধনতান্ত্রিক দেশগুলির খেয়ালখুসীর উপর নির্ভরশীল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জ্জাতিক ধনতন্ত্রের খেয়ালখুসী হইতে মুক্ত করিয়া একটা শক্তিশালী শিল্পপ্রধান রাষ্ট্রে পরিণত করা।

"অবশ্য আমাদের সঙ্কল্পের শতকরা ছয়ভাগ আমরা পূর্ণ করিতে পারি নাই। তাহার কারণ, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি আমাদের সহিত অনাক্রমণ চুক্তি করিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং পূর্ব্ব এশিয়ার অবস্থা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ফলে আমাদের কতকগুলি কারখানা পণ্য

উৎপাদনের পরিবর্ত্তে সমরোপকরণ নির্ম্মাণে নিয়োজিত করিতে হইয়াছে। জাতীয় আত্মরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে আমরা চারমাস কাল ঐ সকল কারখানায় পণ্য উৎপাদন করিতে পারি নাই। কিন্তু উহা দ্বারা আমরা রক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিয়াছি।

"যদি আমরা উহা না করিতাম তাহা হইলে আত্মরক্ষার আধুনিকতম সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে পারিতাম না। ইহা ব্যতীত দেশের জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না; ইহা না করিলে আমরা বহিঃশত্রুর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হইয়াই থাকিতাম। তাহা হইলে আমাদের অবস্থা অল্লাধিক বর্ত্তমান চীনের মত হইত। চীনের নিজস্ব বৃহৎ কলকারখানা নাই, নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের ব্যবস্থা নাই, ফলে যে কেহ খুসী মত তাহাকে পীড়ন করে। আমাদের উপর কেহ চীনের মত ব্যবহার করিলে আমরা সশস্ত্র প্রতিরোধ করিতাম, কিন্তু সেই ভয়াবহ অসম যুদ্ধে আমরা আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত আক্রমণের সম্মুখে প্রায় নিরস্ত্র হইয়া অগ্রসর হইতাম।"

১৯৩৩-এ হিটলারের অভ্যুত্থানের পর হইতে লাল পল্টনকে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করিবার বিপুল ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ষ্ট্যালিন একদিকে সামরিক বল সঞ্চয় করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে শান্তিরক্ষার দিক হইতে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট রাশিয়া লীগ-অফ-নেশনসে যোগদান করে। সোভিয়েটের বিশ্বাস ছিল, রাষ্ট্রসঙ্ঘের দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও এই কেন্দ্র হইতে আক্রমণশীল রাষ্ট্রগুলির দুর্ব্বলতা উদ্ঘাটন করা যাইতে পারে এবং যুদ্ধকে ঠেকাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল এবং হিটলারের

তরবারী আস্ফালনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমষ্টিগত নিরাপত্তার কোন গুরুত্ব অবশ্য ছিল না। সোভিয়েট প্রতিনিধি লিটভিনফ জেনেভায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে সমষ্টিগত নিরাপত্তার আদর্শ প্রয়োগ করিবার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করিয়াছেন। লিটভিনফ, সম্মিলিত সামরিক নেতৃত্বের বৈঠক আহ্বান করিবার প্রস্তাব করিলে, চেম্বারলেন ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সরাসরি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া, সোভিয়েটকে বাদ দিয়াই হিটলারকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অষ্ট্রিয়ার পর চেকোশ্লোভাকিয়ার পালা আসিল। হিটলার সুদেতেন দাবী করিলেন। কিন্তু বৃটেনের প্রভাবে ফ্রান্স প্রতিশ্রুতিপালনে অস্বীকৃত হইল। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট চেক গভর্ণমেণ্টকে জানাইলেন, বৃটেন ফ্রান্স অগ্রসর না হইলেও আমরা সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী চেক রাষ্ট্ররক্ষায় অগ্রসর হইব। কিন্তু মিঃ বেনেস বৃটেনের চাপে পড়িয়া রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না। মিউনিক বৈঠকে ইতালী, জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও বৃটেন, সোভিয়েট রাশিয়াকে বাদ দিয়া চেকোশ্লোভাকিয়াকে বলি দিলেন। চেম্বারলেন "জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠাতা" রূপে নির্ব্বোধ ও ভণ্ডদের দ্বারা অভিনন্দিত হইলেন। হিটলার ১৯৩৯-এর মার্চ্চ মাসে বিজয়গর্ব্বে সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করিলেন।

এই সময় ১০ই মার্চ্চ সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ষড়যন্ত্র এবং প্রকারান্তরে জার্ম্মানীকে ইউক্রেণ অধিকার করিবার জন্য উৎসাহদানের প্রচেষ্টার সমালোচনা করিয়া ষ্ট্যালিন বক্তৃতামুখে বলিয়াছিলেন,—

"সাংহাই হইতে জিব্রাণ্টার পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ৫০ কোটি নরনারীর ভাগ্য যে যুদ্ধে জড়িত হইয়াছে, সেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার মানচিত্র বলপূর্ব্বক

পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যুদ্ধোত্তর সমগ্র ব্যবস্থা, তথাকথিত শান্তির রাজত্বের ভিত্তি আজ বিচলিত। পক্ষান্তরে এই কালের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিলাভ করিয়াছে, রাজনীতি ও সমরনীতির দিক দিয়া শক্তিশালী হইয়াছে এবং জগতে শান্তিরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছে।'

"তিনটি আক্রমণশীল রাষ্ট্র এই অভিনব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রবর্ত্তক। জাপান নয়টি রাষ্ট্রের সম্মিলিত সন্ধিপত্র (পূর্ব্ব এশিয়ায় শান্তিরক্ষার চুক্তি) ছিন্ন করিয়াছে, জার্ম্মানী ও ইতালী ভার্সাই সন্ধি পদদলিত করিয়াছে, স্বাধীনভাবে কাজ করিবার জন্য ইহারা রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করিয়াছে। নূতন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আজ বাস্তব ঘটনা। আজকাল সন্ধিপত্র ও জনমত অগ্রাহ্য করিয়া সহসা যুদ্ধঘোষণা সহজ নয়। বুর্জ্জোয়া রাজনীতিকেরা এবং ফাশিষ্ট শাসকগণ ইহা ভাল করিয়াই জানে। এই কারণে ফাশিষ্ট শাসকেরা, যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, অনুকূল জনমত গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, অর্থাৎ জনমতকে বিভ্রান্ত ও প্রতারণা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।*

* ষ্ট্যালিন ১৯৩৬-এর ২৫শে নভেম্বর বার্লিনে "এন্টি কমিনটার্ণ প্যাক্ট" বা আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযানের সন্ধির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইতালী, জার্ম্মানী ও জাপান এই তিনটি রাষ্ট্র পৃথিবীর সভ্যতাকে বলশেভিক প্লাবন হইতে রক্ষার মহান ব্রত ঘোষণা করিতে লাগিল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনীতিক ও সংবাদপত্রগুলি ফাশিষ্ট বংশীধ্বনির তালে তালে ফণা নাচাইয়া সোভিয়েট ব্যবস্থাকে দংশন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নাৎসী ফাশিষ্ট প্রচারকার্য্য অভূতপূর্ব্ব সাফল্যলাভ করিল। চেম্বারলেন-গভর্ণমেণ্ট তোষণনীতি অবলম্বন করিয়া, সোভিয়েটের প্রতি প্রকাশ্য বিরাগ দেখাইতে লাগিলেন।

"ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বার্থের বিরুদ্ধে জার্ম্মানী ও ইতালী সামরিক ব্লক? কি পরিতাপের কথা ইহাকে তোমরা ব্লক বল; "আমাদের" কোন সামরিক ব্লক নাই। আমাদের আছে কেবল অতি নিরীহ 'রোম বার্লিন অক্ষ' ইহা অঙ্কের একটা জ্যামিতিক সংজ্ঞা মাত্র (হাস্যধ্বনি)

"পূর্ব্ব এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বার্থের বিরুদ্ধে জার্ম্মানী, ইতালী এবং জাপানের মিলিত সামরিক ব্লক? একেবারেই ভুয়া কথা। আমাদের কোন মিলিটারী ব্লক নাই। আমাদের একটী নির্দ্দোষ রোম, বার্লিন, টোকিয়ো ত্রিভূজ আছে, ইহাও একটা জ্যামিতিক ব্যাপার। (হাস্যধ্বনি)

ঐ চুক্তির পর বার্লিনস্থ জাপ-রাষ্ট্রদূত ভাইকাউণ্ট মুসাকোজী লিখিয়াছিলেন, "মনুষ্য জাতি বলশেভিজম্ দ্বারা যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিবার মত কঠিন ভাষা আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইহাদের উদ্দেশ্য হইল প্রচার ও প্ররোচনা দিয়া সর্ব্বত্র অশান্তি সৃষ্টি করা এবং অবশেষে সমস্ত জগতকে তাহাদের নিম্নস্তরে টানিয়া লওয়া। বলশেভিজম্-এর গভীর ষড়যন্ত্রে যে জগতের শান্তি বিপন্ন (!!) তাহা জাপান পূর্ব্ব এশিয়ায় ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে এবং পশ্চিমে জার্ম্মান জাতির দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন নেতাও বুঝিয়াছেন। অতএব এই দুই মহান জাতি সাধারণ বিপদ হইতে মনুষ্য জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য যে চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে ইহা স্বাভাবিক।"

কাপট্য, ক্রুরতা ও অপভাষণের জন্য অধুনা বিখ্যাত ফন রেবেনট্রপ (হিটলারের কূটনৈতিক পরামর্শদাতা) লিখিয়াছিলেন, "আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট সঙ্ঘের বিরুদ্ধে জাপান ও জার্ম্মানের চুক্তি একটা যুগান্তকারী ঘটনা। সংস্কৃতি ও শৃঙ্খলাপ্রিয় জাতিগুলির ধ্বংসমূলক শক্তির বিরুদ্ধে সংঘর্ষের ইহা এক অভিনব

ষ্ট্যালিন

"ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধ? অর্থহীন প্রলাপ! আমরা আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট সঙ্ঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি, কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নহে। যদি তোমরা ইহা বিশ্বাস না কর, তাহা হইলে জাপান, জার্ম্মান ও ইতালীর "এণ্টি কমিণ্টার্ণ প্যাক্ট" পড়িয়া দেখ।

অধ্যায়। আমাদের নেতা (হিটলার) এবং জাপ-সম্রাট এই চুক্তি করিয়া এক ঐতিহাসিক কীর্ত্তি অর্জ্জন করিলেন, ভবিষ্যদ্বংশধরেরা ইহার উপযুক্ত মূল্য বুঝিতে পারিবে।

"দুইটি জাতির সম্মিলিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট সঙ্ঘের আমাদের দেশে হস্তক্ষেপের প্রত্যেকটি চেষ্টা ব্যর্থ করিবে। জাপান কখনই পূর্ব্ব এশিয়ায় বলশেভিজম্-এর প্রসার হইতে দিবে না। জার্ম্মানী এই সংক্রমক ব্যাধির আক্রমণ হইতে ইউরোপকে রক্ষা করিবার দুর্ভেদ্য বর্ম্ম। এবং দুচে (মুসোলিনী) সমগ্র জগতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইতালী দক্ষিণে বলশেভিক-বিরোধী পতাকা উত্তোলিত রাখিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে সকল জাতি এখনও বলশেভিজম্-এর বিপদ সম্পর্কে সম্যক সচেতন নহে, তাহারা একদিন আমাদের নেতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে; কেননা তিনিই প্রথম পৃথিবীর এই একমাত্র বিপদের প্রতি যথাসময়ে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। আমাদের এই চুক্তিতে যোগ দিবার জন্য অন্যান্য দেশগুলিকেও সুবিধা দিবার ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য সভ্য জাতিগুলিও, আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট সঙ্ঘের বিরোধিতার ভিত্তিতে যোগ দিবে আমার এ ভরসা আছে। কেননা, একমাত্র এই উপায়েই আমরা পৃথিবীর শত্রুকে দলন করিতে পারিব এবং দেশবিদেশে শান্তি এবং আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি রক্ষা করিতে পারিব।"

"এইভাবে পররাষ্ট্রলোভী আক্রমণকারীরা জনমত গঠন করিতেছে। এই স্থূল ধাপ্পাবাজীর চাতুরী বুঝা বেশী কঠিন নহে।'

"কিন্তু যুদ্ধ বাস্তব ঘটনা। ইহাকে কোন ছলনাতেই আবৃত করা কঠিন। কোন 'অক্ষ' 'ত্রিভূজ' বা 'এণ্টি কমিণ্টার্ণ প্যাক্টই' এই বাস্তব ঘটনা আবৃত করিতে পারে নাই যে, এই কালের মধ্যে জাপান চীনের বৃহৎ ভূখণ্ড কুক্ষিগত করিয়াছে, ইতালী আবিসিনিয়া দখল করিয়াছে, জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়া ও স্থদেতানল্যাণ্ড গ্রাস করিয়াছে এবং জার্ম্মানী ও ইতালী একযোগে স্পেনের উপর অধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং ইহা অনাক্রমণশীল রাষ্ট্রগুলির স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়াই করা হইয়াছে। যুদ্ধ যুদ্ধই আছে, পররাষ্ট্রগ্রাসী মিলিটারী ব্লক ঠিকই আছে এবং সাম্রাজ্যলোভীরা সাম্রাজ্যলোভীই রহিয়াছে। এই অভিনব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের একটা প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ইহা এখনও সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়ে নাই। পররাষ্ট্রলোভী রাষ্ট্রগুলি পদে পদে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রের স্বার্থ হানি করিতেছে, কিন্তু ইহারা ক্রমাগত পিছু হটিয়া আক্রমণকারীদের সুবিধার পর সুবিধা দিতেছে। জগত ভাগাভাগি করিয়া লইবার এই চেষ্টায় বাধা ত দেওয়া হইতেছেই না, বরং একটা প্রশ্রয়ের ভাব দেখা যাইতেছে।

"অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য। নূতন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের এই বিস্ময়কর একতরফা ব্যাপারের আমরা কি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি? বিপুল সুবিধার অধিকারী এই সকল রাষ্ট্র এত সহজে, কিছুমাত্র বাধা না দিয়া কেন নিজেদের স্থান ছাড়িয়া দিতেছে এবং সন্ধির প্রতিশ্রুতি পালন না করিয়া আক্রমণকারীদিগকে তুষ্ট করিতেছে? ইহা কি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির দুর্ব্বলতার পরিচায়ক? নিশ্চয়ই নহে। ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক

রাষ্ট্রগুলি ফাশিষ্ট রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়া নিঃসন্দেহে বহু শক্তিশালী। তথাপি এই রাষ্ট্রগুলি নিয়মিতভাবে কেন আক্রমণকারীদের সুবিধা দিতেছে?

"দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং যুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে একটা বিপ্লব ঘটিবার আশঙ্কা আছে। বুর্জোয়া রাজনীতিকেরা জানে যে প্রথম মহাযুদ্ধে একটা বিশাল দেশে বিপ্লব জয়যুক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে এক বা একাধিক দেশে বিপ্লব বিজয়ী হইতে পারে, তাহাদের এ আশঙ্কা আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাই একমাত্র বা প্রধান কারণ নহে। আসল কথা অধিকাংশ অনাক্রমণশীল রাষ্ট্র বিশেষভাবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি এবং আক্রমণকারীদের প্রতিরোধনীতি ত্যাগ করিয়া "নিরপেক্ষ"তার ভূমিতে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"সাধারণভাবে বলিতে গেলে নিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা এইরূপ দাঁড়ায়—"প্রত্যেক দেশ সাধ্যমত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করুক—উহা আমাদের কিছুই নহে। আমরা আক্রমণকারী ও আক্রান্ত দুই পক্ষের সহিত বাণিজ্য করিব।" কিন্তু কার্য্যতঃ এই নিরপেক্ষতার নীতি, আক্রমণকারীদের পরোক্ষভাবে উৎসাহদান, যুদ্ধের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া, যাহার ফলে এই যুদ্ধ পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে পরিণত হইবে। নিরপেক্ষতার নীতির মধ্যে আমরা দেখিতেছি, আক্রমণকারীদের নিন্দনীয় কাজে বাধা না দিবার আগ্রহ। জাপান চীনে জড়াইয়া পড়ুক, সোভয়েটের সহিত বাধিয়া উঠিলে আরও ভাল হয়, জার্ম্মানী ইউরোপে হুলুস্থুল বাধাইয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ুক, আক্রমণকারীরা মহাযুদ্ধের রুধির কর্দ্দমে গভীরভাবে ডুবিয়া যাউক, সুকৌশলে উৎসাহ দিয়া পরস্পরকে দুর্ব্বল ও

ক্লান্ত করিবার সুবিধা দেওয়া হউক, এবং যখন তাহারা একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, তখন সমস্ত নূতন শক্তি লইয়া, "শান্তির জন্য" রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া হতবল যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলিকে সর্ত্ত দিবার সুবিধা হইবে।

অতি সহজ ও সুলভ পথ!

*　　*　　*　　*

"জার্ম্মানীর দৃষ্টান্ত দেখ। অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও ইহারা জার্ম্মানীকে অষ্ট্রিয়া দখল করিতে দিল; চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরিত্যাগ করিল, কোন আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তব্যের মর্য্যাদা রাখিল না। ইহার পর তাহারা সংবাদপত্রে "রাশিয়ান সৈন্যের দুর্ব্বলতা" "রুশ বিমান-বহরের অধঃপতন" লইয়া মিথ্যা কোলাহল তুলিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতেছে, এই শ্রেণীর প্রচারকার্য্যের উদ্দেশ্য জার্ম্মানীকে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইবার উৎসাহ দান এবং সহজেই কার্য্য সিদ্ধি হইবার ভরসা দিয়া বলা হইতেছে, "বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দাও, সব ঠিক হইয়া যাইবে।" ইহাও আক্রমণকারীদের উৎসাহ দিবার মতই দেখাইতেছে।"

এই ইতিহাস স্মরণীয় বক্তৃতায় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির রাজনীতিক ও সংবাদপত্রগুলির ভণ্ডামী, কাপট্য ও সোভিয়েট বিদ্বেষের বিশ্লেষণ করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি ষ্ট্যালিন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিলেন, —তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য,—

(১) যে সকল জাতি আক্রান্ত হইয়া স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিবে, আমরা তাহাদের সাহায্য করিব।

(২) আমরা আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত নহি। যুদ্ধে প্ররোচনা দিয়া

যাহারা সোভিয়েট সীমান্ত পরিবর্ত্তন করিতে চাহে, তাহাদিগকে একটি আঘাতের পরিবর্ত্তে দুইটি আঘাত করিবার জন্য আমরা প্রস্তুত।

(৩) যাহারা চিরদিন পরকে দিয়া আগুন হইতে বাদাম তুলিয়া লইতে অভ্যস্ত, তাহাদের প্ররোচনায় আমরা আমাদের দেশকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে দিব না'।

হিটলার ইউরোপগ্রাসী দুরাশা লইয়া যুদ্ধায়োজন করিতেছেন, ইহা নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াও বৃটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েটের সহিত একযোগে শান্তি রক্ষার এবং প্রয়োজন হইলে সশস্ত্র প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন না। বৃটিশ জনমতের চাপে চেম্বারলেন-গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েটের সহিত আলোচনার ভান করিতে লাগিলেন এবং পোলাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পোলাণ্ড আক্রান্ত হইলে বৃটেন কি ভাবে কোন পথে সাহায্য করিবে, সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য হইল না। নাৎসী জার্ম্মানী বারম্বার সোভিয়েটের সহিত অনাক্রমণ চুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছিল। আগষ্ট মাসে ফন রেবেনট্রপ মস্কো গিয়া দশ বৎসরের অনাক্রমণ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সমগ্র জগৎ চমৎকৃত হইল। বুর্জ্জোয়া সংবাদপত্রগুলি প্রচার করিতে লাগিল, রাশিয়া নাৎসী-পক্ষে যোগ দিয়াছে। পক্ষান্তরে বৃটিশ রাজনীতিকেরা জার্ম্মানীর উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহারা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, জার্ম্মানী তাঁহাদের সহিতই অনাক্রমণ চুক্তি করিবে। লর্ড হ্যালিফাক্স প্রকাশ্যে জার্ম্মানীর কাজটাকে বিশ্বাস-ঘাতকতা বলিয়া বর্ণনা করিলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকা কঠিন। অখ্যাত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত এক সামরিক মিশন মস্কো প্রেরিত হইল। সোভিয়েট পোলাণ্ড রক্ষার জন্য সর্ব্ববিধ সামরিক সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু পোল-গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট সৈন্যকে পোলাণ্ডে

প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করিলেন। বৃটিশ মিশন পোল-গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিয়া বলিলেন,—অস্ত্র শস্ত্র দিয়া সাহায্য করিলেই চলিবে। পোল-গভর্ণমেণ্টের অস্বীকৃতির জন্যই হিটলার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার বাহিনী পোলাণ্ডে প্রবেশ করিল। বৃটেন ও ফ্রান্স ৩রা সেপ্টেম্বর জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

নাৎসী বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পোল সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। পোলাণ্ডের অর্দ্ধ-ফাশিষ্ট শাসকশ্রেণীর জমিদার বাবুরা ধনরত্ন লইয়া পলায়ন করিলেন। পূর্ব্ব পোলাণ্ডকে হত্যা ও ধ্বংসের বিভীষিকা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের আদেশে লাল পল্টন অগ্রসর হইল। পোলাণ্ডের রাজধানীর দ্বারদেশে উভয় বাহিনী মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল। ৫৫ ডিভিসন নাৎসী বাহিনী ১০২ ডিভিসন লাল পল্টনের সম্মুখীন—অতএব শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা হইয়া গেল। আরও কারণ এই যে, ১৯২০-এ বলপূর্ব্বক পোলাণ্ড, ইউক্রেন ও বাইলো রাশিয়ার অংশ বিশেষ অধিকার করিলেও, অধিবাসীরা পোল-গভর্ণমেণ্টের বরাবর বিরোধী ছিল, তাহারা স্বেচ্ছায় সোভিয়েটের অন্তর্ভূক্ত হইল। সামরিক গুরুত্বের দিক হইতে কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত সোভিয়েট সীমান্ত প্রসারিত করার প্রয়োজন ছিল। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলি "লাল-সাম্রাজ্যবাদের" ধুয়া তুলিয়া কোলাহল সুরু করিল। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিল বলিলেন, ১৯১৯ সালে নির্দ্দিষ্ট (পোলাণ্ড সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে) "কার্জ্জন লাইন" পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার বৈধ অধিকার সোভিয়েটের আছে।

জার্ম্মানীর সাম্রাজ্যবিস্তারে ভীত লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়ার

অধিবাসীরা ১৯৪০-এর নূতন নির্ব্বাচনে সোভিয়েট রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দিবার অনুকূলে শতকরা ৯৫টি ভোট দিল। পূর্ব্বতন গভর্ণমেণ্টের ফাশিষ্ট জার্ম্মানবংশীয় জমীদারগণ জার্ম্মানীতে পালাইয়া গেলেন। জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতায় সোভিয়েট জার্ম্মান অধিবাসীদের স্বদেশে ফিরিবার অনুমতি দিলেন। লাল নৌ-বহর রীগা, তাল্লিনের ঘাঁটি সুরক্ষিত করিল।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ষড়যন্ত্রে ফিনল্যাণ্ডের সীমান্ত লেলিনগ্রাড হইতে মাত্র ২১ মাইল দূরে বিখ্যাত "ম্যানারহাইম লাইন" নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুর্ভেদ্য দুর্গমালা হইতে ভারী কামানের গোলা বর্ষিত হইলে লেলিনগ্রাডের ধ্বংস অনিবার্য্য। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বহুগুণে অধিক ভূমি ফিনল্যাণ্ডকে দিয়া মাত্র সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কেরোলিন যোজক হইতে কিছু ভূমি চাহিলেন। কিন্তু ফিন-গভর্ণমেণ্ট এই সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখান করিল। ফিন-নেতারা সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া নির্ব্বোধের মত যুদ্ধে লিপ্ত হইল। তিন মাসের মধ্যেই বিশাল দুর্ভেদ্য দুর্গ ম্যানারহাইম লাইন ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাহির হইতে সাহায্য না পাইয়া ফিন-গভর্ণমেণ্ট ১৯৪০-এর ১৬ই মার্চ্চ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিল। কিন্তু সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সামরিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক হাত জমীও লইলেন না। ভাইবর্গসহ একখণ্ড ভূমি, যাহা লেনিনগ্রাড রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক, তাহাই মাত্র লইলেন, এবং বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া সামরিক নৌ-ঘাঁটি হাঙ্গো ইজারা লইলেন।

১৯৪০-এর জুলাই মাসে সোভিয়েট রুমানিয়ার নিকট বেসারাবিয়া দাবী করিল। ১৯১৯ সালে এই প্রদেশটি ফিরাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও রুমানিয়ান গভর্ণমেণ্ট তাহা পালন করেন নাই। সোভিয়েট সীমান্ত সুদৃঢ়

করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন ছিল। রুমানিয়া বেসারাবিয়া ও বুকোভিনা ছাড়িয়া দিল। জার্ম্মান সমরনায়কগণ তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। পরবর্ত্তীকালে নাৎসী "ব্লীৎস্ক্রীগ্" ঠেকাইতে ইহার সামরিক গুরুত্ব বোঝা গিয়াছিল।

বাহিরের জগৎ যখন ধনতন্ত্রীদের দালাল সংবাদপত্রগুলির প্রচার কার্য্যে বিভ্রান্ত হইয়া ভাবিতেছিল, জার্ম্মানীর সহিত মিলিয়া সোভিয়েটও যুদ্ধের সুযোগে রাজ্য জয় করিতেছে, তখন সোভিয়েট নেতারা জানিতেন যে, জার্ম্মানীর আসল লক্ষ্য সমাজতন্ত্রবাদের দুর্গ সোভিয়েটকে ধ্বংস করা এবং যে জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইবার জন্যই সীমান্ত সুদৃঢ় করার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। আক্রমণ করিব না, আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষা করিব ইহাই ছিল সোভিয়েটের নীতি।

ফ্রান্স পর্য্যুদস্ত পদানত—নরওয়ে হইতে ক্রীট হিটলারের করতলগত। হিটলার সামরিক সাফল্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে। নাৎসী বাহিনী এইবার মিশর ও ইংলণ্ডে অভিযান করিবে—সমগ্র জগত রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষমান। এমন সময় সহসা ১৯৪১-এর ২২শে জুন প্রায়ান্ধকার প্রভাতে বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন হিটলার, কোন ঘোষণা না করিয়া সোভিয়েট ভূমি আক্রমণ করিল। জার্ম্মান সমরনায়কগণ "পৃথিবীর ইতিহাসে অভিনব বিশাল শক্তিশালী বাহিনীর" সম্মুখীন না হইবার জন্য হিটলারকে পরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু হিটলার সম্মোহিত জার্ম্মান জাতিকে শুনাইলেন, দশ সপ্তাহের মধ্যে লাল পল্টন ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং ইউক্রেনের উর্ব্বর ভূমির মালিক হইবে জার্ম্মানরা।

সমগ্র জগতে এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। পররাষ্ট্রসচীব মলোটভ মধ্যাহ্নে বেতারযোগে ঘোষণা করিলেন,—সোভিয়েট ভূমির অধিবাসীবৃন্দ,

আমাদের মহান নেতা কমরেড ষ্ট্যালিন আমাকে নিম্নোক্ত ঘোষণা করিবার অনুমতি দিয়াছেন—

"অদ্য প্রভাত ৪ টার সময়, সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট কোন দাবী না করিয়া এবং যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া জার্ম্মান সৈন্য আমাদের দেশ আক্রমণ করিয়াছে। এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব আক্রমণের তুলনা সমগ্র সভ্যজাতিগুলির ইতিহাসে নাই। জার্ম্মানীর সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার অনাক্রমণের চুক্তি রহিয়াছে এবং সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বিশ্বস্তভাবে সেই চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত চুক্তির সর্ত্ত সম্পর্কে জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট একটিও অভিযোগ উত্থাপন করে নাই। কৃতঘ্ন দস্যুর মত সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর এই আক্রমণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব জার্ম্মানীর ফাশিষ্ট শাসকগণের।

"প্রভাত সাড়ে পাঁচটায় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর জার্ম্মান রাষ্ট্রদূত আমাকে জানাইলেন যে, জার্ম্মানীর পূর্ব্ব সীমান্তে সোভিয়েট সৈন্য সমাবেশ করায় জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট আক্রমণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উত্তরে আমি বলিলাম, জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোন দাবী উপস্থিত করেন নাই। সোভিয়েট শান্তির ঐকান্তিক আগ্রহে কৃতসঙ্কল্প ছিল, অতএব ফাশিষ্ট জার্ম্মানীই আক্রমণকারী।"

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েটের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা ষ্ট্যালিনকে প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত করিলেন।

৩রা জুলাই বেতারযোগে সোভিয়েট রাশিয়ার জনগণকে লক্ষ্য করিয়া ষ্ট্যালিন মহাযুদ্ধ বিশ্লেষণ করিয়া এক বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় উত্তেজনা ও উন্মাদনা নাই,—আছে ধীর স্থির বীরের অকুতোভয় সাহস ও শৌর্য্য; আছে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবি ও লাল পল্টনের শক্তি ও ঐক্যের

উপর দৃঢ় বিশ্বাস। যখন নাৎসী ঝটিকাবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতিতে সমগ্র জগৎ চমৎকৃত, যখন সোভিয়েট রণনীতির কৌশল সম্পর্কে বাহিরের লোকের কোন ধারণাই নাই, তখন ষ্ট্যালিন বলিলেন,—আমাদের কীর্ত্তিমান লাল পল্টন আমাদের কতিপয় সহর ও জিলা ফাশিষ্ট শত্রুসৈন্যের হাতে সমর্পণ করিল ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইল ? মিথ্যাবাদী ফাশিষ্ট প্রচারকেরা অবিরত ভেরীনিনাদে ঘোষণা করিতেছে যে জার্ম্মান ফাশিষ্টবাহিনী অজেয় ও দুর্ভেদ্য, ইহা কি সত্য ?

"নিশ্চয়ই নহে। ইতিহাস বলে জগতে কখনও কোন অজেয় বাহিনী নাই, কখনও ছিলও না। নেপোলিয়নের বাহিনী লোকে অজেয় বলিয়া বিশ্বাস করিত ; কিন্তু রাশিয়া ইংলণ্ড ও জার্ম্মান বাহিনীর নিকট তাহা পরাজিত হয়। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কাইজারের জার্ম্মান সৈন্য লোকে অজেয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, কিন্তু উহা রাশিয়া ও ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর নিকট বারম্বার পরাজিত হয় এবং পরিণামে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। অদ্যকার হিটলারের বাহিনীরও সেই দশাই হইবে। এই বাহিনী ইউরোপে কোন প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় নাই। সবে মাত্র আমাদের ভূমিতেই উহা তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যেই লাল পল্টনের সম্মুখে হিটলারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহিনীর কয়েকবার পরাজয় ঘটিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, ইহাকেও ধ্বংস করা যাইতে পারে এবং তাহাই করা হইবে।"

সোভিয়েট জনগণ এবং জগতের প্রগতিশীল স্বাধীনতাকামী অগণিত নরনারী, উৎকর্ণ হইয়া ষ্ট্যালিনের অকম্পিত কণ্ঠ হইতে শুনিল,—"ফাশিষ্ট জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ সাধারণ যুদ্ধ নহে। ইহা কেবল দুইটি সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ নহে। ইহা ফাশিষ্ট জার্ম্মান বাহিনীর সহিত সমগ্র সোভিয়েট জনগণের

সংগ্রাম। আমাদের স্বদেশ রক্ষার জন্য এই জাতীয় যুদ্ধের লক্ষ্য কেবল আমাদের দেশকেই মুক্ত করা নহে; জার্ম্মান ফাশিষ্ট প্রভুত্বে নিপীড়িত জনগণকে মুক্ত হইতেও আমরা সাহায্য করিব। এই স্বাধীনতার যুদ্ধে আমরা একক নহি। হিটলারের কুশাসনে ক্রীতদাসে পরিণত জার্ম্মান জনগণসহ ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণ আমাদের মিত্র। আমাদের এই যুদ্ধ সমগ্র মানবজাতির মুক্তি ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপান্তরিত হইবে।"

এই মহাযুদ্ধের ইতিহাস আলোচনা করিবার সময় এখনও আসে নাই। ষ্ট্যালিন প্রথমে প্রধান মন্ত্রী পরে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া মানব ইতিহাসের সর্ব্ববৃহৎ যুদ্ধ আশ্চর্য্য সাফল্য ও কৃতীত্বের সহিত পরিচালনা করিতেছেন। ১৯৪২-এর নভেম্বর বিপ্লবের স্মৃতি দিবসের অনুষ্ঠানে বিজয়ী লাল পল্টনকে অভিনন্দিত করিয়া ষ্ট্যালিন বলিয়াছিলেন,—"সমগ্র জগৎ আজ দুইটি পৃথক শিবিরে বিভক্ত। অক্ষশক্তির কার্য্যক্রম হইল জাতিগত বিদ্বেষ, বিধাতা মনোনীত জাতিদের আধিপত্য এবং সমস্ত সম্প্রদায় ও উপজাতির দাসত্ব, সমস্ত জাতির অর্থনৈতিক দাসত্ব ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ। আমাদের কার্য্যক্রম হইল, পৃথিবীর সমস্ত জাতি ও উপজাতির সমান অধিকার এবং সমস্ত পরাধীন জাতির মুক্তি, জাতিগত বিদ্বেষ ও বৈষম্য বিলোপ; অনগ্রসর জাতিগুলিকে অন্যান্য জাতির অর্থনৈতিক সাহায্য দিবার অধিকার এবং পারস্পরিক মঙ্গলের জন্য সহযোগিতা এবং হিটলারী ফাশিষ্ট ব্যবস্থা ধ্বংস।"

জার্ম্মান বাহিনীর বিজয়োদ্ধত আক্রমণের পৈশাচিক বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে লাল পল্টন অটলোন্নত শিরে মানবমুক্তির সংগ্রামক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইল। উত্তর হিমমণ্ডল হইতে কৃষ্ণ সাগর পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ রণাঙ্গনে, অন্ধকারের সহিত

আলোকের, শৃঙ্খলের সহিত মুক্তির, বর্ব্বরতার সহিত মানবতার মহাযুদ্ধে, সমগ্র জগতের নরনারী বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল, সোভিয়েট রাশিয়ায় ষ্ট্যালিন ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের রণনৈপুন্য। লাল পল্টনের আঘাত ও প্রতিঘাত করিবার প্রচণ্ড শক্তি মহাসমরের রক্তাক্ত বহ্নিশিখায় দীপ্যমান হইয়া উঠিল। আজ ক্ষণিক সাফল্যের মরু-মরীচিকায় প্রতারিত হিটলার-বাহিনী ধ্বংসের মহাশ্মশানে সমাধি রচনা করিতেছে। রাশিয়ার শৌর্য্যবীর্য্য, রণনৈপুণ্য এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার আভিজাত্যগর্ব্বী সম্রাজ্যবাদীরা বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে রাশিয়াকেই নেতৃত্বপদে বরণ করিয়াছেন। স্বদেশকে শত্রুকবল হইতে মুক্ত করিবার মৃত্যুপণ সঙ্কল্প আজ সফল হইতে চলিয়াছে। দুর্য্যোগময়ী রজনীর অন্ধকার পট বিদীর্ণ করিয়া উদয়াচলের অরুণচ্ছটায় পূর্ব্ব দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে বিলম্ব নাই। কার্ল মার্কসের সহকর্ম্মী কম্যুনিজম্-এর অন্যতম প্রবর্ত্তক এঙ্গেলস্ ১৮৪৫ সালে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, এক শতাব্দীর ব্যবধানে হিটলার তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন,—"যুদ্ধের সময় কম্যুনিষ্ট সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রকৃত পিতৃভূমি, প্রকৃত স্বদেশ রক্ষা করিবার ভার পাইবে; অতএব সে এমন বীরত্ব, ধৈর্য্য, উৎসাহ ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করিবে, যাহার সম্মুখে, যে কোন আধুনিক যন্ত্রবৎ পরিচালিত সৈন্যদল তূলারাশির মত উড়িয়া যাইবে।" আমরাও দেখিতেছি, দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হিংস্র পশুর মত কাতারে কাতারে যে সৈন্যদল নাৎসী নরমেধ যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতেছে, তাহারা জানেনা যে, এই যুদ্ধের লক্ষ্য কি, উদ্দেশ্য কি? পক্ষান্তরে রাশিয়ার সেনাপতি ও সৈনিক হইতে কৃষক, মজুর, বুদ্ধিজীবি সকলেই জানে যে, তাহাদের এই যুদ্ধ কেবল স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ নহে,

পৃথিবীর নিপীড়িত মানবের মুক্তির যুদ্ধ ; তাহারা আরও জানে যে দেশে দেশে লক্ষ কোটি নরনারী, তাহাদের বিজয়ের মধ্যেই মানব-ধর্ম্মের চরম বিজয় প্রত্যাশা করিতেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্ববৃহৎ যুদ্ধের পরিচালক ষ্ট্যালিন আজ কেবল সোভিয়েট রাশিয়ার নেতা নহেন, স্বাধীনতার যুদ্ধে রত সমগ্র জগতের নেতা।

নয়

বাস্তববাদী ষ্ট্যালিনের চরিত্র ও জীবন নবীন রাশিয়ার আধুনিক ইতিহাসের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। পর্ব্বত প্রমাণ বাধাকে অতিক্রম করিয়া যে জীবন বহু সাফল্যে মণ্ডিত তাহার সমগ্র চিত্র আজ জগতের সম্মুখে উদ্ঘাটিত; ইহার মধ্যে রহস্যময় বা গোপন কিছু নাই। ঈর্ষা-কাতর শত্রুদের সমস্ত মিথ্যা প্রচার কার্য্য ব্যর্থ করিয়া ষ্ট্যালিন আজ স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে কিন্তু এখনও তিনি নবীন যুবকের মত উৎসাহী ও নিরলস কর্ম্মা। জনৈক তরুণ সাম্যবাদী বলিয়াছেন, "প্রবীণ বলশেভিকদিগকে আমরা শ্রদ্ধা করিয়া থাকি তাহার কারণ তাঁহারা বয়সে প্রবীণ বলিয়া নহে, বয়স তাঁহাদিগকে বৃদ্ধ করিতে পারে নাই বলিয়া তাঁহারা শ্রদ্ধাভাজন।"

১৯১৭ সাল হইতে প্রত্যেক বৎসরে ষ্ট্যালিন যে সকল কাজ স্বীয় অনন্যসাধারণ কর্ম্মশক্তি বলে অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিয়াছেন সমসাময়িক জগতে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল; অথচ তিনি সাফল্যের গর্ব্বে কখনও আত্মহারা হন না। কেহ তাঁহার সম্মুখে ঐ সকল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, "আমরা যাহা করিতে যাইতেছি তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নহে।" রুশীয় ভাষায় ষ্ট্যালিন শব্দের অর্থ 'ইস্পাত'। তাঁহার চরিত্র ইস্পাতের মতই কঠিন এবং সহজ-নমনীয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, জ্ঞানের গভীরতা, তাঁহার চিন্তাপ্রণালীর আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা এবং অগ্রগতির অদম্য স্পৃহা তাঁহাকে কখনও অলস থাকিতে দেয় না। দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার এবং ততোধিক ক্ষিপ্রতার সহিত তাহা কার্য্যে পরিণত

করিবার শক্তি তাঁহাকে নেতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। মানুষ চিনিতে তাঁহার কখনও ভুল হয় না। বিশাল কম্যুনিষ্ট পার্টির অধিকাংশ সদস্যই তাঁহার সুপরিচিত; সহকর্ম্মী ও দলের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য রাখেন না। দূরে সরিয়া থাকিয়া এক রহস্যময় জীবনের মোহজাল দ্বারা জনমণ্ডলীকে আচ্ছন্ন করিবার মত ডিক্টেটরী মনোবৃত্তি তাঁহার কোন কালে ছিল না। রাশিয়ার আর দশজন সাধারণ মানুষের মতই তিনি সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন।

লেনিন ও ষ্ট্যালিন এই দুইটী নাম রাশিয়ার বিপ্লব ও পুনর্গঠনের ইতিহাসে অবিচ্ছেদ্য। এই দুই ইতিহাস-স্মরণীয় চরিত্রের তুলনামূলক বিচার আমরা করিব না। কিন্তু ইতিহাস পথে আমরা দেখিয়াছি এই দুই চরিত্রে পার্থক্য থাকিলেও সাদৃশ্যও প্রচুর, মার্কস্‌বাদ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং বাস্তববাদীর দৃষ্টিভঙ্গী ও অদম্য দৃঢ়তায় উভয়েই সমান, পার্থক্য এই যে, লেনিন জননায়ক, ষ্ট্যালিন ঘটনাবলীর নিয়ামক; লেনিন মহান, ষ্ট্যালিন শক্তিমান। বলিলে আরও বলা যায় যে লেনিনের জীবন মতবাদ প্রচারেই অতিবাহিত হইয়াছে, নূতন বিধি ব্যবস্থাকে পরিচালন করিবার অবসর তিনি পান নাই। তাঁহার পর ষ্ট্যালিন কম্যুনিষ্ট পার্টিকে অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বৈপ্লবিক ও গঠনমূলক কার্য্য যুগপৎ পরিচালনা করিয়াছেন। ক্রমে ষ্ট্যালিনের মধ্যেও পরিবর্ত্তন আমরা দেখিয়াছি। সঙ্কটের মুহূর্ত্তে তিনি ধৈর্য্যের সহিত সময়ের অপেক্ষা করিয়াছেন, প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে দ্রুতপদবিক্ষেপকে সংযত করিয়াছেন। অনেক সময় তাঁহার ধৈর্য্যে উৎসাহী সদস্যদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে কিন্তু পরে তাঁহারা ষ্ট্যালিনের দূরদর্শিতার প্রশংসা করিয়াছেন, শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যম ও প্রচেষ্টায় প্রতিপদক্ষেপে ষ্ট্যালিন

গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছেন, সকল দিক তুলমূল করিয়া বিচার করিয়াছেন। সহজ বিশ্বাসীর লঘু উৎসাহ লইয়া তিনি কখনও মাতিয়া উঠিতেন না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁহার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার পক্ষে কিছু পরিমাণে যুক্তি সঙ্গত অবিশ্বাস মনে থাকা ভাল!" সিংহ যেমন সকল দিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অবশেষে অব্যর্থ সন্ধানে শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, ষ্ট্যালিনের চরিত্রে আমরা সেইরূপ সাবধানতার সহিত সমগ্র বল প্রয়োগ করিবার কৌশল দেখিতে পাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ষ্ট্যালিন অতি সাধারণ জীবন যাপন করিয়া থাকেন। আলাপ আলোচনায় তিনি সদালাপী, পরিহাস রসিক। কোন বিষয় আলোচনা কালে তিনি যখন মাতিয়া উঠেন অথবা কোন ভ্রান্ত যুক্তি খণ্ডন করেন তখন তাঁহার বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে প্রত্যেকটি কথা শাণিত তরবারির মত ঝলসিয়া উঠে। তবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন।

ভূতপূর্ব্ব রুশ সম্রাটগণের বিরাট প্রাসাদ ক্রেমলিনের খ্যাতি জগৎ-বিশ্রুত। কত সুসজ্জিত হর্ম্ম্য কত মনোহর গির্জ্জায় এই রাজপ্রাসাদ সুশোভিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী রুশ সম্রাটগণের ঐশ্বর্য্য এই প্রাসাদকে সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রাসাদে জারের ভৃত্যগণের জন্য নির্ম্মিত ভবনে একটী সামান্য অংশে সমগ্র রাশিয়ার রাষ্ট্রগুরু ষ্ট্যালিন বাস করেন। দোতলায় তিনটী ঘর, জানালায় অতি সাধারণ শাদা পর্দ্দা; আসবাব পত্রের কোন বাহুল্য নাই। ইহারই একটী ঘরে ডিম্বাকৃতি একটী ছোট টেবিলে, ষ্ট্যালিন আহার করেন। একজন পরিচারিকা নিকটস্থ একটী সাধারণ হোটেল হইতে তাঁহার খাদ্য আনিয়া দেয়। ক্রেমলিনে যাঁহারা তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন তাঁহারা কখনও সিড়িতে বা ঘরে

তিন চারি জনের বেশী লোক দেখিতে পান নাই। তাঁহার এই সরল জীবনের মধ্যে ফাশিষ্ট-সুলভ কোন অভিনেতার ভাব নাই। জার্ম্মানীর ডিক্টেটর হিটলারের নিরামিষ আহার এবং তিনি ধূমপান ও মদ্যপান করেন না বলিয়া ঢক্কানিনাদে যে প্রচার কার্য্য করা হয়, ষ্ট্যালিনের অনুরক্তগণ কখনও সেরূপ প্রচার কার্য্য করেন না। তাঁহার লয়েড জর্জ্জের মত ৩২ জন সেক্রেটারী নাই। কমরেড প্রোস্‌ক্রো বিশেফ্‌ একাই তাঁহার সেক্রেটারীর কাজ করেন। ষ্ট্যালিন কখনও অপরের লেখায় স্বাক্ষর করেন না। অপরের সংগৃহীত উপাদান লইয়া নিজেই স্বহস্তে সমস্তই রচনা করেন। সকল পত্র এবং সরকারী কাগজ তিনি নিজে পড়েন এবং স্বহস্তে উত্তর দেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তিনি কিয়ৎকাল ধূমপান সংবাদপত্র পাঠ এবং অভ্যাগতদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার ভোজন কক্ষ রাত্রে পুত্র কন্যার শয়ন কক্ষে রূপান্তরিত হয়। আমাদের দেশের অতি সাধারণ কর্ম্মচারীও ষ্ট্যালিন অপেক্ষা অধিকতর আরাম আয়েসে থাকে। ষ্ট্যালিনের বিবিধ প্রকার ফটোগ্রাফে যে পোষাক দেখা যায় তিনি সব সময়েই ঐ পোষাক পরিধান করিয়া থাকেন। উহা দেখিতে সামরিক পরিচ্ছদের মত হইলেও আসলে উহা রাশিয়ার শ্রমিকদের সাধারণ পোষাক। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া আছে এবং এই বয়সেও তিনি বালকের ন্যায় উচ্চহাস্য করেন।

বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক গোর্কীর জুবিলী উৎসবে মস্কোর প্রাচীন গ্রাণ্ড অপেরা হাউস জনপূর্ণ; নৃত্য, গীত, অভিনয় চলিতেছে। বিরতির সময় ভূতপুর্ব্ব সম্রাট পরিবারের নির্দ্দিষ্ট আসনের সন্নিকটস্থ একটী কক্ষে রাশিয়ার বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীরা একত্র হইয়াছেন। তুমুল কোলাহল ও বিপুল হাস্যধ্বনিতে কক্ষ পরিপূর্ণ। অন্যান্য অনেকের সহিত সেখানে

আছেন ষ্ট্যালিন, অরজোনেকিজ, রয়কফ, লুডনফ, মলোটভ, ভরোশিলভ, কেগানোভিচ এবং পিয়াটিন্স্কি। ইঁহারা গৃহযুদ্ধের স্মৃতিকথা ও ছোট ছোট কাহিনী লইয়া কৌতুকে প্রমত্ত ছিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি যে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিলে সে কথা মনে আছে?'...'তুমি সেই নোংরা পশুটার কথা বলিতেছ? ওটা যে আমাকে কেন ফেলিয়া দিয়াছিল এখন পর্য্যন্ত আমি জানি না'...ইত্যাদি বলিতে বলিতে ষ্ট্যালিনের উচ্চহাস্য যৌবনের আবেগে উছলিত হইয়া উঠিল। আনন্দহীন কঠোর কর্ম্মজীবনের মধ্যে ক্ষণিক অবসরে বন্ধু সমাগমে ষ্ট্যালিন আনন্দে উচ্ছ্বসিত। একদিন যাহা ছিল ভয়ঙ্কর জীবন মরণ সমস্যা আজ সেই অতীত লইয়া তিনি অনায়াসে হাস্য পরিহাস করিলেন। লেনিনও এমনি উচ্চহাস্য করিতে পারিতেন। গোর্কী লিখিয়াছেন, "ভ্লাডিমির ঈলিচ্ (লেনিন) হাস্যকে সংক্রামক করিয়া তুলিতে পারে, এমন লোক আমি আর দেখি নাই। ইহা আশ্চর্য্য, কেননা যে অতি কঠোর বাস্তববাদী, যে মানুষ বৃহৎ সামাজিক বিয়োগান্ত দুর্ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিয়াছে এবং গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছে, ধনতান্ত্রিক জগতের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণায় যে মানুষের চিত্ত ভরপুর, সেই মানুষ এমন করিয়া হাসিতে পারে, হাসিতে হাসিতে তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে ইহা সত্যই অদ্ভুত।" এবং গোর্কী উপসংহারে বলিয়াছেন, "পরিপূর্ণ ও সবল মানসিক স্বাস্থ্য না থাকিলে এমন করিয়া মানুষ হাসিতে পারে না।"

যে শিশুর মত হাসিতে পারে, সে শিশুবৎসল ও সন্তানবৎসল না হইয়া পারে না। ষ্ট্যালিন তিনটি সন্তানের জনক। তাঁহার পত্নী নাদেজা এল্লিলুইভার মৃত্যুর পর (১৯৩২) তিনি স্বয়ং সন্তানদিগকে লালনপালন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ১৯২১ সালে এক দুর্ঘটনায় মৃত জনৈক

শ্রমিকের পুত্র আর্টিয়ম শেরগুয়েফ তাঁহার গৃহে পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইতেছে। ইহা ছাড়া বাকুতে বৃটিশ সৈন্যের গুলিতে নিহত জনৈক শ্রমিকের দুই কন্যাকেও তিনি পিতৃস্নেহ দিয়া লালনপালন করিতেছেন। আরও বহু বালক বালিকা তাঁহার স্নেহ ও আদর-যত্ন পাইয়া থাকে, বালকদের প্রতি তাঁহার অনুরাগের একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিতেছি। আর্ণল্ড ক্যাপ্‌লিন ও বোরিস গোল্ডষ্টিন নামক দুইটি বালক যথাক্রমে পিয়ানো ও বেহালা বাজনায় খ্যাতিমান হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন ষ্ট্যালিন তাহাদের বাদননৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং প্রত্যেককে তিন হাজার রুবল মুদ্রা পুরস্কার প্রদান করিয়া বলেন, "এখন তোমরা ক্যাপিট্যালিষ্ট হইয়া পড়িলে, আমাকে কি রাস্তায় দেখিয়া চিনিতে পারিবে?" এইরূপ রসিকতার একটি গল্প ডামিয়াম বিড্‌ন বলিয়াছেন; "১৯১৭ সালের জুলাই মাসে আমি ও ষ্ট্যালিন প্রাভ্‌দা সংবাদপত্র সম্পাদন কার্য্যে ব্যাপৃত আছি, এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ক্রোন্‌সটাড নাবিকেরা ষ্ট্যালিনকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আজিকার মিছিলে কি আমরা রাইফেল হাতে করিয়া যাইব?' আমি উত্তর শুনিবার জন্য কৌতূহলী হইলাম। ষ্ট্যালিন বলিলেন, 'রাইফেল? তোমরা যাহা ভাল বোঝ তাহাই করিবে। আমরা লেখক, আমাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই পেন্সিল থাকে।' মিছিলে দেখিলাম যে, নাবিকেরা সকলেই পকেটে পেন্সিল লইয়া আসিয়াছে।"

সে যাহা হউক, প্রয়োজনমত তিনি ধীর ও শান্ত হইয়াও পড়েন। যখন বিখ্যাত লেখক এমিল্ লুডউইক তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি যে কত সঙ্গত কথা বলিলেন, সে সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা নাই।" ষ্ট্যালিন সহজ স্বরে বলিলেন, "কে জানে! সম্ভবতঃ আমার

মন্তব্য সঙ্গত নহে।" আবার যখন উক্ত লেখক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মনে করেন যে, আপনাকে পিটার দি গ্রেটের সহিত তুলনা করা যায়?" তখন ষ্ট্যালিন অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "ঐতিহাসিক তুলনামূলক বিচার সব সময়ই বিপজ্জনক কিন্তু আপনার তুলনাটি একেবারেই ভিত্তিহীন।" এখানে দেখা গেল উচ্চহাস্য করিবার সুযোগ পাইয়াও ষ্ট্যালিন গম্ভীর। তাঁহার চরিত্রের এক বিশেষ বিশেষত্ব এই যে, তিনি কখনও নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন না এবং সর্ব্বদাই সংযত হইয়া সাধারণভাবে থাকিবার চেষ্টা করেন।

ষ্ট্যালিন বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক মার্কসীয় সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে, অথচ তাঁহার রচনাভঙ্গী অন্যান্য রাশিয়ান বিপ্লবীদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা হইতে পৃথক। অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকগণ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস উত্তমরূপে যে পাঠ করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের রচনা হইতেই বুঝা যায়। মার্কস্ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু সমাজতন্ত্রীর উদ্ধৃত বচনে তাঁহাদের রচনা কণ্টকিত। ফরাসী বিপ্লব হইতে শ্রমিক বিপ্লব পর্য্যন্ত বহু বিপ্লবের ঐতিহাসিক ঘটনা তাঁহাদের রচনার প্রধান উপাদান। কিন্তু ষ্ট্যালিনের রচনার মধ্যে ঐ শ্রেণীর উদ্ধৃত বাক্য নাই বলিলেই হয়। যদি স্বীয় মত সমর্থনকল্পে কোন লেখকের মত তিনি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন তবে লেনিন ব্যতীত আর কাহারও মত নহে এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া বহুবার তিনি উত্তর দিয়াছেন, "আমি লেনিনের একজন শিষ্য মাত্র এবং আমার জীবনের একমাত্র দুরাশা যে আমি তাঁহার বিশ্বস্ত শিষ্য থাকিব।"

শিষ্য শব্দটি আমাদের দেশে যে অর্থে প্রযুক্ত হয় ষ্ট্যালিন অবশ্যই সে অর্থে শিষ্য শব্দ ব্যবহার করেন নাই। বুদ্ধি বিবেচনা বিবেক

সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া অন্ধভাবে অনুগমন করিবার মত লঘুচিত্ত ব্যক্তি ষ্ট্যালিন নহেন। একই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত দুইটি মানুষের জীবন একই কর্ম্মধারার অনুসরণ করিয়াছে। বিশ্বাস জ্ঞানের উপর, বিশ্বাস চরম সামাজিক সুবিচারের উপর, বিশ্বাস সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর, বিশ্বাস জনসাধারণের সৃজনীশক্তির উপর—যে বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া একদিন লেনিন বলিয়াছিলেন, "আমরা আমাদের কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর নির্ভর করিব।" ইহার মধ্যে আমরা দেখিতেছি, কর্ম্মের প্রেরণা, মানুষের মর্য্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা ও ধ্রুব বিশ্বাস। ঠিক অনুরূপ বিশ্বাসের সহিতই ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন, "শুধু মাত্র ইচ্ছা করিলেই কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় না, কেননা প্রত্যেকেই পরিশ্রম এবং তাহার সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে না।"

জনসাধারণের উপর ষ্ট্যালিনের বিশ্বাসই জনসাধারণকে অনুরূপ বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। রাশিয়ার নূতন কলকারখানার মধ্য দিয়া এই বিশ্বাসের উৎসাহ ও আনন্দ নবসৃষ্টিকে প্রাচুর্য্যে ভরিয়া তুলিতেছে। রাশিয়ার বিপ্লবকে এবং সাম্যবাদী সমাজকে ষ্ট্যালিন অতীতে যেভাবে রক্ষা করিয়াছেন, ভবিষ্যতেও তিনি তাহাই করিবেন কেননা তিনি বিশ্বাস করেন. "মহামানবরা যখন ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রন করিতেন সে যুগ চিরদিনের জন্য শেষ হইয়াছে।"

ষ্ট্যালিনের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই আলোচনা করিয়াছি। যিনি যৌবনে বিপ্লবী হইয়া কারাগারে নির্ব্বাসনে এবং গুপ্তভাবে থাকিয়া অশ্রান্ত অশান্ত জীবন যাপন করিয়াছেন তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই জানি। নরনারীর প্রেম সম্পর্কিত ব্যাপারে অতি কৌতূহলী ইউরোপীয় লেখকগণ বহু রহস্যময় ও

রোমাঞ্চকর কাহিনীর দ্বারা ষ্ট্যালিনের জীবনের ফাঁকগুলি ভরিয়া দিয়াছেন। যৌবনে ষ্ট্যালিন প্রথম বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু সে বিবাহিত জীবনের সুখশান্তি তিনি ভোগ করিতে পারেন নাই। যখন ষ্ট্যালিন উত্তর মেরু সাগরের তীরে নির্ব্বাসনে দিন কাটাইতেছিলেন, যখন রুশ বিপ্লবের আলোড়ন মাত্র সুরু হইয়াছে ঠিক সেই সময় ১৯১৭ সালে তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। এই দুর্ভাগা নারী বিবাহিত জীবনের কোন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যই পান নাই। তাঁহার স্বামী পুলিশ ও গোয়েন্দার সতর্ক দৃষ্টি এড়াইবার জন্য কখনও অধিক দিন এক স্থানে থাকিতেন না। কখনও বা দলের নির্দ্দেশে তাঁহাকে দীর্ঘকাল আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইত। নির্ব্বাসনে চারি বৎসর ষ্ট্যালিন তাঁহার পত্নীর কোন সংবাদ পান নাই। অবশেষে একদিন জার গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে ষ্ট্যালিন তারযোগে এক সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদে বিপ্লবী ষ্ট্যালিনের চিত্তে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা তিনি কখনও খুলিয়া বলেন নাই। চারি বৎসর নিঃসঙ্গ একক নির্ব্বাসিত জীবন যাপনের পর এরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ মানুষের চিত্তে কি বিমর্ষ ভাবাবেগ উদ্বেলিত করে তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি মাত্র।

১৯১৭-র বসন্তকালে বিপ্লব আরম্ভ হইবামাত্র ষ্ট্যালিন নির্ব্বাসন হইতে পলায়ন করিয়া সেণ্টপিটার্সবার্গে উপস্থিত হইলেন এবং সাম্যবাদী দলের বিশ্বস্ত সদস্য কারখানার মিস্ত্রি এলিউলেভের গৃহে আশ্রয় লইলেন। তিনি প্রভাতে বাহির হইয়া যাইতেন এবং গভীর রাত্রে ফিরিতেন। ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া সাফল্য লাভ করিল। অক্টোবর মাসে বিজয়ী সাম্যবাদী দল রাষ্ট্রের শক্তি করায়ত্ত করিল। তখনও ষ্ট্যালিন দরিদ্র শ্রমজীবির কুটীরেই রহিয়া গেলেন। অথচ তখন তিনি বিপ্লবী

গভর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদের সদস্য। ষ্ট্যালিনের বয়স তখন ৩৮ বৎসর। এই সময়ে একদিন দেখা গেল যে শ্রমজীবি এলিউলেভের অষ্টাদশ বর্ষীয়া কন্যা নাদিজা এলিলুভলার সহিত ষ্ট্যালিন বিবাহ-রেজিষ্ট্রারের অফিসে উপস্থিত হইলেন এবং সোভিয়েট আইনানুসারে উভয়ের বিবাহ বিধিবদ্ধ করিলেন। বিবাহের পর ষ্ট্যালিনপত্নীকে আর বাহিরের কাজ-কর্ম্মে দেখা গেল না। কোন ভোজ বা উৎসবে ষ্ট্যালিনের পার্শ্বে মাঝে মাঝে তাঁহার পরমা সুন্দরী পত্নীকে দেখা যাইত। অনেকে ষ্ট্যালিনের বিবাহের বিষয় জানিতই না।

ষ্ট্যালিনেব বিবাহিত জীবন সুখী হইয়াছিল। বিবাহের পর তৃতীয় বর্ষে তাঁহাদের পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার পাঁচ বৎসর পরে ষ্ট্যালিন একটী কন্যা লাভ করেন। ইহার পর ষ্ট্যালিনপত্নী সাধারণে আত্মপ্রকাশ করিলেন। গুজব রটিল যে যেভাবে মলোটভ পত্নী রুশিয়ার প্রধানতম গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতের কারখানার প্রধানা পরিচালিকা হইয়াছেন, ষ্ট্যালিনপত্নীও সেইরূপ কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ শীঘ্রই গ্রহণ করিবেন। ১৯২৯ সালে মিসেস্ ষ্ট্যালিন এক রসায়নাগারে ছাত্রীরূপে যোগ দিলেন এবং কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলে জানিত যে তিনিই ষ্ট্যালিন-পত্নী। তিন বৎসর তিনি নিয়মিতরূপে ক্লাসে যোগ দিয়া বক্তৃতা শুনিয়াছেন। কি অধ্যাপকগণ, কি মিসেস্ ষ্ট্যালিন উভয় পক্ষই কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়া বা নেওয়ার বিরোধী ছিলেন। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সহিত তাঁহার কোন পার্থক্য ছিলনা। একই প্রকার ধূসর বর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া তিনি অন্যান্যের সহিত মিলিত হইয়া কলে শ্রমিকের কাজ করিতেন এবং একই বেঞ্চে বসিয়া ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনিতেন।

ষ্ট্যালিন

১৯৩২ সালের ৮ই নভেম্বর সংবাদ প্রচারিত হইল যে মিসেস্ ষ্ট্যালিন মৃত। তাঁহার বয়স মাত্র ৩৮ বৎসর হইয়াছিল এবং ইতিপূর্ব্বে তাঁহার কোন রোগের সংবাদ প্রচারিত হয় নাই। রাশিয়ার বাহিরে ইউরোপের সোভিয়েট বিদ্বেষীরা এই সংবাদ লইয়া মাতিয়া উঠিল এবং আজগুবি কাহিনী প্রচার করিয়া এই মৃত্যুকে হত্যা বা আত্মহত্যার সামিল করিয়া তুলিল। বিবাহিত জীবনে ষ্ট্যালিনপত্নী সুখী ছিলেন না, বহুবর্ষ ধরিয়া তিনি অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন এবং অবশেষে গভীর নৈরাশ্যে আত্মহত্যা করিয়াছেন ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল কুৎসা রটনাকারী যুক্তি বা প্রমাণের কোন ধার ধারে না। কার্য্যতঃ ষ্ট্যালিনপত্নী বিবাহিত জীবনের প্রথম ১০ বৎসর গৃহকর্ম্ম লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র কন্যারা বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি বাহিরের কোন কাজে যোগ দিতেন না। ষ্ট্যালিনের সহকর্ম্মীরা জানেন যে ষ্ট্যালিন সময় পাইলেই তাঁহাদের সহরতলীর ক্ষুদ্র বাড়ীতে গিয়া পত্নীর সহিত মিলিত হইতেন। ষ্ট্যালিনপত্নী মৃদু স্বভাবা এবং নিরভিমানী ছিলেন। স্বামী ও সন্তানসন্ততিগণের সেবাই ছিল তাঁহার আনন্দ। তিনি কখনও নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা বলিয়া স্বামীকে বিব্রত করিতেন না। কথিত আছে যে তিনি জটিল স্ত্রীরোগে ভুগিতেছিলেন এবং সে কথা দীর্ঘকাল স্বামীর নিকট গোপন রাখিয়াছিলেন এবং অবশেষে রোগ যখন ধরা পড়িল তখন চিকিৎসকেরা আসিয়া দেখিলেন, চিকিৎসার সময় অতীত হইয়াছে। পত্নীর মৃত্যুর পর বোঝা গেল যে ষ্টালিন তাঁহার জীবন-সঙ্গিনীকে কত গভীর ভাবে ভালবাসিতেন। আধুনিক রাশিয়ায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কোন আড়ম্বর হয় না। সাধারণতঃ আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ শ্মশানে চিতা-চুল্লিতে ভস্ম করা হয়। কেবল প্রাচীন পন্থীরাই খৃষ্টানী মতে শোভাযাত্রা করিয়া শব সমাধিস্থ করিয়া

থাকেন। কিন্তু ষ্ট্যালিন তাঁহার স্ত্রীর মৃত দেহ শ্মশানে দাহ করিবার জন্য পাঠাইলেন না। এক প্রাচীন মঠে তিনি পত্নীর মৃতদেহ সমাধিস্থ করিলেন। অতি সাধারণ সমাধির উপর পুষ্পস্তবক ছাড়া দর্শকগণ আর কিছুই দেখিতে পান না।

ষ্ট্যালিন বাস্তববাদী। তিনি যখন রাষ্ট্রীয় কোন গুরুতর ব্যাপারে কোন বক্তৃতা বা বিবৃতি দান করেন তখন ফেনায়িত ভাষা ব্যবহার করেন না, অত্যুক্তি বর্জ্জিত সত্য কথাই কহেন। নূতন শাসনতন্ত্রানুযায়ী প্রথম নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে মস্কোর এক বৃহৎ নাট্যশালায় ষ্ট্যালিন বক্তৃতা করেন। তিনি স্বয়ং নির্ব্বাচন প্রার্থী ছিলেন। বিশাল জনতার মধ্যে ষ্ট্যালিন যখন বক্তৃতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন তখন মুহুর্মুহু জয়ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। ষ্ট্যালিন জলদ-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন, "পৃথিবীর ইতিহাসে কোন গণতন্ত্রী দেশে এমন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে ভোটদাতাদের ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। ইতিহাসে এই দৃষ্টান্তের তুলনা নাই। ভোটদাতারা গোপনে ভোট দিবেন, নিরপেক্ষ ভাবে স্বাধীন চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিবেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে অবাধে স্বীয় মনোমত ব্যক্তিকে ভোট দিবেন ইহাই বড় কথা নহে, আসল কথা হইল যে এই সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কোন প্রকার অনুরোধ উপরোধ বা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা দ্বারা খর্ব্ব হইবে না। গণতন্ত্রের এরূপ চরম অধিকার এ পর্য্যন্ত কোন দেশই দিতে পারে নাই।" ষ্ট্যালিনের বলিবার ভঙ্গী এইরূপ সরল ও স্পষ্ট। তিনি নিজের জন্য কোন আবেদন না করিয়া সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের প্রশংসা করিলেন। তিনি জানেন কি ভাবে জনসাধারণকে উৎসাহে অনুপ্রাণিত করিতে হয় কিন্তু শুধুমাত্র

ভাবাবেগের উপর তাঁহার কোন আস্থা নাই। তিনি মানুষকে উত্তেজিত করিবার পরিবর্ত্তে যুক্তির দ্বারা তাহার শুভবুদ্ধি উদ্বোধন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

অতীত ও ভবিষ্যৎ জগতের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ একটা নূতন জাতি ও নূতন সমাজ ব্যবস্থা তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহিত নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। এই নিয়ন্ত্রণের অর্থ নূতন কিছু স্থষ্টি নহে, গতিশীল মনুষ্য সমাজের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনকে আবিষ্কার। যাঁহারা এইটী বুঝেন না তাঁহারা ফ্যাশিষ্ট আদর্শের সহিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পার্থক্য কোন কালেই বুঝিবেন না এবং এই কারণেই ষ্ট্যালিন ও নবীন রাশিয়া তাঁহাদের নিকট বিস্ময় ও বিদ্বেষের বস্তু।

ষ্ট্যালিনকে ক্ষুদ্র ও খর্ব্ব করিয়া দেখিবার দেখাইবার বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ষ্ট্যালিন আজ লক্ষ কোটি নরনারীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে উপবিষ্ট। আমরা বহু দূরবর্ত্তী দেশের লোক হইলেও অপরিচয়ের ব্যবধান থাকিলেও তাঁহার চরিত্র ও জীবন আলোচনা করিলাম এবং এই আলোচনায় যথাসাধ্য নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়াই অগ্রসর হইয়াছি। অতি সাধারণ পরিবার হইতে যে কৃষক যুবক একদিন সর্ব্বমানবের মুক্তি কামনায় অধীর হইয়া গৃহ পরিজন ত্যাগ করিয়াছিল, কে জানিত যে এক বিশাল দেশের বিপুল জন সমষ্টির নেতা, গুরু ও পথপ্রদর্শকরূপে তিনি সমসাময়িক ইতিহাসে এমন চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন। ইতিহাসে কেবল ঘটনাই ঘটে না, অঘটন ঘটে এবং সেই অঘটন আবার এক রূপান্তরিত নবীন ঘটনাপুঞ্জের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। ইতিহাসের সেই পরম রহস্যময় গতিকে যাঁহারা বুঝিতে পারেন এবং তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন

ষ্ট্যালিন তাঁহাদেরই অন্যতম। তাই দেশ কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়াও এই নরকেশরীর চরিত্র আজ সমগ্র সভ্য জগতের আলোচনার বিষয়। আধুনিক জড়বিজ্ঞান ও যন্ত্রের বিকৃত প্রয়োগে পীড়িত পৃথিবীকে বন্ধন ও দাসত্ব মোচনের পথ প্রদর্শকরূপে লেনিনের সহিত ষ্ট্যালিনের নামও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।